নান্দী।

গীত।

রাগিণী ইমন কল্যান—তাল আড়া চৌতাল।

(সুর) তুকাঁহা পাও নাহি হো অপরম্ ইত্যাদি।)

মনরে ভাব পুরুষ পুরাতন্।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কারণ যেজন, সে জন মন রঞ্জন,
পাপ তাপ বিনাসন ॥
চিন্ত মন অনিবার, চরণ তাঁর, হিতবাণী।
ভবভয়, হইবে বিলয়, জনম আর নহে কদাচন।

গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

ভাব মনে, পরম কারণে,
তত্ত্বজ্ঞান উপার্জ্জনে।
তিনি জগত মোহন, জগত জীব জীবন,
সৃষ্টি স্থিতি নিহনন, করেন নিজ কারণে।
প্রীতি মনে চিন্ত তাঁরে, ওরে মন এ সংসারে,
যাতায়াত বারেবারে, হয় ভুলিয়ে সে জনে।

উপাঙ্ক।

(নটের প্রবেশ।)

গীত।

মিছে জানিবে সংসার।
সংসারে জানিবে কেবল তত্ত্বজ্ঞান সার॥
কাম ক্রোধ লোভ আদি, এ সংসারে সদা বাদী,
জীবে তারা প্রতিবাদী, করি রাখে অনিবার।
তাহে জয়ী হয়ে মন, চিন্ত পরম কারণ,
সফল কর জীবন, সঁপি মন পদে তাঁর॥

নট—সভাটী বড় সুন্দর হয়েচে দেখ্‌চি, আর কেনই বা না হবে? যে স্থানে দশজন সভ্য মহোদয়দিগের সমাগম হয়, সে স্থানতো অল্প শোভার স্থান নয়? এমন সমাজে একটী অভিনয় কল্লে মন যেমন পরিতৃপ্ত হয়, এমন আর সামান্য স্থলে হয়না। বিশেষতঃ সজ্জনেরা গুণভাগ ভিন্ন দোষভাগ গ্রহণ করেন্‌না এ কারণ, সহজেই এ সমাজে কৃতকার্য্য হতে পার্‌বো। তবে একবার প্রিয়সীকে ডাকি, তাহার অভিমত ভিন্ন আরতো এ কার্য্য সম্পাদন কোত্তে পার্‌বো না। (নেপথ্যাভিমুখে) প্রিয়ে! একবার এস দেখি।

(নটীর প্রবেশ।)

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আওয়ালী।

(সুর) মার্ পনিয়া কেসে জাঁও সখিরি।)

আর্ বাঁচিযে প্রাণে হায়্। কি করি।
যথা সজ্জনগণ, তথা কি গমন করে অবলায়,
নাথ নাহি ভাবেন তায়।
কি কব কি হবে অবলা লাজে মরে যায়
আসা যে সে প্রেমেরি দায়॥

নটী—প্রাণনাথ! এমন পুনঃ পুনঃ আহ্বান কোচ্চেন কেন? এখন কি আজ্ঞে করুন।

নট—প্রিয়ে! তব প্রণয় পরবশে মন সর্ব্বদাই তোমার চন্দ্রানন দর্শনে বাসনা করে।

গীত।

প্রিয়ে তব প্রেমাধীন চিরদিন এই জন।
দিবানিশি সুখে ভাসি হেরিয়ে বদন॥
ক্ষণকাল অদর্শনে, সব শূন্য ভাবি মনে,
রাখি প্রণয় রতনে, করিয়ে যতন।
যাবত রবে জীবন, পর বচনে শ্রবণ,
দিওনা স্থান প্রাণধন, এই নিবেদন॥

নটী—প্রাণনাথ ! সে প্রেমের আপনিইতো মূল ; নবরসজ্ঞ হয়ে সুমধুর প্রেমরসে এ অধিনীকে জন্মের মত অধিনী কোরে রেখেছেন; এখন প্রার্থনা করি, যেন যাবজ্জীবন আপনার প্রেমাধিনী হয়ে কাল হরণ কোত্তে পারি। আপনি রসজ্ঞ, অধিনীর অপরাধ দর্শন কোল্লেও তাহা ক্ষমা কোর্‌বেন।

গীত।

কেহ না রসিক বলে রস হীন জনে।
যে জন রসিক রত রস আলাপনে॥
অকৃত্রিম প্রেম রস, তাহে যার মন বশ,
প্রেমিক সে প্রেম রস, পিয়ে সুযতনে।
সংগীত সুরস বলি, যেজন সে রসে অলি,
সদা মন কুতুহলি, রস আস্বাদনে॥
তত্ত্ব রস সম যার, কোন রস নাহি আর,
মোক্ষফল ফল তার, লভে আরাধনে॥

নট—প্রিয়ে! তোমার এ প্রার্থনার বিষয়ে আমিও তোমার নিকটে সেই প্রার্থনা কচ্চি। যে হেতু তুমিও রসিকারমণি।

নটী—প্রাণনাথ। এ ভদ্র সমাজে আমাদের এরূপ বাক্য-ব্যয় করার কোন ফললাভ নাই। এক্ষণে আমাকে কি অভিপ্রায়ে আহ্বান কোল্লেন বলুন দেখি?

নট—প্রিয়ে! আমার মনস্থ কি জান? এ সুন্দর সজ্জন-শোভিত সমাজে একটী কোন প্রকার গীতাভিনয় কল্লে হয়না?

নটী—প্রাণনাথ! আপনার এ কথাটী বলা অনোচিত হচ্চে, এ অধিনী এমত কি সংগীত বিদ্যা শিখেচে বল? যে তাতে এই সকল সজ্জনগণের মনোরম্য হতে পার্‌বে। বিশেষতঃ আমি অবলা, এক লজ্জা-জন্য সর্ব্বদাই শঙ্কিত হয়ে থাক্‌তে হয়।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

(সুর) পিয়া ঝুমে ঝুমে নিধিয়াইরে)

নাথ কিবা কব তব সদনে।
বল কি জানি জন রঞ্জনে॥
যথা গুণী জ্ঞানীগণ, তথা কি অবলা জন,
শোভে তুষিবারে জনগণে।
ভাবনা মনে॥

নট—প্রিয়ে! তুমি সঙ্কিত হোচ্চ কেন? সজ্জন-সমাজে তোমার সে বিষয়ের কোন সঙ্কাই নাই।

নটী—প্রাণনাথ! সজ্জনগণে যে দোষ দৃষ্টি কোর্‌বেন না, তা আমি বিশেষ জানি, কিন্তু ছলগ্রাহীগণে সমাগত হলেই তাঁদের সভাব তো আপনি বিশেষ বিদিত আছেন্?

গীত।

রাগিণী কালন্যাংড়া—তাল একতালা।

কি কহিব নাথ ভয় হতেছে হে মনে।
জানত অন্তরে ভাল ছল গ্রাহী জনে॥
তুমি তুষিতে সজ্জনে, বাসনা করেছ মনে,
ভ্রমে ছল গ্রাহী জনে, ছল অন্বেষণে॥

নটী—প্রিয়ে ছলগ্রাহীগণের বাক্যে কি প্রয়োজন আছে? তুমি সজ্জনগণকে সন্তোষ কর।

গীত।

রাগিণী ইমনকল্যান—তাল কাওয়ালী।

সংগীত গীত রস প্রাণধন।
যার রসজ্ঞ গুণিগণ সজ্জন॥
স্বগুণে গুণিগণে, দোষ না গণে,
তোষ সভাজনে, কি ভাবনা মনে,
করিবে করুণা গুণিগণ॥

নটী—প্রাণনাথ! তবে কি গীতাভিনয় কোর্‌বেন বলুন দেখি।

নট—প্রিয়ে! এমত একটী গীতাভিনয় কোর্ত্তে হবে। যে আমরা যদিচ সংগীত বিষয়ে সভাজনগণের সন্তোষ জন্মাত্তে না পারি; কিন্তু বিষয়টীর ভাবে যেন সকলের মনোরম্য হয়।

নটী—প্রাণনাথ! তবে এক কর্ম্ম করুন, রামায়ণের কোন অংশ লইয়া গীতাভিনয় করা যাউক।

নট—প্রিয়ে! আমিও তাহাই মনে কোরেছি।

নটী—কোন্ অংশটী গীতাভিনয় কোর্‌বেন বলুন দেখি।

নট—রঘুনাথ রাবণ বধ কোরে অযোধ্যায় এসে রাজা হলেন, তৎপর দুষ্ট লোকের বাক্যে ভগবতী বিশুদ্ধা জনক-তনয়াকে যে বনবাস দিলেন, তাহাই গীতা-ভিনয় করা যাউক।

নটী—প্রাণনাথ! সীতার বনবাস শ্রবণ কোত্তে অনেকেই বাসনা করেন না, একারণ ও বিষয়টীতে আমার মত হচ্চেনা।

নট—প্রিয়ে! কেবল বনবাসই তো গীতাভিনয় করা হবে না! তৎপর বাল্মীকী আশ্রমে লব-কুশের

উদ্ভব, এবং পিতা পুত্রের মিলন পর্য্যন্ত গীতাভিনয় করা যাবে।

নটী—সত্য, তৎপর সীতার সহিত রঘুনাথের আরতো মিলন হবেনা।

নট—প্রিয়ে! শ্রীরামচন্দ্র পুরুষ প্রধান এবং ভগবতী জানকীদেবী প্রকৃতি প্রধানা; তাঁরা জন্মমৃত্যু রহিত, ইহাতো জনগণে বিশেষ বিদিত আছেন; কল্পনা শক্তিতে উভয়ের বৈকুণ্ঠধামে মিলন কোরে দিলেই হবে?

নটী—এ বড় মন্দ মনস্থ করেন নাই। তবে রামায়ণের বিষয়ে মতান্তর আছে; এক মতে অশ্বমেধ যজ্ঞে পিতা পুত্রের যুদ্ধ ছলে পরিচয়, অন্য মতে বাল্মিকী অশ্বমেধ যজ্ঞের নিমন্ত্রণের লিপী প্রাপ্তে লবকুশকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজ্ঞস্থলে আগমন করেন; আপনি কোন মতে গীতাভিনয় কোর্‌বেন?

নট—প্রিয়ে! উত্তর রাম চরিতের মতই আমি মনে২ স্থির কোরেছি, তবে গীতাভিনয় বিষয়ে কিয়দংশ পরিত্যাগ কিয়দংশ বাহুল্য কোরে বোল্‌তে হবে? আর সাধারণের মনোরম্যের জন্য, স্থলে স্থলে কৌতুকাবহ বিষয়ও সংযোগ কোত্তে হবে।

নটী—তবে তাহা আমাকে বিশেষ কোরে বলুন।

নট—কৌশল্যা, কৈকৈ, সুমিত্রা প্রভৃতি সকলে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে গমন কোরে যে অষ্টাবক্র মুনিকে অযোধ্যায় প্রেরণ কোরেছিলেন, সেই অবধি গীতাভীনয় করা যাবে, ইহাই মনোমধ্যে স্থির কোরেছি, তৎপর দুর্ম্মুখের মুখে দুষ্টবুদ্ধি লোকের অভিপ্রায় বিদিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বনবাস দিতে লক্ষ্মণকে আদেশ কোল্লেন। লক্ষ্মণের বাল্মিকী আশ্রমে জানকীদেবীকে বনবাস দিয়ে আসা; লব-কুশোদ্ভব, শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ, বাল্মিকীর অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমন্ত্রণের লিপী প্রাপ্তে লবকুশ ও শিষ্যগণ সহ যজ্ঞ স্থলে আগমন; বাল্মিকীর অনুজ্ঞানুসারে রাজমার্গে লব-কুশের রামায়ণ সংগীত করা, শ্রীরামচন্দ্রের লব-কুশের রামায়ণ সংগীত শ্রবণ ও পরিচয়; জানকীদেবীর অযোধ্যায় আগমন এবং পুনঃ পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে বলিয়া লীলা সম্বরণ, সর্ব্বশেষে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনে মিলন কোরে দিব। প্রিয়ে! ইহাই মনে মনে স্থির করেছি। তবে সাধারণের মনোরম্যের জন্য সময়ে সময়ে কৌতুকাবহ গীতাভিনয়ও কোত্তে হবে।

নটী—আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন করুন, গীতাভিনয়টীর নাম কি দিবেন বলুন দেখি? "সীতার বনবাস" এ নামতো কোনক্রমেই দেওয়া হবেনা। "উত্তররাম চরিত" এ নামটীও দিতে আমার অভিমত নহে। যে নামটী শ্রবণে জনগণের মনোরম্য এবং শ্রবণ সুখ হবে, এমন একটী এ অভিনয়ের নাম দিন, এক্ষণে এই আমার বাসনা।

নট—প্রিয়ে! আমি মানস করি "মৈথিলী-মিলন" নাম দেওয়া হোক। মৈথিলী সহ রামচন্দ্রের মিলন, ইহা শ্রবণ কোল্লে সকলেই সন্তোষিত হবে, এক্ষণে তোমার কি মত্ বল দেখি?

নটী—এ উত্তম নাম হয়েচে। তবে চলুন, এক্ষণে আমরা প্রস্থান করি। অভিনয় বিষয়ের যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য আছে তাহাত আমাদিগকেই সমাধা করিতে হবে; তবে আর কালবিলম্বের কোন প্রয়োজন করেনা।

নট—প্রিয়ে! সভাজনগণের সমীপে বিদায় লয়ে গমন কর?

নটী—যে আজ্ঞে।

গীত।

রাগিণী সুরটমোল্লার—তাল আড়া।

বিনয়ে বিদায় চাহি সভাজনের সদনে।
প্রার্থনা গীতাভিনয় করিব বাসনা মনে ॥
নিজগুণে কৃপা করি, দোষভাগ পরিহরি,
গুণাংশ গ্রহণ করি, তুষিবে অধিনী জনে ॥

নটী—প্রাণনাথ! তবে চলুন এক্ষণে।

নট—সদাচারি সভাজনগণ! তবে এক্ষণে বিদায় হই।

[নট নটীর প্রস্থান।]

মৈথিলী-মিলন।

নাটক।

সামাজিক সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল চৌতাল।

শ্বেতকমল-বাসিনি।
বিমলকমলাননি সুহাসিনি, জড়তা হারিণি,
সন্তাপ-বারিণী অপরূপরূপ যার।
বেদাঙ্গ বেদান্ত বেদ, করেছেন যিনি সুভেদ,
সঙ্গীত তাণ্ডব মন্ত্র ছন্দ ছেদ, চরণ-কমলে,
চতুর্বর্গ ফলে, পরাক্ষরা পরাসার॥

দ্বিতীয় সামাজিক সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল চৌতাল।

সঙ্কর-সীমন্তিনি, মুক্তিজ্ঞান প্রদায়িনি,
বিধায়িনি এমা।
শিবে পাপ তাপ বারিণি মা। নির্গুণা-
ত্রিগুণ ধারিণী, গুণত্রয় প্রসবিনি, কাল
ভয় বারিণী তারিণি, নারায়নি এমা।
দীনে রক্ষ মোক্ষকারিণি॥

সূত্রবন্ধন সঙ্গীত।

রাগিণী আড়ানা বাহার। তাল তেওট।

অতি সুললিত গীত রামায়ণ।
উত্তর-রাম-চরিত সুরচন॥
কেবল লোকরঞ্জনে, জানকীরে দিয়ে বনে,
রঘুপতি দুঃখ মনে, হইলেন মগণ।
আশ্রমে সীতা রহিল, সুতদ্বয় প্রসবিল,
রাম যজ্ঞ করিল, পিতা পুত্রে দর্শন॥
বৈকুণ্ঠের সিংহাসনে, রাম সীতা একাসনে,
বসিলেন দুই জনে, আহা কিবা মিলন॥

প্রথম অঙ্ক

অযোধ্যার রাজঅন্তঃপুর।

[রাম, সীতা আসিন।]

সীতা—প্রাণনাথ! আর্য্যা জামাতৃযজ্ঞে গ্যাছেন, পিতাও স্বরাজ্যে গমন কোল্লেন, এক্ষণে আপনি মৃগয়া কি কোন নগর দর্শনার্থে আর যাবেন না। আপনার অদর্শন-বিরহে অধিনীর পরিতাপের পরিসীমা

থাক্‌বে না। কমললোচন নব-দূর্ব্বাদল মোহন মুর্ত্তির বিরহে, এ দাসী আর জীবিতা থাক্‌বে না।

রাম—প্রিয়ে! আমিই কি তোমার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য কর্ত্তে পারি। দুর্বৃত্ত দুরাচার লঙ্কেশ্বর যখন তোমাকে হরণ কোরে লয়ে যায়, মহিষি! তখন তোমার বিরহে ব্যাকুল হয়ে কত যন্ত্রণা ভোগ করেছি। আমার চেতনপদার্থ এককালে তিরোহিত হয়ে গেছ্‌লো। যত অচেতন পদার্থকে সচেতন বোধকোরে তোমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছি; সে সময়ে আমাতে আর আমি ছিলেম না; শেষে দেখ, কত কষ্টে সেই দুরাত্মা রাবণকে বধ কোরে তোমার উদ্ধার করেছি। মৈথিলী! তোমাকে ফেলে কোন মৃগয়া কি নগর-দর্শন কোত্তে যাব এওকি আবার কথা? তবে তোমার মনের কথা বল্‌তে পারিনে। তোমাকে না দেখ্‌লে আমার যত দূর পর্য্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, বোধকরি তোমার আর ততদূর হয়না; তুমিত অশোক বনে দিব্য সুখ-সচ্ছন্দে ছিলে?

রাগিণী সুরট খাম্বাজ। তাল একতালা।

কি কব চারুবদনে।
কি কষ্ট তব বিহনে, বনে তাহা আজ
জাগিছে মম মনে।
তব অদর্শন বিরহ শূল, যাতনা যে তাতে
নহে সে তুল, দিবা নিশি মন ছিল ব্যাকুল
গ্যাছে কি দুঃখ বনে।
চাঁদবদনা, কি যে সে ভাবনা, জাননা তুমি
বিরহ বেদনা; হইত মনে আর পাবনা
জানকী প্রাণধনে।
তুমিত ধনি সদা সুখ মনে, থাকিতে হরিষে
অশোকবনে, ভ্রমে ভুলে চন্দ্রাননে, ভাবনিএ
প্রয়োজনে।

সীতা—প্রাণনাথ! আপনি না সর্ব্বান্তঃজামি? অশোকবনে অধীনি যে সুখ-সচ্ছন্দে ছিল, তাতো আপনার অবিদিত ছিলনা? দুর্ব্বৃত্তা রাবণ-কিঙ্করি-গুলো যখন আমাকে আপনার এ নটবর মোহন মূর্ত্তি বিস্মৃতা হতে বোলতো, তখন তাদের সেই অসহ্য অশনি সম বাক্যেতে আমার অন্তর ভেদ হতো; দিবারাত্রি বাষ্পনিরে অঙ্গের দুকুল ভেষে যেতো, মনে মনে কেবল আপনার শ্রীচরণ চিন্তা কোরেই প্রাণ ধোরে ছিলেম। চেড়িগুলো অঙ্গে কত বেত্রা-

ঘাত কোরেচে, অনুক্ষণ "হা রাম হা রাম" কোরে কেবল রোদন কোরেছি।

[প্রতিহারীর প্রবেশ।]

প্র—(রামকে প্রণিপাত করিয়া) মহারাজ! ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের মোকাম সে অষ্টাবক্র মুনি আয়া হায়, মোলাকাত করনে মাংতা, হুজুর কি হুকুম হোনেসে লানে।

রাম—রঘুশী৺! এ কিয়া বেদস্তুরি কামকিয়া। বরাহমন কো কাঁহে ছোড় নেহি দিয়া? হাম তো আগাড়ি বোল দিয়া, যব্ জো বরাহমন আয়েগী, বিনা এত্তেলামে ওনকো ছোড় দেও। আবি যাকে মহামুনিকো সাথকর্‌কে মেরা পাশ আও।

প্র—জো হুকুম হুজুর (প্রণিপাত করিয়া)

[প্রতিহারীর প্রস্থান।]

সীতা—(রা প্রতি) প্রাণনাথ! মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের আমাদের উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে, সর্ব্বদাই তত্ত্বতল্লাস নিচ্চেন।

রাম—তা আর একবার বোলচ, তিনি সূর্য্যবংশের বিশেষ হিতেচ্ছুক; শান্ত-স্বভাব, উগ্রতপা, পরহিত-পরায়ণ; তাপসদের যে সকল গুণ তপস্যার ভূষণ, মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গেতে সে সকলই আছে॥

[প্রতিহারীর সহ অষ্টাবক্রের প্রবেশ।]

প্র—(অষ্টাবক্রকে হস্তদ্বারা রামকে দেখাইয়া) হুজুর, (রামচন্দ্রের প্রতি) মহারাজ! মহামুনি আয়া হায়,

অষ্টা—(দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক) মহারাজ! জয়স্তু। মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

রাম শীতা উভয়ের প্রণাম } (প্রণাম)

রাম—আসন পরি-গ্রহণ করে চরিতার্থ করুণ।

[অষ্টাবক্রের উপবেশন।]

রাম—কি সৌভাগ্য! এ অধম যে কি ভাগ্যশালী তাহা বল্‌তে পারিনে, আজ অযোধ্যা পবিত্র হলো; দেবতা প্রসন্ন, পূর্ব্বপুণ্য ও পূর্ব্ব-পুরুষগণের তপস্যার ফলেই শ্রীচরণ দর্শন কল্লেম। ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গ স্বশিষ্যে কুশলেতো আছেন? অগ্নিহোত্র হোমাদি ও জপ-যজ্ঞাদি তো নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হোচ্চে? যজ্ঞ হিংস্রকেরা আরতো কোন অত্যাচার কোচ্চেনা?

অষ্টা—সমস্ত মঙ্গল; আপনার গুণবলে ও ভুজবলে সকলই সুসাশিত হয়েচে, যাগ যজ্ঞাদি নিরাপদে সমাধা হোচ্চে।

সীতা -(অঃ প্রীতি) গুরুজন ও আর্য্যা শান্তা প্রভৃতিত কুশলে আছেন? তারা কি আর এ অধীনিকে মনে করেন?

রাগিণী মোল্লার। তাল জলদ তেতালা।

বিনয়ে ব'ল চরণে।
আছেন্ শান্তাদি সবে কেমনে।
অধীনীরে অন্তরে, তাঁরা কি স্মরণ করে,
এ দাসী সে পদভাবে মননে।
হেরি সদা বাসনা নয়নে॥

অষ্টা—আপনার কথা বার্ত্তা লয়ে তাঁরা সর্ব্বদাই আছেন। দেবি! ভগবান বশিষ্ঠ-দেব আপনাকে আশীর্ব্বাদ কোরে বলেচেন; যে আপনি রত্নগর্ভ-সম্ভুতা, মহর্ষি জনকরাজ আপনার জনক, মহারাজ দশরথের পুত্র বধূ, ভুবন-বিজয়ী সর্ব্বগুণধাম শ্রীরামচন্দ্রের পত্নি, সুশীলা, সুবোধা সাধ্যা, সর্ব্বগুণান্বিতা, আপনার অপর সুখ-সৌভাগ্যের আর বাসনা নাই। এক্ষণে আপনি রঘুকুলোজ্জ্বল সর্ব্বগুণশালী মহাবলী পুত্র প্রসবিনি হউন।

সীতা—(লজ্জা নম্রমুখা)

অষ্টা—প্রজা-বৎসল-মহারাজ-রাম! বৃদ্ধ মহর্ষিসকল, ভগবতি অরুন্ধতি ও আর্য্যা শান্তা প্রভৃতি আপনাকে আশীর্ব্বাদ কোরে বলেচেন; "দেবিপূর্ণগর্ভা

তাঁর যেন অভিলাষ সত্বরেই সম্পাদিত হয়” (জানকীর প্রতি) দেবি! আপনি অন্তঃসত্ত্বা বোলে ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গ আপনাকে যজ্ঞসূত্রে লয়ে যেতে পারেননি। এজন্য তাঁহার দুঃখের ইয়ত্তা নাই; ইহাতে আপনি মমতার বিভাব ভাব্‌বেন না। তিনি আশীর্ব্বাদ কোরে বলেচেন, সত্বরেই আপনার নবকুমার-সুশোভিত-অঙ্ক দর্শন কোরে চরিতার্থ হইবেন।

রাম—সূর্য্যবংশ-হিতেচ্ছুক ভগবান বশিষ্ঠ-দেব এ অধমকে কি অপর কোন অনুজ্ঞা করেচেন?

অষ্টা—এমন কোন বিশেষ আদেশ করেন নাই; আপনি অল্প বয়স্ক, কিরূপে প্রজারঞ্জন কোচ্চেন, তজ্জন্য যথোচিত ভাবিত আছেন। রঘুবংশীয়গণের লোক-রঞ্জন পরম ধর্ম্ম ও নির্ম্মল কীর্ত্তি; তদ্‌বিষয়ে আপনাকে সাবধান ও সতর্ক হতে বোলেচেন।

রাম—যদিচ এ অধম অল্প বয়স্ক, তথাপি তাঁর শিক্ষিত এবং দীক্ষিতত বটে; এবিষয়ে আরো যথোচিত অনুগ্রহিত হলেম। আপনি তাঁর শ্রীচরণকমলে আমার নিবেদন জানাবেন। আমি মনে মনে সঙ্কল্প কোরেছি, ন্যায় পরতায় প্রজাপালনে যদ্যপি আমাকে আত্মসুখে, পরাঙ্‌মুখ কি জনক-তনয়া

জানকীকে পরিত্যাগ কর্ত্তে হয়, সে দুঃসহ দুঃখও সহ্য কোরবো, আর একটী নিবেদন আমার জানা-বেন; যজ্ঞ সমাধানান্তে যেন সত্বরেই একবার অযোধ্যা-নগরীতে পাদার্পন করেন।

সীতা—(স্বগত) হৃদয়-নাথ এমত প্রজাবৎসল না হইলেই বা রঘুকুলে জন্ম গ্রহণ ও এত যশস্বী হবেন কেন?

রাম—প্রতিহারি! মহামুনিকো সাথ লেকর ভরতকো পাশ ভেজ দেও।

প্র—যো হুকুম ভগবান্।

[অষ্টাবক্র ও প্রতিহারীর প্রস্থান।]

[চিত্রপট সহ লক্ষ্মণের প্রবেশ।]

লক্ষ্মণ—মহারাজ! দেখুন দেখি, চিত্রপটখানিতে আপনার চরিত্র দেবীর বহ্নিপরিক্ষা পর্য্যন্ত কেমন সুন্দর চিত্রিত হয়েছে।

রাম—ভাই! জানকীর বহ্নি পরীক্ষা চিত্রকরান অত্যন্ত অনুচিত হয়েচে, ও বিষয়ে আমি যথোচিত লজ্জিত আছি। একি অল্প পরিতাপের বিষয়? যাঁহার জন্ম-গ্রহণে জগত পরিশুদ্ধ হয়েছে, আমি সামান্য দেশা-চার পরবশে, সেই জনক-তনয়ার পবিত্রতার জন্য অগ্নি পরিক্ষা লয়েছি॥

সীতা—হৃদয়নাথ! সে আপনি ভালই কোরেছেন, তজ্জন্য এত কুণ্ঠিত হচ্চেন কেন? তা না হলে আমিত লোক-লজ্জাতে মুখ দেখাতে পাত্তেম না? আর চিরকালের জন্য পবিত্র রঘুকুলের একটা কলঙ্ক থাক্‌তো॥

রাম—প্রিয়সি! ও সব কথায় আর প্রয়োজন নাই, এক্ষণে এস আমরা চিত্রপট দর্শন করি।

[রাম লক্ষ্মণ ও সীতার চিত্রপট দর্শন।

সীতা—(চিত্রপটের অস্ত্রাদিতে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক) প্রাণ-নাথ! এ গুলী সব কি?

রাম—প্রিয়সি! এসব ব্রহ্মঅস্ত্র; বেদ রক্ষাদির জন্য ব্রহ্মাদি দেবতারা তপঃবলে ইহার উৎপত্তি কোরেছিলেন, তৎপর আচার্য্যানুক্রমে ব্রাহ্মর্ষি ভগবান বিশ্বামিত্রের হস্তগত হয়েছিল, তৎপর তাড়কা-নিধন সূত্রে এ অস্ত্রগুলি তিনি আমাকে প্রদান করেচেন; এক্ষণে আমিই উহার অধিকারী; পশ্চাৎ তোমার গর্ভজাত তনয়েরাই ইহা লাভ করিবে॥

লক্ষ্মণ—দেবি! মিথিলার কাণ্ডটী দেখুন দেখি।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়াঠেকা।

আহা কিবা চিত্রপট, কর দেবি দরশন।
মিথিলা বৃত্তান্ত কিবা দেখ অপূর্ব্ব লিখন॥

আর্য্য শরাসন, করেন ভঞ্জন, দেখ যত রাজাগণ,
সবে বিরস-বদন।
দেখ দশমুখে, ঐ মন দুঃখে, আছে অধমুখে,
জনক পুলকমন॥

সীতা—এ স্থানটী চমৎকার চিত্রিত হয়েচে। আর্য্যপুত্র হর-ধনু ভঙ্গ কচ্চেন, পিতা আমার এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাতকোরে আছেন, (সভার দিকে চাহিয়া) এই না সেই বিবাহের রাজ-সভা? সেই বটে? এই যে! আপনারা চারি ভ্রাতা বসে আছেন। আহা! চিত্রপট দর্শনে সেই-সকল যেন অবিকল দেখ্‌চি?

লক্ষ্মণ—(স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইয়া) দেবি! এদিকে দেখুন; আপনারা কেমন অনির্ব্বচনীয় বেশ ভূষা কোরে বসে আছেন।

সীতা—(উর্ম্মিলাকে দেখাইয়া) বৎস! এদিকে কেমন একটী পরমাসুন্দরি অবলা দেখ, আহা! কি অঙ্গ সৌষ্ঠব, কি লজ্জাশীলা, কি ধীরা-প্রকৃতি, কি ধৈর্য্যগুণান্বিতা; বোধকরি কন্দর্পপত্নি-রতি ইহার অঙ্গ-লাবণ্য দর্শন কোল্লে, শরমে আর মাথা তুল্‌তে পারেন্‌না? ইহার পতি কেমন করে ইহার বিরহে চতুর্দ্দশবর্ষ প্রাণ ধারণ করেছিলো?

লক্ষ্মণ—দেবি! ওকি সামান্য বিষয় দেখ্‌চেন? এদিকে দেখুন, হরধনুভঙ্গবার্ত্তা শুনে, পরশুরাম এসে অযোধ্যার পথ অবরোধ কোরেছে, রঘুবীর কেমন তাঁর দর্পচূর্ণ কোচ্চেন।

রাম—ভাই! চিত্রপটে ও সব বিষয় চিত্র করান অত্যন্ত অনোচিত হয়েচে, আর তুমিই বা ও কথা মুখে আন্‌চো কেন?

সীতা—দেবর! আর্য্যপুত্র তো আত্ম প্রসংশা শুনবেন্ না? তা ও কথা কেন বোলচো।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়াখেমটা।

জানে তা এদাসী দাসী আছে পায়।
আপনপ্রসংশা নাহি শুনে রঘুরায়॥
মনে লাজ বোধ তায়॥
এদাসী জানে, রাশী গুণ পায়।
যেমন ইক্ষ্বাকুকুল, আর্য্যপুত্র-সমতুল,
প্রাণি মাত্রে অনুকূল, ভিন্ন নাহি তায়।
নাহি ভাবেন্ ভিন্ন তায়॥

রাম—(অযোধ্যা প্রবেশের পথ দৃষ্টে) ভাই! আম্‌রা বিবাহ করে আস্‌তে, অযোধ্যা কত সুখময় হয়েছিল দেখ, সীতার কতই আহ্লাদ, অকাতরে দিন-দুঃখিদের দান কচ্চেন। জননীরা জানকী ও

নব বধুদের লয়ে, আহ্লাদে ভাস্‌চেন। হায়! হায়! সে দিন এখন কোথায়। মহারাজ দশরথ সিংহাসনে বস্‌তেন্‌, আমরা চারি ভ্রাতা পার্শ্ববর্ত্তী হয়ে থাক্‌তেম্‌। ভাই! ভগবান আমাদের সে সুখে বঞ্চিত কোরেছেন।

লক্ষ্মণ—আর্য্য! এই মন্থরা, বিমাতার পরবশে আমাদের সর্ব্বনাশ কোরেছিল। বনবাসের যে কষ্ট, সে কেবল এই হতভাগিনীর দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আমাদের ঘটে ছিল।

রাম—(লক্ষ্মণের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া সীতার প্রতি) প্রিয়সি! দেখ, গুহক-চণ্ডালের সহিত যখন আমার মৈত্রতা হয়, এ স্থলটা কি সুন্দর চিত্রিত হয়েচে।

সীতা—(স্বগত) হৃদয়নাথ আমার কারো নিন্দা শুন্তে ইচ্ছা করেন্‌না; আপনার কর্ম্মফল মনে কোরে, দেবরের কথায় কর্ণপাতও কল্লেন না।

লক্ষ্মণ—দেবি! এদিকে বনগমনের সময়টা দেখুন, ইক্ষ্বাকু-বংশোদ্ভবেরা, প্রাচীনাবস্থায় পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ কোরে তপস্যার্থে অরণ্য-গামী হন, কিন্তু রঘুবীর বাল্য-কালেই বনগামী হয়েছিলেন।

রাম—ভাই! ও সব দুঃখ আর কেন কচ্চ?

লক্ষ্মণ—(সীতার প্রতি) দেবি! এই পঞ্চবটী, এই খানেই

পাপীয়সী মায়াবিনী সুর্পনখার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন কোরেছিলাম, এই স্থলেই খরদুষণ বধ হয়, এই স্থানেই মারিচ স্বর্ণ মৃগরূপে এসেছিল, এই স্থলেই রাবণ যোগীবেশে তোমাকে হরণ কোরে লয়ে গেছলো।

সীতা—হায়! হায়! এই পর্য্যন্ত প্রাণকান্তের সঙ্গে ছিলেম তৎপরেই হতভাগিনী সীতার আর দুঃখের পরিসীমা ছিলনা, (মুখে বস্ত্র দিয়া ক্রন্দন)

রাম—প্রিয়ে! এ চিত্রপট দেখে রোদন কচ্ছ কেন? তুমি কি পুনর্ব্বার সত্য বোধ কোচ্চ নাকি? ধৈর্য্য ধর।

লক্ষ্মণ—কি আশ্চর্য্য, চিত্রপট খানি অবলোকন কোরে, যেন সব সত্য ঘটনা বোধ হচ্চে।

সীতা—(সরোদনে) হায়! হায়! অধিনীর ভাগ্যে কি এতই ছিল, এ হতভাগিনীর জন্য আর্য্যপুত্র কত ক্লেশ সহ্য করেছেন। এ পাপীয়সী এখন জীবিতা আছে।

লক্ষ্মণ—আপনি এখন আর এতো কাতর হচ্চেন কেন? আপনার সে সকল দুঃখতো দুরীভুত হয়েচে।

রাম—ভাই! সে যে কি দুঃখ, যাবত জীবন থাক্‌বে, তা আর অন্তর হতে অন্তর হবেনা। চিত্রপট দেখে আমারি সেই সকল মনে হোচ্চে, হৃদয় যে কি কচ্চে

তা আর বল্‌তে পারিনে। মনের ভিতর থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উট্‌চে, তা ভাই তুমি জানকীর কথা কি বল্‌চো?

সীতা—(আলস্য ত্যাগ)

লক্ষ্মণ—আর্য্য! আর্য্যা চিত্রপট দেখে সকাতরা হয়ে অত্যন্ত ক্লান্তা হয়েচেন, উর্ত্তর উত্তর আরো ভাবিত ও চিন্তিত হবেন, এক্ষণে দেবীর চিত্রপট দর্শনের আর প্রয়োজন করেনা। আমি চলেম এখন।

রাম—ক্ষণেককাল অপেক্ষা কর ভাই।

সীতা—হৃদয়বল্লভ! চিত্রপট দর্শন কোত্তে কোত্তে আমার একটী মনস্থ হোলো, আপনাকে বোল্‌তে শঙ্কিতা হচ্চি।

গীত।

রাগিণী সুরট। তাল কাওয়ালী।

বাসনা করেছি মনে শুন ওহে প্রাণপতি।
বলিতে সভয় মন বলি হোলে অনুমতি॥
একান্ত হয়েছে মন, ওহে কমল লোচন,
কর কৃপা বিতরণ, বিমতে কোরোনা মতি। ১।
যে চিন্তে ও শ্রীচরণ, বাসনা কর পুরণ,
দেখিব তাহা কেমন, দাসীর তো ও পদে মতি। ২॥

রাম—কি মনস্থ কোরেছ বল? তোমার অভিলাষের আর অভাব কি?

সীতা—প্রাণনাথ! আপনার অনুগ্রহে অধিনীর কোন দ্রব্যাদির প্রতি আর বাসনা নাই। অভিলাষ কোরেচি, মুনিপত্নীগণের সহিত তপোবন ভ্রমন ও জাহ্নবী-নীরে স্নানাদি কোরে দেহ পবিত্র করবো।

রাম—প্রিয়ে! তুমি এখন পূর্ণাগর্ভা, এসময়ে কেমন কোরে তপোবন দেখ্‌তে যেতে চাচ্চ?

সীতা—প্রাণনাথ! সেখানেতো অধিক দিন থাক্‌বো না? গিয়েই অমনি ফিরে আস্‌বো। আর আমিত একাকিনী যাবনা।

রাম—লক্ষ্মণ! গুরুজনেরাও বোলে পাঠিয়েচেন, জানকীর যেন অভিলাষের কোন ক্রটী না হয়। তুমি ভাই কল্য প্রভাতেই সীতার সহিত আশ্রম-পাদে গমন কোরে, সত্বরে ফিরে এস, সেখানে অধিককাল বিলম্ব কোরোনা, আমি জানকীকে তপোবনে পাঠিয়ে দিয়ে জীবন্মৃত্যু হয়ে থাক্‌বো।

সীতা—প্রাণনাথ! আপ্‌নাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

রাম—প্রিয়ে! তাওকি তুমি আবার বোলে জানাচ্চ, আমি কেবল একবার তোমার মন বুঝ্‌বার তরে একথা

বোল্‌লেম বৈতনা? তুমি জান, আমি ক্ষণকালও তোমার অদর্শন বিরহসন্তাপ সহ্য কোত্তে পারিনে। তুমি তপোবনে গেলে আমি কেমন কোরে শূন্য গৃহে থাক্‌বো?

।—দেবর! তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

লক্ষ্মণ—যে আজ্ঞে, এ অধমতো শ্রীচরণ ছাড়া নয়, আর আশীর্ব্বাদ করুণ, যাবজ্জীবন যেন ও পাদপদ্মে এইরূপ মতি থাকে। তবে আমি এক্ষণে চল্লেম।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।]

সীতা—প্রাণনাথ! চিত্রপট দেখে মনটা কেমন ব্যাকুল হয়েচে, ক্লান্ত হয়ে পড়েচি, নিদ্রাকর্ষণ হোচ্চে, নেত্রপত্র ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেচে।

রাম—প্রিয়ে! যদি ক্লান্ত হয়েছ, তবে কেন একটু নিদ্রিতা হওনা? তোমার অসুখে আমার যে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হোচ্চে।

সীতা—প্রাণনাথ! ইহাপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? এখন চিরদিন যেন এইরূপ অনুগ্রহ থাকে। অধিনীকে আর যেন কস্মিনকালে আপনার বিরহ বেদনা সহ্য কোত্তে না হয়?

রাম—প্রিয়ে! তোমার কি অমৃতময় বাক্য, শ্রবণ মাত্রেই শরীর সুস্থ হয়।

সীতা—প্রাণনাথ! এই কারণেই সকলে আপনাকে প্রিয়-বাদী বলে, এ চিরদুঃখিনী যে পুনর্ব্বার সৌভাগ্য-বতী হবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর।

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়াখেম্‌টা।

সকলে ভুতলে বলে গুণময়।
আহা কি অমিয় কথা যেন সুধাময়॥
শুনে কে না সুখী হয়। শ্রবণে মনে কত সুখোদয়॥
বিধি যেন অধিনীরে, জন্মান্তরে দ্যান ফিরে,
প্রাণপতি রঘুবীরে, হইয়া সদয়।
মনে এই সদা হয়॥

সীতা—হৃদয়নাথ! অত্যন্ত ক্লান্তা হয়ে পড়েচি, অনুমতি করেনতো একটু শয়ন করি।

রাম—প্রিয়ে! অরণ্যে তোমার নিদ্রাকর্ষণ হলে, যেমন কোরে নিদ্রিতা হতে, এখন কেন একবার তেম্‌নি কোরে শোওনা? আমি তোমার চন্দ্রানন অবলোকন কোত্তে থাকি; তুমিও নিদ্রিতা হয়ে সুখলাভ কোর্‌বে; আমিও পরমানন্দে থাক্‌বো।

সীতা—প্রাণনাথ! বলুন দেখি? দাতা দান কোরে অধিক সন্তোষিত হয়, না গ্রহিতা গ্রহণ কোরে অধিক সন্তোষ লাভ করে? জানকী কি আপনার কোম-

লাঙ্গ হতে সজ্যাকে অধিক কমনীয় বোধ করে? অধিনী কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষা কোচ্চে বৈত নয়?

রাম—প্রিয়ে! যখন আমি তোমাকে প্রাণ, মন সমর্পণ কোরেচি, তখন আর আমার দেহে কি অধিকার আছে? তোমার এ বিষয়ে আমি কি অনুমতি কোর্‌বো বল?

সীতা—হৃদয়নাথ! তবে অধিনীর কোন অপরাধ গ্রহণ কর্‌বেননা। (উরতে মস্তক ও গলে হস্ত প্রদান করিয়া শয়ন) জন্মজন্মান্তরে যে কত তপস্যা কোরে-ছিলেম তা আর বোল্‌তে পারিনে।

(কথা এড়িয়ে) তাই এমন মনোমত প (নিদ্রিতা)

রাম—(সীতার মুখের দিকে চাহিয়া) (স্বগত) চিত্রপট দেখে ব্যাকুল হয়ে ক্লান্ত বোধ হয়েচে, ক্লান্ত হলেই নিদ্রাকর্ষণ হয়। প্রিয়সী উরতে মস্তক দিয়ে যেমন শয়ন কোরেচেন, অমনি নিদ্রাভিভূতা হয়েচেন। (ক্ষণেক পরে) স্বভাবতঃ স্ত্রীলোক-দিগকে যাগ্রতাপেক্ষা নিদ্রাবস্থায় উত্তম দেখায়। মৈথিলী একে পরমাসুন্দরী, সুপ্তিতা হতে যেন স্বর্ণ-লতার ন্যায় বোধ হোচ্চে। অকলঙ্ক চন্দ্রানন দেখে নেত্রদ্বয় যে কি অপর্য্যাপ্ত সন্তোষ লাভ কোচ্চে,

তা আর বোল্‌তে পারিনে। চিত্ত চরিতার্থ হয়ে চতুরাননকে কত ধন্যবাদ দিচ্চে, যে তিনি এমন স্ত্রীরত্নের ও সৃষ্টি কোরেচেন ?

সীতা—(নিদ্রাবশে) হা হৃদয়নাথ ! হা মহাবলী হরধনু ভঙ্গকারী রঘুবীর ! হা ক্ষত্রিয় কুলান্তক দর্পহারী দাসরথি ! হা লোকরঞ্জক প্রিয়বাদী প্রাণ বল্লভ ! তুমি এখন কোথা রইলে ? অভাগিনী সীতা যে আপনার বিরহ-যন্ত্রণা আর কোন ক্রমেই সহ্য কোত্তে পাচ্চেনা ? নিশাচরীদের কটু কথায় আর তাড়নায় মন যে ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো ? প্রাণনাথ ! আপ্‌নি কি এ হতভাগিনীকে উদ্ধার কর্‌বেননা ? অধিনীর প্রতি কি এক্‌কালে মমতা শূন্য হলেন ? হায় ! হায় ! কি পরিবেদনা। আমি এখনি প্রাণ পরিত্যাগ কোরে এ সকল যন্ত্রণাই শেষ কোত্তে পারি ; পাছে লোকে বলে যে "রাবণ সীতাকে হরণ কোরে লয়ে যেতে রঘুবীর আর তাঁর উদ্ধার কোত্তে পারেন্‌নি। নির্ম্মল ইক্ষ্বাকু-কুলের কলঙ্কের ভয়ে এখন প্রাণ ধারণ কোরে আছি।

রাম—(স্বগত) আহা ! জাগ্রতাবস্থায় চিত্রপট দেখে নিদ্রাবস্থায় সেইগুলী সব স্বপ্নে দেখ্‌চেন, (গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে) প্রেম কি পরম-পদার্থ,

বিশ্বসংসারে ইহাপেক্ষা আর কিছুই নাই। ইহার পাত্রী হওয়া অল্প ভাগ্যের কথা নহে! কিন্তু কৃত্রিম প্রেম আবার তদধিক অধম। প্রিয়ে আমার নিদ্রিতাবস্থাতেও কি অকৃত্রিম প্রণয়ের মনোহর ভাব প্রকাশ কোচ্চেন, শ্রবণ মাত্রেই মন বিমুগ্ধ ও দেহের গ্রন্থি সকল সিথিল হয়ে আস্‌চে।

[দুর্ম্মুখের প্রবেশ।]

রাম—কিহে সংবাদ কি?

দু—মহারাজ! সুযশের আর কি পরিসীমা আছে? নগর মধ্যে সকলেই বলাবলি কোচ্চে, যে রাম-রাজ্যে আমরা পরম সন্তোষে আছি! পৃথিবীতে এমত রাজা আর জন্মান্‌নি! যেমন রঘুবংশ পবিত্র, রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনে সে কুলকে আরো উজ্জ্বল কোরে তুল্‌লেন। বনমধ্যে গিয়ে দেখি, মুনি; ঋষিরে সকলেই এই কথা বোল্‌চেন। সেখানে তাঁরা বেদ-মন্ত্রে আপনাকে যত আশীর্ব্বাদ কোচ্চেন, তত গুণগান কোচ্চেন। ভগবান্! এমত স্থল দেখিনে যে লোকে আপনার অপযশ কোচ্চে?

রাম—দুর্ম্মুখ! আমি তোমাকে প্রসংশা শুণ্‌তে নিয়োগ করিনে। তুমি নিত্য নিত্য ঐ কথাই এসে কেন

বল ? আমার দুর্নামের কথা যদি কোথাও শুনে থাক, সেই বিষয় আমি শুন্‌তে ইচ্ছা করি ?

দু—(স্বগত) আজ্‌তো একটু দোষ শুনে এসেচি ! সেটী তো সহজ কথা নয় ? কি কোরে বলি ? বল্‌বা মাত্রেই যে অমনি সর্ব্বনাশ হবে ?

রাম—কিহে নিরব হয়ে রইলে যে ? কেহ কি আমার কোন দুর্নাম কোরেচে ?

দু—না মহারাজ ? আপনার কেও কি কোন দুর্নাম কত্তে পারে ? তবে— (নিরব)

রাম—তবে বোলে যে চুপ্‌ কোরে রইলে ? কি বলনা ?

দু—না মহারাজ, সে কিছুই নয় ?

রাম—আমি বোধকরি, অদ্য তুমি অবশ্য আমার কোন নিন্দাবাদ শুনে থাক্‌বে ? কি শুনেচ তা বল।

দু—না মহারাজ, সে কথা আপনার শুনে কাজ নাই। আর সে কিছু এমন সর্ব্ববাদী-সম্মত নহে।

রাম—তুমি অনর্থক কাল-বিলম্ব কোচ্চ কেন ? কি শুনেচ সত্ত্বরে আমাকে বল ? নতুবা আমি তোমার উপরে যথোচিত কোপিত হব, কস্মিন্‌কালে আর তোমার মুখাবলোকন কোর্‌বো না।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ। তাল আড় খেমটা।

কি কারণ ওহে প্রাণাধারো কর জ্বালাতন হে।
বল কেবা কি বলেচে করিতা শ্রবণ হে॥
থাকি বিরস বদনে, ভাব কেন অকারণে,
কি ভাবনা তব মনে, কেন হেন মন হে।
কোরোনা বিলম্ব ক্ষণ, অধৈর্য্য হয়েচে মম,
বলেছে কি প্রজাগণ, বল তা এখন হে॥

দু—(স্বগত) বিষম শঙ্কটেই পোড়লেম, রাজমহিষীর অপবাদ-বিষয়ক সংবাদ কি কোরেই মহারাজের কর্ণগোচর করি? আমি অত্যন্ত নরাধম, নতুবা এমন যঘন্য বার্ত্তাবহের কর্ম্মের ভারার্পণ কেন লব, যখন ভাবী ভাবনা না ভেবে একাজে ভুক্ত হয়েচি, তখন মহারাজের নিকটে যথার্থ যাহা তা বোল্‌তেই হবে।

রাম—দুর্ম্মুখ! তুমি খুব অনোচিত কোচ্চ?

দু—(কম্পিত কলেবরে) মহারাজ! যদি আমাকে সকল বিষয় সত্য বোল্‌তে হয়, তবে আপনি অন্য কোন স্থলে চলুন। আমি জীবন থাক্‌তে সে বিষয় এখানে কোন ক্রমেই বল্‌তে পারবোনা?

রাম—এ উত্তম কথা, (সীতার মস্তক ভূমিতে নাবাইয়া) তবে চল।

দু—(স্বগত) হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশের কথাই রঘুনাথকে বোল্‌তে লয়ে যাচ্চি। এ অশনীসম-বাক্য কি রঘুবীর সহ্য কোর্ত্তে পারবেন?

রাম—দুর্ম্মুখ! তুমি এখন আবার কি চিন্তা কোচ্চ।

দু—আজ্ঞে চলুন।

[দুর্ম্মুখ ও রামের প্রস্থান]

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[অযোধ্যার রাজ অন্তঃপুরের অভ্যন্তর।]

[রাম ও দুর্ম্মুখ]

রাম—কি শুনেচ বল দেখি ? তোমার ভাবভক্তি দেখে আমার মনোমধ্যে নানামত সংশয় উপস্থিত হোচ্চে।

দু—মহারাজ ! যে সর্ব্বনাশের কথা শুনেচি, তাহা আপনার নিকটে যে বোল্‌তে হবে, ইহা মনে হলেই আমার চেতন থাকেনা। কিন্তু যখন হিতাহিত বিবেচনা না কোরে বার্ত্তাবহের কর্ম্মে ভুক্ত হয়েচি, তখন এবিষয় আপনাকে অবশ্য শুনাতে হবে ? যে রূপ শ্রবণ করেছি, তাহা অবিকল বোল্‌চি, কিন্তু আপনি আমার কোন অপরাধ গ্রহণ কর্‌বেন না ?

রাম—দুর্ম্মুখ ! তোমার সঙ্কা কি ? তুমি যথার্থ-বিষয় বোল্‌লে আমি তোমার উপর তুষ্ট বই রুষ্ট হবনা। কি বল দেখি ?

দু—মহারাজ! কেহ কেহ কহে “রামরাজ্যে আমরা পরম সুখে আছি” কতকগুলী লোক আমাকে দেখ্‌লে অমনি বলে “আমাদের রাজার কি অবিচার, একাকিনী সীতা কতকাল লঙ্কাপুরে বাস কোরে রইলো, ইনি রাজা হয়ে পুনর্ব্বার তাঁকে কেমন কোরে ঘরে আনলেন; এখন অপর কোন স্ত্রীলোকের চরিত্রের দোষ হলে, তাকে শাসন করা ভার হয়ে উট্‌বে? রাজা ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা, তাঁর কি এমত অসৎ কর্ম্মের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত হয়? জানকীকে কি তিনি পরিত্যাগ কোত্তে পারেননা? তিনি মনে কোল্লে যে মৈথিলী অপেক্ষা রূপবতী কত শত শত যুবতীর পাণী-গ্রহণ কোর্ত্তে পারেন” মহারাজ! যা শুনেচি, তাতো এই শ্রীচরণে নিবেদন কোল্লেম; এক্ষণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি চল্লেম এখন; (প্রস্থান কালীন ক্রন্দন করিতে করিতে) হা বিধাতঃ! আপ্‌নি কি রঘুবীরকে এই মর্ম্মচ্ছেদক বাক্য বল্‌বার জন্য আমার সৃষ্টি কোরেছিলেন, আমি এমন নরাধম জন্মেছিলেম, যে, লোকনিন্দার চেয়ে আর মহাপাতক নাই. আমার মুখ দিয়ে কিনা পবিত্রাপতিব্রতা মহারাণী মৈথিলীর অপবাদ সূচক বাক্য নির্গত হোলো? হায়!

হায়! আমি এখন জীবিত আছি? এতকালের পর আমার যে যথার্থ দুর্ম্মুখ নাম হোলো। (প্রস্থান)

রাম—কি সর্ব্বনাশের কথাই শুন্‌লেম! ইহাপেক্ষা আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হলেও এত দুঃখ হোতোনা। আমি এখন বেঁচে আছি? আমাকে ধিক্! (ক্ষণেক পরে) কি করি, কিছুই যে স্থির কোত্তে পাচ্চিনে। লোকাপবাদ তো অল্প ঘৃণার কথা নহে? জানকীকে পরিত্যাগ না কোল্লে রঘুকুলের আর কলঙ্কের পরিসীমা থাক্‌বেনা? এদিকে মৈথিলীর বিরহানলে আমিও আর বাঁচ্‌বোনা। এ আমার উভয় সঙ্কট বোল্‌তে হবে? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আর এ ভাবনা করা মিছে, যখন রাজ্যভার গ্রহণ কোরেচি, তখন সকল বিধায়ে ধর্ম্মরক্ষা কোরে প্রজারঞ্জন করাই আমার বিধেয়। সহজেই সীতাকে পরিত্যাগ কোত্তে হোলো। হে বিধাতঃ! তোমার মনে মনেও এত ছিল।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

বিধাতঃ হে এই কিহে তোমার লিখন।
সীতা রাজ-সুতা, নানা গুণযুতা,
অকারণে অবলারে কি করিয়ে দিব বন।

কি বেদন প্রাণ মন, বকল হইল এই ক্ষণ,
প্রাণ ধন প্রাণ ধন।
মম জীবন লোচন বিনে প্রাণে কিবা প্রয়োজন।

রাম—জানকিকে আমি পরিত্যাগ কোর্‌বো! আর কি তার চন্দ্রানন দেখ্‌তে পাবনা? (বোলেই মুচ্ছা)

[প্রতিহারির প্রবেশ।]

প্র—(স্বগত) এ কিয়া হায়! রঘুবীর মহারাজ কাঁহে ভুমে সো রহে! কই আদ্‌মি তো হিঁয়া নেহি হায়! বেমারি হোকে কি সো রহে! নেহি, বেমারি নেহি, কুচ সম্‌ঝাতা নেহি, জলদী লক্ষ্মণ মহারাজকো বোলাও লানে। (পশ্চাৎ মুখ)

রাম—আমার আবার চৈতন্য হোলো, এ চেতন না হলেই যে ভাল ছিল?

প্র—(স্বগত) মহারাজ কিয়া ফুকার্‌তা, শুন্‌কে তব্ জাগা।

রাম—হায়! হায়! বিনাপরাধে নিরপরাধিনী জনকনন্দিনীকে কি কোরেই পরিত্যাগ করি? পরিত্যাগ না কোল্লেও যে ধর্ম্মে পতিত হতে হয়। এই অষ্টবক্র মুনির সমক্ষে প্রতিজ্ঞা কোরেচি, যে প্রজারঞ্জনার্থে জাননীকে পরিত্যাগ কোর্ত্তে হলেও তাহার অন্যথা কোর্‌বো না। এ দুর্ঘ না ঘোট্‌বে

বোলেই কি আমার মুখ দিয়ে সেই কঠিন কথা বেরিয়েছিলো। (ক্ষণেক পরে) হা প্রিয়সি! তুমি কি কেবল অরণ্যে বাস কোত্তেই জন্ম গ্রহণ কোরেছিলে? হা প্রিয়ম্বদে! তোমার ভাগ্যে কি এতই ছিল? হা শুশীলে! পুনর্ব্বার যে তোমার এ দশা হবে এ স্বপ্নের অগোচর? হা পতিপ্রাণা! তুমি এমন হতভাগারও হস্তে পড়েছিলে, যে চিরকালই দুঃখে দুঃখে কালাতিপাত কোত্তে হোলো? আমি পরম পবিত্র ইক্ষ্বাকুকুলে জন্ম গ্রহণ কোরে তোমার সঙ্গে যঘন্য নীচের ব্যভার কচ্চি?

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল ঠেকা।

আহা কি যাতনা মনে সহিব প্রাণে কেমনে।
বিনা দোষে জানকীরে কি করিয়ে দিব বনে॥
পতিব্রতা সাধ্যে সতি, সীতা কত গুণবতি,
তাতে এখন গর্ব্ভবতি, কি বেদনা পাবে মনে॥
জানকিরে দিয়ে বনে, আমি কি জীব জীবনে,
কি কাজ মিছে জীবনে, তেজিব জীব জীবনে॥

রাম—হায়! হায়! আমার জীবিত থাকায় আর কি ফল আছে? হা মাতঃ কৌসল্যা! আমি তোমার নয়নের পুতলী সীতাকে পরিত্যাগ কচ্চি। হা

মিথিলাধিপতি মহারাজ জনক! আপনি যে জানকীকে আমার হাতে হাতে সম্প্রদান ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ কোরেছিলেন। আমি সেই সত্যভঙ্গ ও আপনার বাক্য লঙ্ঘন কোরে জনমের জন্য বিনাদোষে সেই জানকীকে পরিত্যাগ কচ্চি। হা ভগবতি অরুন্ধতি! আমি আপনার প্রিয়-বাদিনী জানকীর জনমের জন্য অপ্রিয় হলেম। হা সূর্য্যবংশ-হিতেচ্ছুক মহামুনি বশিষ্ঠ! আমি নিরপরাধিনী মৈথিলীকে পরিত্যাগ কোরে ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হচ্চি। হা ভগবান বিশ্বামিত্র! আমি যে অমূল্য মণিকে তাড়কাবধ ও হরধনু ভঙ্গ কোরে লাভ কোরেছিলেম, স্বইচ্ছায় তাতে নিস্ব হতে মনস্থ কোরেচি। হা! পরম মৈত্র লঙ্কেশ্বর বিভীষণ! হা কিষ্কিন্ধাধিপতি সখা সুগ্রীব! আমি যাহার উদ্ধারের জন্য একাল পর্য্যন্ত তোমাদের কৃতজ্ঞতা গুণে বদ্ধ আছি, সেই সীতাকে লোকাপবাদে পরিত্যাগ কচ্চি। হা বৎস মহাবলী পবনতনয়! তুমি এখন কোথা রইলে, এ সর্ব্বনাশে বিষয়তো কিছুই অবগত নহ? দুর্ব্বৃত্ত রাবণের অশোক-বন হতে তুমি যাহার সংবাদ এনে আমার মৃত্যু দেহে প্রাণ দান দিয়েছিলে, যাহার উদ্ধারের জন্য

শত যোজন সমুদ্র লংঘন কোরেছিলে, আমি সেই জানকীকে পরিত্যাগ কচ্চি। হা রত্নগর্ব্ভা ধৈর্য্য-গুণান্বিতা ধূরন্ধরি! আপ্‌নি যাঁহাকে গর্ব্ভে ধারণ কোরে পবিত্র লাভ করেচেন, আমি আপনার সেই বিশুদ্ধা পতিব্রতা দুহিতাকে বিনাপরাধে পরি-ত্যাগ কচ্চি; এক্ষণে অরণ্যে তুমি তাহাকে রক্ষা না করিলে সে হতভাগিনীর আর কেহই নাই। (ক্ষণেক পরে) আমি এ মহীমণ্ডলের মহাপাতকী, অদ্যাবধি আমার নাম গ্রহণ কোল্লে লোকের পাপাধিকার হবে। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হায়! হায়! এখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে না? কঠিন প্রাণ কেমন কোরে দেহ মধ্যে আছে। বিধাতা জেনে শুনেই আমার হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত কোরেচেন, নতুবা এমত পরুষ কর্ম্ম সম্পা-দনে প্রবৃত্তি জন্মাবে কেন? প্রিয়াকে তো জন্মের জন্য হারালেম। এখন একবার দেখি গিয়ে।

[রামের প্রস্থান।]

প্র—এই দুর্ম্মুখ শালা লোগ মহারাজকো চকু শোনায় দিয়া, এওয়াস্তে তাবিয়ত খারাপ হোগয়া।

[প্রতিহারির প্রস্থান।]

অঙ্ক সমাপ্তঃ।

গর্ব্ভাঙ্ক।

[সীতার শয়নাগার।]

[সীতা নিদ্রাভিভূতা।]

[রামচন্দ্রের প্রবেশ।]

রাম—(যোড়হস্ত করিয়া) হা পতি-প্রাণা পরম প্রণয়িনি প্রিয়বাদিনি জানকি! তোমার পরিসুদ্ধ প্রেমাভিলাষী রাম এ জনমের জন্য বিদায় প্রার্থনা কোচ্চে। তুমি অরণ্য-বাসিনী হলে তোমার প্রেমাস্পদ হতভাগাও আর জীবিত থাক্‌বেনা? তোমার বনবাসের পূর্ব্বেই আমাকে বিদায় দাও। আমি তোমার প্রেমানুরাগ, পতিভক্তি ও প্রিয়তা চিন্তা কোত্তে কোত্তেই জীবন পরিত্যাগ করি। প্রিয়ে! সচ্চরিত্রাবিসুদ্ধা পতিব্রতার পতিই রমনীকে রক্ষা করিয়া থাকে, তুমি এমন হতভাগাকেও স্বামিত্বে বরণ কোরেছিলে, যে বিনাপরাধে সেই তোমাকে বনবাস দিচ্চে। (সীতার মুখের দিকে চাহিয়া) হা চারুচন্দ্রাননে! তোমার মুখের দিকে

চাইলে আমার যে কোন পরিবেদনা থাক্‌তো না। এখন কেমন কোরে তোমাকে বনবাস দিয়ে আমি জীবন ধারণ কর্‌বো? (ক্ষণেক পরে) হায়! হায়! যাতনা যে অসহ্য হয়ে উঠ্‌লো, আর যে জীবন ধারণ কোর্ত্তে পারিনে। জীবন! তুমি আর এ অসহ্য যন্ত্রণা কত সহ্য কোর্‌বে! অগৌণেই দেহ পরিত্যাগ করা তোমার শ্রেয়স্কর হোচ্চে? মৃত্যু! তুমি আমার সমীপে এস, আমি স্বইচ্ছায় তোমার কবলস্থ হোতে বাসনা কর্চ্চি, (ক্ষণেক পরে) তাহাই যদি হবে, তাহলে ইন্দ্রজীতের নাগপাশেই জীবনান্ত হোতো। ভুবন-বিজয়ী লঙ্কেশ্বরের সমরেও নিষ্কৃতি পেতেম্ না। সীতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণেও জীবিত থাক্‌তেম না। বনবাসের কালীন বাৎসল্য মমতায় জননী যখন রোদন কর্ত্তে লাগ্‌লেন, তাহাতেই যে হৃদয় ভেদ হোতো। এ কঠিন প্রাণ কিছুতেই যাবার নয় দেখ্‌চি। (ক্ষণেক পরে) এক্ষণে কি করি, এখানে থেকে আর কি কোর্‌বো, রাজ সভাতে যাই।

[রামের প্রস্থান।]

[তমালিকার প্রবেশ।]

ত—(স্বগতঃ) (গালে হাত দিয়ে) একি ! মহারাণি জানকী এমন সুড় মাথায় পোড়ে আছেন কেন, এর কারণ তো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনে !

[ঊর্ম্মিলার প্রবেশ।]

উ—কি লো তমালিকে ! গালে হাত দিয়ে কি ভাব্‌চিশ ?

ত—আপ্‌নি এলেন ভালই হয়েচে ! দেখুন দেখি ? আমিত কিছু ভাব বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। রঘুবীরের সঙ্গেতো কোন বকাবকি কোরে পোড়ে নাই, দেখে যে আমি অবাক হয়ে গেচি ?

উ—তাইতো তমালিকে ? আমিও যে কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। নিদ্রীতা আছেন দেখ্‌চি। চক্ষু দুটীও ফুলেচে, রোদন কোরে থাক্‌বেন, তার আর সন্দেহ নাই।

ত—সর্ব্বদাই অভিমানিনী কিনা। সামান্য কথাতেই চোক দিয়ে ঝর্‌ ঝর্‌ কোরে জল পোড়তে থাকে।

উ—আজ্‌ যে রকম অবসন্না দেখ্‌চি, অধিকক্ষণ কেঁদেচেন। চকের পাতাতো কম ফোলেনি, বোধ করি

কোন গুরুতর গোঁচ্‌ই হয়ে থাক্‌বে। (রোদন করিতে করিতে) দেখে আমার প্রাণ কেমন কোর্চ্চে। তমালিকে ! আমি দিদিকে তুলে সব জিজ্ঞাসা করি। (সীতার প্রতি) দিদি ! গাত্রথান করুন।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

কেন বিভাবে রওগো ধরা আসনে।
মন ব্যাকুল হইল হেরে এভাব নয়নে।
উঠ উঠ ত্যাজ ধরা ওগো চারুবদনে।
বল এ অভিমান কিসেরি তরে,
মানেনি হইয়ে মানভরে,
বিদরে হৃদয় মন জ্বরে,
হেরিলে রঘুপতি নাহি জীবে জীবনে।

উ—নিদ্রাতে এককালে অভিভুতা হয়ে আছেন, এত ডাক্‌লেম, তবুতো নিদ্রাভঙ্গ হোলো না ?

ত—ওগো আমি বোধ করি জাগ্রতা আছেন, মন দুঃখেই উঠ্‌চেন্‌ না ?

[সীতার নিদ্রা ভঞ্জন।]

সীতা—কি লো তমালিকে ? উর্ম্মিলার সঙ্গে কি কথা কর্চ্চিস্ ।

উ—দেবি ! আজ এমন আপ্‌নাকে বিষণ্ণা-ভাবাপন্না দেখ্‌চি কেন ? কেঁদে কেঁদে চক্ষু দুটী স্ফীত ও মুড়ুমাথায় শয়ন কোরে আছেন যে ?

সীতা—আমি কি মুড়ুমাথায় শয়ন কোরে আছি ? সেকি ! হৃদয়নাথ তবে কোথা গ্যালেন।

উ—আঃ ! রক্ষা হোলো, আমরা কতকি ভাব্‌ছিলেম।

ত—দেবি ! হৃদয়নাথ তোমার যেখানেই যান, নিদ্রা ভঙ্গে তোমার যে আমরা হাসি মুখ দেখ্‌লেম, সেই ভাল ? এখন সত্তি কোরে বলুন দেখি চক্ষু দুটী ফুলেচে কেন ?

সীতা—ওলো ! দেবর আমার অগ্নি পরিক্ষা পর্য্যন্ত রঘুনাথের চরিত্র চিত্রিত করিয়েচে, সেই চিত্রপটখানা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পূর্ব্বকথা গুলো শরণ হতে বিস্তর রোদন কোরেচি। তৎপরে অম্‌নি ক্লান্তা হয়ে পোড়েছিলেম। রঘুবীর তাঁহার উরুতে আমাকে শয়ন করিয়েছিলেন। ছি! ছি! ছি! তিনি কেমন কোরে ভূমিতে আমার মস্তক রেখে গমন

কোরেচেন, আজ আসুন তো, যা বোল্‌বো তা আমার মনেই রইলো ?

ত—রক্ষা হোলো! আম্‌রা কত কি ভাব্‌ছিলেম। রঘুবীর তো কখন একটী কথা বলেন নি ? আর দেবিও তো বিবাদের কখন কোন কথা কন্‌না। মুখের কথাই কেও শুন্‌তে পায়না, তা বিবাদ কর্‌বেন।

উ—দেবি! এই বুঝি সেই চিত্রপট, দেখি একবার।

সীতা—দেবর তো এই চিত্রপট দেখিয়ে কতক্ষণ কাঁদিয়ে গ্যাচেন, আবার তুমি কাঁদাবে বুঝি ? কর্ত্তা গিন্নিতে মনস্থ কোরেচ ভাল ?

উ—না দিদি তবে থাক্‌।

সীতা—উর্ম্মিলা! আমাকে একবার চিত্রপট খানা দাওত।

সীতা—(চিত্রপট লইয়া মিথিলার বিবাহের সভাতে উর্ম্মিলাকে দেখাইয়া) উর্ম্মিলে! এটী কে বল দেখি ?

উ—দি দি! কেও আর তো আপ্‌না আপ্‌নি আপনাকে দেখ্‌তে পায়না ? বোধকরি তোমার উর্ম্মিলা দাসী হবে ?

সীতা—(লক্ষ্মণকে দেখাইয়া) উর্ম্মিলে! এটী কে বল দেখি ?

উ—(নিরব)

ত—নিরব হয়ে রইলেন কেন ? আপ্‌না আপ্‌নি আপ-

নাকেই কেও দেখ্‌তে পায়না, এবার আর তো সে কথা বল্‌বার যো নাই।

সীতা—উর্ম্মিলে! ভাল কথা মনে পড়েচে, কাল প্রভাতে তপোবন দেখ্‌তে যাবো; দেবর আমার সঙ্গে যাবেন; তুমি ভাই আর কোন প্রতি-বন্ধকতা কোরোনা।

উ—আপনার এক রকমেরই কথা, আমি চল্লেম এখন।

[উর্ম্মিলার প্রস্থান।]

ত—দেবি! এখন মুখ হাত ধোবেন্ চলুন।

[তমাল্লিকা ও সীতার প্রস্থান।]

অঙ্ক সমাপ্তঃ।

তৃতীয় অঙ্ক।

[রাজসভা।]

[রামচন্দ্র সিংহাশনে উপবেশন।]

রাম—(নেপথ্যাভিমুখে) প্রতিহারি!

[প্রতিহারির প্রবেশ।]

রাম—দেখো! ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কো জল্‌দি মেরা পাশ ভেজ্‌ দেও।

প্র—জো হুকুম হুজুর।

[প্রতিহারির প্রস্থান]

রাম—(স্বগত) হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই হোলো! আমি যে বোসে আছি এ আমার বোধ হচ্চেনা! এ যেন কোথায় এসে বসেচি। প্রিয়সিকে বনবাস দিলে যে কি হবে তা বল্‌তে পারিনে, এর মধ্যেই মন যেন তিরোহিত হয়ে গ্যাচে। যাতনা যে কি হোচ্চে তা আমিই জানি? প্রাণ্‌টা বেরিয়ে গ্যালেই বাঁচি।

[ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের নেপথ্যে প্রবেশ।]

রাম—(গালেহাত দিয়ে চিন্তা ও নয়নে বারি পতন)

লক্ষ্মণ—(বলিতে বলিতে প্রবেশ) রঘুবীর এমন অসময়ে মন্ত্র-ভবনে এসে অকস্মাৎ আমাদের ডাক্‌লেন কেন? এর্‌তো কোন কারণ বুঝ্‌তে পাচ্চিনে!

রাম—(অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া) ভ্রাতৃগণ! এস, বোস ভাই? (পুনর্ব্বার নয়নে বারিপতন)

লক্ষ্মণ—মহারাজ! আপনার উপস্থিত ভাবনা ও ম্রিয়মানের কারণ আমরা কিছু অবগত নহি; কিন্তু আপনার অবস্থা অবলোকনে আমাদের ও পরিতাপের পরিসীমা নাই। আপ্‌নি কোন মর্ম্ম পীড়ায় জ্বর জ্বর হচ্চেন, তা আপ্‌নার স্বভাবেই জান্‌তে পাচ্চি; বদনচন্দ্র দিবাচন্দ্রের ন্যায় ম্লান মূর্ত্তি ধোরেচে; যদিচ এসময়ে কোন জিজ্ঞাস্যের সময় নহে, কিন্তু আপনার অবস্থা দর্শনে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হোচ্চে, অতএব তদন্ত ব্যক্ত কোরে এ অনুগ্রহিতগণের জীবন রক্ষা করুন।

গীত।

রাগিণী বসন্ত-বাহার। তাল আড়াঠেকা।

বল বল রঘুপতি কি দুঃখ উদয় মনে।
হৃদয় বিদরে হেরে, বহিছে বারি নয়নে॥
হইয়াছে ম্লান মুখ, কেন করি অধমুখ,
মর্ম্মান্তিক মম দুঃখ, হইয়াছে কি কারণে।
করনা আর বিলম্বন, সহেনা আর ক্ষণ ক্ষণ,
রহেনা দেহে জীবন, দহে মন এ বেদনে।

রাম—ভ্রাতৃগণ! তোমরা আমার দেহের প্রাণ; তোমাদের অপেক্ষা আমার হিতেচ্ছুক এ বিশ্ব-সংসারে আর কেহই নাই। তোমাদের মন্ত্রণা ও সহায়ে আমি এই দুর্ব্বহ রাজ্যভার-বহন কচ্চি। উপস্থিত বিপদের সুমন্ত্রণার জন্যই তোমাদিগকে আহ্বান কোরেচি। সে সমস্ত বোল্‌চি শ্রবণ কর। (নয়নে বারি পতন ও মৌনাবলম্বন)

লক্ষ্মণ—(ভরত শত্রুঘ্নের প্রতি) রঘুবীরের অবস্থা দর্শনে বোধ হোচ্চে কোন বিষম বিপদই উপস্থিত হয়েচে, এখন কি সর্ব্বনাশের কথা বলেন শুনুন।

রাম—(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভ্রাতৃগণ! আমাদিগের ইক্ষ্বাকু-বংশের পূর্ব্ব-পুরুষগণ সর্ব্বতভাবে প্রজারঞ্জন কোরে রাজবংশকে পবিত্র ও

আপনারা ধরাধামে অপরিসীম যশঃলাভ কোরে গ্যাচেন। আমি কি হতভাগ্য, সেই নির্ম্মল-কুলে জন্মিয়া পবিত্র-কুলকে কলঙ্কিত কল্লেম। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি সকলি জান, আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ ভগীরথ মহীতলে ভাগীরথীকে আনিয়া পূর্ব্ব-পুরুষ দের উদ্ধার কোরে লোকালয়ে পরম কীর্ত্তি স্থাপন কোরে গ্যাচেন। আমরা সেই বংশে জন্মিয়া আপন বনিতাকে রক্ষা কোত্তে পারি নাই। ইহা-পেক্ষা আর লোকালয়ে কাপুরুষত্ব কি আছে? তৎপর সেই রাক্ষস-গৃহবাসিনী জানকীর উদ্ধার কোরে তাঁকে গৃহে এনে রেখেচি, একি আমরা অল্প কীর্ত্তি স্থাপন কোরেচি? লোকালয়ে যশের কি সীমা আছে? প্রজারা এখন সর্ব্বদা সেই আন্দোলন কোচ্চে। ভাই! তোমরা জান? প্রজা রঞ্জনই রাজার পরম ধর্ম্ম, এই কারণ বশতঃ আমি জনক-তনয়াকে পরিত্যাগ কত্তে মানস কোরেচি। তোমরা এই উপস্থিত বিপদ হতে আমাকে মুক্ত কর।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়াঠেকা।

লোক রঞ্জন কারণে করিয়াছি মনে মনে।
প্রাণের জানকী ধনে, পাঠাইয়ে দিব বনে॥
রাজার প্রজা পালন, অমূল্য ধর্ম্ম রতন,
কর তায় যতন।
জানকীরে দিয়ে বনে, রক্ষা কর ধর্ম্ম ধনে॥

লক্ষ্মণ—(বিষণ্ণ বদনে) রঘুকুল-তীলক! আপনি যখন যে বিষয়ের অনুজ্ঞা কোরেচেন, আমরা কখন আপনার আজ্ঞা লংঘন করি নাই। অদ্য এ কি সর্ব্বনাশের কথা বোল্‌চেন, আপনার প্রতিজ্ঞা শ্রবণে আমাদের কণ্ঠাগত প্রাণ হয়েচে। আমরা যে আপনার শ্রীমুখ হতে এমন চিত্ত-ভেদক কথা শুন্‌বো এ ভ্রমেও ভাবিনে। যদি অনুমতি করেন তবে এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

রাম—ভাই! কি বোল্‌বে বল?

লক্ষ্মণ—ভগবতী মৈথিলী একাকিনী লঙ্কাপুরে ছিলেন সত্য, লঙ্কেশ্বর ও অত্যন্ত দুরাচার ইহাও অযথার্থ নহে, কিন্তু আপনিত সেই দুরাচারকে বিনষ্ট কোরে সর্ব্ব-সমক্ষে দেবির বহ্নি-পরিক্ষা লয়ে তবেত গৃহে এনেচেন? আর আর্য্যার চরিত্রের বিষয়ওত

আপনার অবিদিত নাই? তবে বিশ্বনিন্দকদিগের অমূলক অপবাদে এ সর্ব্বনাশ কচ্চেন কেন? পর-পীড়কদিগের বাক্য রক্ষা কোল্লে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয়না? জনক-তনয়া পবিত্রা পতিব্রতা, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তিনি অগ্নিপরিক্ষায় আপনার যেমত বিশুদ্ধতা জানিয়েচেন তাহাতে তাঁহাপেক্ষা আর পতি-পরায়না কে আছে বলুন? আপ্নি দুষ্ট বুদ্ধি দুরাত্মাদিগের বাক্যে নিরপরাধিনী জনক-নন্দিনীকে পরিত্যাগ কর্‌বেন না, আমরা আপনার আজ্ঞাধীন, আমাদের বাক্য রক্ষা করুন।

রাম—(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভাই! জানকী যে পতিপ্রাণা বিশুদ্ধা পতিব্রতা তাহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। সামান্য লোকের কথা যে গ্রাহ্য-যোগ্য নহে তাহাও বিশেষ জানি। কিন্তু এবিষয়ে তাহাদের ও দোষ নাই। যদ্যপি আমরা জানকীকে অযোধ্যায় আনিয়া প্রজাবর্গের সমক্ষে মৈথিলীর বহ্নি পরিক্ষা কোত্তেম, তাহলে আর কাহার মনে সন্দেহ থাক্‌তো না। ভাই! সে পরিক্ষা তো প্রজাবর্গের সমীপে হয় নাই, সুতরাং অনেকেরই অন্তরে সন্দেহ থাক্‌তে পারে। দ্বিতীয়তঃ

রাবণের দুষ্ট চরিত্র, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতার জন্য তাহার কলঙ্কের পরিসীমা ছিলনা। এই দুই বিষয়ই সন্দেহের স্থল। ভাই! বিবেচনা কোরে দেখ, প্রজাগণ কোন ক্রমেই দোষী নহে। আমার অদেষ্ট দুষ্ট বোলেই এই বিপদ উপস্থিত হয়েচে। লক্ষ্মণ! যদি আমি দণ্ডাধিকারী ও প্রজারঞ্জন ব্রতে ব্রতী না হতেম, তাহা হলে লোকাপবাদ অগ্রাহ্য কোরে নিরুদ্বেগে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ কত্তেম। ভাই! ভূপতি যদি প্রজারঞ্জন না করে, তাহা হলে তার বিফল জীবনে কি ফল আছে? যৎকালীন প্রজারা জানকীর চরিত্রের বিষয় উল্লেখ কোরে একটা অপবিত্রতার কথা তুলেচে, তখন তাহাদিগের সে সন্দেহ দূরীভূত করাই কর্ত্তব্য। ইহাই রাজনীতি। এক্ষণে সীতাকে গৃহে রাখিলে সকলেই আমাকে ঘৃণা করিবে। লোকালয়ে ঘৃণাস্পদাপেক্ষা প্রাণ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। ভাই! এ বিষয়ে আমি প্রাণ পরিত্যাগ কোত্তেও প্রস্তুত আছি। তোমাদের অপেক্ষা আর আমার কে আছে বল? প্রজারঞ্জনার্থে আমি তোমাদেরও পরিত্যাগ কোর্ত্তে পারি? তা জানকীকে পরিত্যাগ কোর্‌বো এর আর বিচিত্র কি? আমি মন মধ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কোরেচি, যে মৈথিলীকে পরিত্যাগ

কোরে নির্ম্মল রঘুকুলের এ অপকলঙ্ক দূরীভূত কোর্‌বো।

গীত।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

বলি ভাই জানকীরে নাহি প্রয়োজন।
দেখ যার তরে, অপবাদ করে,
নির্ম্মল ইক্ষ্বাকুকুলে হলো কলঙ্ক রটন॥
এ সংসার, যেন সার, আচার ব্যাভার লোকাচার,
পারাবার, তাহে পার,
হবে রাজার উচিত দেহ সীতারে সত্বরে বন॥

রাম—ভাই! তোমরা যদি আমার প্রিয় হও, আর একাল পর্য্যন্ত আমার বাক্য রক্ষা কোরে এসে থাক, আর আমার উপর যদি তোমাদের যথার্থ অকাপনীক মমতা থাকে, তবে এ বিষয়ে কেহ আর অন্যথা করিওনা। তোমাদের অমত হলে আমি এ সামান্য জীবন আর রাখ্‌বোনা। ক্ষণভঙ্গুর কলেবরের ক্ষণকালের জন্য আর মমতা কোর্‌বোনা? নিশ্চিত যেনো, হয় আমার জীবন, নতুবা জানকীকে, এ দুয়ের এক সত্বরেই পরিত্যাগ কোর্‌বো। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) (স্বগত) হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই হয়েচে, কেনই বা পিতৃসত্য পালন

কোরে অযোধ্যায় এসেছিলেম, বিষয়-বাসনাতেই আমি সর্ব্ব সুখে বঞ্চিত হচ্চি। লোকে আর যেন কেহ রাজ্যভার গ্রহণ না করে। (প্রকাশ্যে) ভাই! জানকীর মায়া পরিত্যাগ কোরে আমার বাক্য রক্ষা কর।

লক্ষ্মণ—আর্য্য! মৈথিলীকে একথা বল্‌বার পূর্ব্বেই যে আমাদের কণ্ঠরোধ হয়ে আস্‌চে।

রাম—ভাই! এই সীতা আমাকে তপোবন দেখ্‌তে যাবেন বলেচেন, তুমি সেই সুত্রে জানকীকে বাল্মিক আশ্রমে রেখে এলেই আমার বাক্যরক্ষা হবে, কোন কথাতো বোল্‌তে হবেনা। তাহা হলে আমি বিশেষ সন্তোষিত হব। ভাই! তুমি চির-কাল আমার বাক্য রক্ষা কোরে আস্‌চো, এ বিষয়ে আর অন্যথা কোরোনা, কল্য প্রভাতেই গমন কর।

[ভরত ও শত্রুঘ্নের রোদন।]

লক্ষ্মণ—(স্বরোদনে) হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই হোলো। ঠাকুর! আপ্‌নি কি দেবীর প্রতি নিতান্ত বৈমুখ হলেন।

রাম—ভাই! আমি আর এখানে থাক্‌তে পাল্লেম না? তোমাদের মুখাবলোকন কোল্লে আমার যন্ত্রণার পরিসীমা থাকেনা। চল্লেম এখন।

[রামচন্দ্রের প্রস্থান।]

ভরত—ভাই! রঘুবীর কি সর্ব্বনাশের কথা বোলে গেলেন! আমি নন্দি গ্রামে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস-যাত্রা শুনে যেমত পরিতাপিত হয়েছিলেম, অদ্য আমার অবিকল সেই রূপ বোধ হোচ্চে। সে অশুভ দিন যে পুনর্ব্বার উদয় হবে, এ আমি এক দিনের জন্যও মনে ভাবিনে।

শত্রুঘ্ন—মহাশয়! ইহাপেক্ষা আমরা সকলে বনে গিয়ে তপস্বির বেশে থাকি গে চলুন, তাহা হলে আমাদের আর এ মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত হতে হবেনা। আর্য্যা আমাদের রঘুনাথের অঙ্কলক্ষ্মী, রাজ্যের রাজলক্ষ্মী, তাঁকে বনবাস দিয়ে লক্ষ্মী বিহীনা রাজ্যে থাকায় কি ফল আছে?

ভরত—ভাই! রঘুবীর যখন প্রজারঞ্জন ব্রতে ব্রতী হয়েচেন, এখন রাজ্য পরিত্যাগ কোরে গ্যালে তাঁর সে ব্রত ভঙ্গ হবে। রাজনীতি ধর্ম্মে তাহাপেক্ষা আর মহাপাতক নাই। এ জন্যই তিনি সুশীলা সর্ব্ব

গুণান্বিতা সীতা দেবীকে পরিত্যাগ কর্‌বার মনস্থ কোরেচেন।

শত্রুঘ্ন—(সরোদনে) মহাশয়! তবে কি আমরা আর্য্যাকে হারালেম? দেবী যখন শ্রীরামচন্দ্রের সহ বনে গেছ্‌লেন, তখন যে আমার এত দুঃখ বোধ হয়নি! হায়! হায়! এ কি হোলো! মাতঃ জানকি! তোমার ভাগ্যেও কি এই ছিলো? হে বিধাতঃ! তোমার মনেও কি এত ছিল। মাতঃ কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রে! তোমাদের যে এখন এ সর্ব্বনাশের কথা শ্রবণ গোচর হয়নি? একথা শুন্‌লে আপনারা কি জীবিতা থাক্‌বেন? হায়! হায়! প্রাণ যে অস্থির হয়ে উঠ্‌লো।

ভরত—ভাই! ধৈর্য্যধর, ভাগ্যদুষ্ট হলেই এই অশুভ ঘটনা গুলো ঘটে থাকে।

শত্রুঘ্ন—আমরা এমন্ কি মহাপাতক কোরেছিলেম, যে বিধাতা আমাদের ভাগ্যে এত দুঃখ লিখেচেন। হায়! হায়! একি অল্প মর্ম্মবেদনা, ইহাপেক্ষা তিনি অল্পায়ু করেন্‌নি কেন? তাহা হলে আর যে এমন শোকানলে সন্তপ্ত হতে হোতোনা।

ভরত—ভাই! ধৈর্য্যধর, এ দৈবায়ত্ত বিষয়ে আর পরিতাপ কোল্লে কি হবে? মানব-দেহ ধারণ কল্লেই সুখ, দুঃখ এবং শোকাদি সকলই সহ্য কোত্তে হয়; এক্ষণে চল আমরা প্রস্থান করি। (গমন করিতে করিতে) হায়! হায়! কি মর্ম্মান্তিক পরিবেদনাই রঘুবীর প্রদান কোল্লেন, দেবীকে বনবাস দিবার সূচনাতেই যেন অযোধ্যাধাম শূন্যময় দেখ্‌চি, আর্য্যা গৃহ পরিত্যাগ কোরে গেলে কি যে হবে তা আর বল্‌তে পারিনে।

[সকলের প্রস্থান।]

অঙ্ক সমাপ্তঃ।

চতুর্থ অঙ্ক।

[শ্রীরামচন্দ্রের আবাস-গৃহ]

—*—

[সীতা আসীন।]

[লক্ষ্মণের প্রবেশ।]

লক্ষ্মণ—দেবি! প্রণাম হই। (প্রণাম)

সীতা—চিরায়ু নিরাপদে পরম সুখে থাক।

লক্ষ্মণ—ভগবতি! সুমন্ত্র রথ প্রস্তুত কোরে আন্চে, এক্ষণে আপনি সত্বর হউন।

সীতা—বৎস! আজ আশ্রমপাদ দর্শন কোত্তে যাব বোলে, কাল রাত পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়ে আছি। মনে কোরেছিলেম, যে, আর্য্যপুত্র এ সময়ে আমাকে তপোবনে যেতে দেবেন্ না? কিন্তু তাঁর অনুমতিতে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখি হয়েচি, তা আর বোল্তে পারিনে। দেবর! আমি পূর্ব্বজন্মে বিস্তর তপস্যা কোরেছিলেম, সেই ফলেই এজন্মে মনোমত রঘুপতিকে পতি পেয়েচি। জন্মে জন্মে যেন আর্য্যপুত্রকেই স্বামিত্বে বরণ করি।

গীত।

রাগিণী সুরট খাম্বাজ। তাল একতালা।

কি কব সুখ যে মনে।
কি পুর্ব্বপুণ্য সাধনে, ধনুঃভঙ্গ-পণে, পেয়েচি প্রাণধনে।
আহা রঘুপতি কি ধীর মতি, জন্মে২ যেন পাই এ পতি,
প্রাণনাথ মম দেহের পতি, সঁপেচি মন চরণে॥
কিবা সাধনা, যে মম বাসনা, করুণা করি মহেশ ললনা,
পুরালেন অধিনীর কামনা, সঁপিয়ে প্রাণধনে।
দেখহে আছি সদা হর্ষমতি, পেয়েচি কেমন সদয় পতি,
করিলেন অনুমতি, যাইতে হে তপোবনে॥

লক্ষ্মণ—(স্বগত) কি সর্ব্বনাশ যে হোচ্চে, দেবি ইহার কিছুই তদন্ত জানেন্‌না? নিরপরাধিনী অবলাকে কেমন কোরেই বনে রেখে আস্‌বো? হায়! হায়! মৈথিলীর ভাগ্যেও ভগবান এত কষ্ট লিখে-ছিলেন; রাজকন্যা ও রাজমহিষী হয়ে চিরকাল্-টাই বনে বনে কাটালেন। হা বিধাত! তোমাকে কি অবলা সরলা বালার প্রতি এতই প্রতিকুল হতে হয়? হায়! হায়! একি অল্প আক্ষেপের বিষয়! যাঁর পাদার্পণে পৃথিবী পবিত্র হয়েচে; সামান্য লোকাপবাদে তিনি কলঙ্কিনী হলেন।

সীতা—বৎস! কি চিন্তা কোর্চ্চ, উর্ম্মিলাকে ফেলে যেতে

মনোমধ্যে কি দুঃখ বোধ হোচ্চে? চিন্তাকি, আমরা সত্বরেই আবার ফিরে আস্‌বো।

লক্ষ্মণ—দেবি! আপ্‌নি পূর্ণগর্ব্ভা, এ সময়ে আশ্রমপাদে যাচ্চেন, তারই চিন্তা কচ্চি।

সীতা—বৎস! তুমি যখন আমার সঙ্গে যাচ্চ; আমি সে সব কোন চিন্তা করিনে। আশ্রমপাদে মুনি-পত্নী-দিগের সহিত ভ্রমণ ও ভাগীরথী-নীরে অবগাহন কোরে দেহ পবিত্র কোর্‌বো, ইহাই বিশেষ মানস হয়েচে। তাতেতো বিপদের কোন আশঙ্কা নাই?

লক্ষ্মণ—(স্বগত) হায়! হায়! দেবী সর্ব্বনাশের কথাতো কিছুই জানেন্‌না, আশ্রমপাদে যাচ্চেন, ইহাই মনে মনে জেনেচেন।

সীতা—বৎস! আজ তোমাকে বিশেষ অন্যমনস্ক দেখ্‌চি, মনোমধ্যে কি ভাবনা ভাবুচো? উর্ম্মিলাকে আমি সমস্ত বিষয় বোলেচি, তার আর ভাবনা নাই।

লক্ষ্মণ—দেবি! পুনঃ পুনঃ এ কি বোল্‌চেন, চতুর্দ্দশ বর্ষ বনমধ্যে একদিনও তো মনোমধ্যে সে বিষয় ভাবিনে? রঘুপতি রাজিবলোচনের ও আপনার শ্রীচরণ চিন্তাবইতো কোন ভাবনা নাই? এক্ষণে প্রার্থনা এই, যেন শ্রীচরণে কোন মতে অপরাধী না হই।

[প্রতিহারির প্রবেশ।]

প্র—ভাগ্‌ওয়ান্‌! সুমন্ত রথ সাজায়কে লে আয়া।

সীতা—বৎস! তবে আর বিলম্ব কেন? চল আমরা সত্বরেই প্রস্থান করি। দেবর! রঘুনাথ ও আমাদের সঙ্গে তপোবনে যাবেন বোলেছিলেন, তিনিত যাবেন?

লক্ষ্মণ—দেবি! কোন কারণ বশতঃ তিনি গমন কোত্তে পাল্লেন্‌না? এক্ষণে আপনার মত কি?

সীতা—দেবর! তুমিত আমার সঙ্গে যাচ্চ, তাতে আর মতামত কি আছে? এক্ষনে চল আমরা সত্বরে প্রস্থান করি।

লক্ষ্মণ—যে আজ্ঞা, আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।]

অঙ্ক সমাপ্তঃ।

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক।

[ভাগীরথীর তীর।]

[লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ।]

সীতা—বৎস! এই যে তপোবন দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্চি, আর এই যে সব সুন্দর সুন্দর দেশ দেখ্‌চি; এ কেবল আমার আর্য্য-পুত্রের অনুগ্রহের জন্য। তিনি অনুমতি না কোল্লে আর আস্‌তে পেতেম না। আমি যেমন আহ্লাদে তপোবন দর্শনের প্রার্থনা কোরেছিলেম, তিনি তেম্‌নি প্রসন্ন মনে অনুগ্রহ কোরেচেন।

লক্ষ্মণ—(বিরসবদনে স্বগত) হায়! হায়! আমি এখন জীবিত আছি, দেবি যত আহ্লাদ প্রকাশ কোচ্চেন, আমার ততই হৃদয় বিদীর্ণ হোচ্চে। (প্রকাশ্যে) দেবি! রঘুবীর কেবল পুরজন ও গুরুজনের অনুরোধেই এ সময়ে আপনাকে তপোবন দর্শনের অনুমতি কোরেচেন। (স্বগত) হায়! হায়! তিনি যে অনুমতি কোরেচেন, তাতে এককালে আমার অস্থিভেদ হয়ে গ্যাচে।

সীতা—বৎস! আমি এতক্ষণ দিব্বি মনের আল্লাদ আস্‌ছিলেম, অকস্মাৎ আমার মন এমন হোলো কেন? দক্ষিণ চক্ষু নিত্য কোচ্চে, বামঅঙ্গ স্পন্দিত হোচ্চে, মন কেমন ব্যাকুল হয়েচে, সমস্ত শরীর যেন সিথিল হয়ে এসেচে, পৃথীবি যেন শূর্ণময় বোধ হচ্চে; মনে মনে যে কতই অমঙ্গল দেখ্‌চি, তা আর বোল্‌তে পারিনে? বোধ কয়ি আর্য্যপুত্রের কিম্বা ভরত শত্রুঘ্নের কোন বিপদ ঘটেচে; কিম্বা ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হতে কোন অমঙ্গল-সুচক সংবাদ এসেচে। বৎস! আর আমার আশ্রম-পাদে যেতে ইচ্ছে কোচ্চেনা। চল, অযোধ্যায় ফিরে যাই। এখন মন যে কি ব্যাকুল হয়ে উঠেচে তা আর বোল্‌তে পারিনে। পঞ্চবটী হতে রাবণ যে দিন আমাকে হরণ কোরে লয়ে যায়, তার পূর্ব্বক্ষণে আমার ঠিক এম্‌নি মন ব্যাকুল হয়েছিল। বৎস! আবারকি কোন বিপদ উপস্থিত হবে নাকি? আশ্রম-পাদ দর্শনে না এলেই যে ভাল ছিল। বৎস! আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে উঠ্‌চে মন কেমন কেঁদে কেঁদে উট্‌তে, আমি আর ধৈর্য্য ধোত্তে পাচ্চিনে; আমার মনে হোচ্চে, আর যেন আমি আর্য্যপুত্রকে দেখ্‌তে পাবনা।

গীত।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল একতাল।।

একি হলো মম, দেবর এখন।
ঘুচিয়ে আহ্লাদ, উদয় বিষাদ,
নাহি মনে সাধ, যেতে তপোবন॥
কমল লোচন, আছেন হে কেমন,
না জানি।
ব্যাকুল হইল মন॥
যে দিন রাবণ, করিল হরণ,
অধিনী।
ভাবিছে সে রূপ মন॥

লক্ষ্মণ—আপ্‌নি ধৈর্য্য ধরুন, চিন্তিতা হবেন না। এখন অপর পুরজন কেহ নিকটে নাই বোলেই এত ভাবনা হোচ্চে; ক্ষণেক পরে আর এমন মন থাক্‌বে না? (স্বগত) হায়! হায়! ক্ষণেক পরে যে কি সর্ব্বনাশ হবে তা আমিই জান্‌চি?

সীতা—বৎস! তোমার ম্লান মুখ দেখে আমার আরো ভাবনা উপস্থিত হোচ্চে, আমি কখন তোমার এমন বিরস বদন দেখিনে; যদি কোন বিপদ ঘটে থাকে আমাকে বল। আর্য্যপুত্র তো কোন শারীরিক অসুস্থ হন্‌নি?

লক্ষ্মণ—দেবি! আপ্‌নি কাতরা হচ্চেন বোলেই সেই দুঃখেই আমার ম্লান মুখ হয়েছে, আপ্‌নি যত ভাব্‌বেন ততই আপনার ভাবনা বাড়্‌বে; আর আমাকেও ভাবাবেন।

সীতা—বৎস! আমার মন্‌টা কেমন এক রকম হয়েচে, তপোবনে গিয়ে সত্বরেই অম্‌নি ফিরে আস্‌বো।

লক্ষ্মণ—(স্বগত) আহা! দেবি পুনঃ পুনঃই অযোধ্যায় ফিরে আস্‌বো বোল্‌চেন? আমি কেমন কোরে ইহাঁকে জন্মের জন্য বনবাস দিয়ে যাই? হায়! হায়! রঘুবীরের আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে কি সর্ব্ব-নাশই কোত্তে এসেচি? (নয়নে বারি পতন)

সীতা—বৎস! কি হয়েচে বল? তোমার অশ্রুধারা দেখে আমার প্রাণ বিষম ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। আমি আর কোনক্রমেই ধৈর্য্য ধোত্তে পাচ্চিনে।

লক্ষ্মণ—(অশ্রুবারি মার্জ্জনা করিয়া) দেবি! কাতরা হবেন না? কোন অশুভ-জনক বিষয়ে আমার নেত্রবারি পাত হোচ্চেনা?

সীতা—বৎস! মর্ম্মান্তিক কোন বিষয় না হলে আর নেত্র-বারি পাত হয়না? তুমি অনর্থক কেন আর গোপন কোরে রাখ্‌চো? আমাকে বল।

লক্ষ্মণ—দেবি! মনোমধ্যে কোন একটা বিষয়ের ভাবোদয় হলেও নেত্রবারি পাত হয়। আমাদের পূর্ব্ব-কুল কপীল মুনির শাঁপে ভস্মস্বাৎ হয়েছিলেন, ভগী-রথ কত কষ্টে ভাগীরথীকে অবনিতে আনিয়া তাদের উদ্ধার কোরেচেন। এক্ষণে সেই ভাগীরথী দর্শনে আমার মনোমধ্যে অনির্ব্বচনীয় ভাবোদয় হয়েচে। সেই মহাত্মা ভগীরথকে স্মরণ হোতেই আমার নেত্রদ্বয়ে বারিপাত হোচ্চে।

সীতা—বৎস! তোমার অন্তঃকরণ কারুণ্য-রসে পরিপূর্ণ; তা আনি জানি। এক্ষণে অনর্থক সে বিষয়ে কাতর হোচ্চ কেন? ধৈর্য্য ধর। বৎস! ভাগীরথীর তীরে তো আসা গেচে, এক্ষণে একখানি তরণী দেখে চল পার হওয়া যাক্ গিয়ে। তপোবন-দর্শনে আসা গেচে, তপোবন দর্শন কোরেই অগৌণে আযোধ্যায় গমন করবো? যাবৎকাল না রঘুনা-থের শ্রীচরণ দর্শন করি, আমার এ মনোপীড়া আর তিরোহিত হবেনা। এক্ষণে চল, আমরা সত্বরেই তপোবনের মধ্যে প্রবেশ করি।

লক্ষ্মণ—যে আজ্ঞে চলুন তবে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

গর্ব্ভাঙ্ক সমাপ্তঃ।

[বাল্মীকের তপোবন।]

দ্বিতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

[সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।]

সীতা—বৎস! নাবিক খুব্ সত্বরেই পার কোরে দিয়েচে। আর আমরাও খুব্ অগৌণে তপোবনে প্রবেশ কোরেচি, এক্ষণে চল আমরা আশ্রমপাদে যাই।

লক্ষ্মণ—দেবি! এই স্থল্‌টায় কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করুন। আপনার আজ্ঞাধীন শ্রীচরণাশ্রিত অধমের কিছু বক্তব্য আছে? দেবি! তাহা শ্রবণ কোল্লে—(ক্রন্দন)

সীতা—বৎস! কি বোল্‌বে বল, রোদন কোচ্চ কেন? তোমার যে ভাবান্তর দেখে, আমার চিত্ত অস্থির ও মন ব্যাকুল হয়েচে। দেবর! তুমি কি আর্য্য-পুত্রের কোন অশুভ সংবাদ শুনেচ? না অন্য কোন সর্ব্বনাশ ঘটেচে? আমাকে সত্বরে বল; আমিও তোমার পরিতাপের সহগামিনী হই। দেবর! আমাকে সত্বরে বল।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

ওহে দেবর কওহে শুনি শ্রবণে।
মন আকুল হইল অতি তব রোদনে ;
বল বল শুনেচো কি বাঁচিনে হে জীবনে ॥
অন্তরে আরো মম ধৈর্য্য না ধরে,
বিদরে উঠিছে মন জ্বরে,
সহেনা সহেনা সহেনা আর
জানিনে প্রাণপতি আছেন মম কেমনে ॥

লক্ষ্মণ—(রোদন করিতে করিতে) দেবি ! সর্ব্বনাশের কথা আর কি বোল্‌বো ? আমি যে রঘুবীরের আজ্ঞাবহ হয়ে এমন মহাপাতকী হব, ইহা স্বপ্নেও জান্‌তেম না ? উপস্থিত ঘটনায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হোচ্চে ; যদ্যপি আশ্রম-পাদে আস্‌বার পূর্ব্বক্ষণে আমার মৃত্যু হোতো, তা হলেও মঙ্গল জ্ঞান কত্তেম ; রঘুনাথের আর ধর্ম্ম বিগর্হিত আজ্ঞা প্রতিপালন কোর্ত্তে আস্‌তেম না। দেবি ! আমি কি কোন সুকৃতি করি নাই ? আমার ভাগ্যেও কি এই ছিলো ? (ভূমিতে পড়িয়া) হায় ! হায় ! হা ! রাবণ ধ্বংসকারী নবদূর্ব্বাদল কোমল-কলেবর রাম ! তোমার মনে মনেও কি এত ছিলো।

সীতা—(লক্ষ্মণের হস্ত ধরি তুলিয়া, চক্ষের জল মার্জ্জনা করিয়া দিয়া) বৎস! কেন তুমি এত কাতর হয়ে মৃত্যু-বাসনা কোচ্চ ? হৃদয়-নাথের কি অশুভ সংবাদ শুনেচ বল ? আমি বিশেষ জানি, তোমার আমার প্রাণকান্ত অস্ত প্রাণ, তাঁর কোন অমঙ্গল হয়েচে, তাই তুমি এমন কাতর হোচ্চ ; আর আমার ও মন তার তরে এত ব্যাকুল হয়েচে। বৎস! আমি জান্‌তে পেরেচি, তথাচ আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি, কি হয়েচে, তাহা তুমি আমাকে সত্বরে বল।

লক্ষ্মণ—দেবি! (ক্ষণেক পরে) দেবি! (ক্ষণেক পরে) দেবি!

সীতা—(লক্ষ্মণের হস্ত ধরিয়া) বৎস! আর বিলম্ব কোরোনা, সত্বরেই বল। আমি আর ক্ষণকাল এ অবস্থায় থাক্‌তে পাচ্চিনে। যদি তাঁর কোন শারীরিক অমঙ্গল না ঘোটে থাকে, তবে যে বিপদই হোক্‌না কেন ? আমি তাতে কাতরা হবনা। আমার মাথা খাও, তোমার রঘুবীরের সপথ ; সত্বরেই আমাকে তাহা বল। দেবর! আমি আর কোন ক্রমেই সহ্য কোত্তে পাচ্চিনে। যদি

যাতনা দিয়ে আমার প্রাণ বধ কর্‌বার ইচ্ছা না থাকে, তবে সত্বরেই আমাকে বল ?

লক্ষ্মণ—(স্বগত) যখন প্রকাশ কোরে পশ্চাতে বলতেই হবে, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। (প্রকাশ্যে) দেবি! কি সর্ব্বনাশই হয়েচে ? ভগবান আমাকে বাক্‌শক্তি কেন দিয়েছেন ? একি অল্প আক্ষেপের বিষয় ? আপ্‌নি যে একাকিনী লঙ্কাপুরে ছিলেন, সেই লোকাপবাদে রঘুবীর আশ্রমপাদ দর্শন-সূত্রে আপনাকে পরিত্যাগ কোরে আমাকে বাল্মীকাশ্রমে বনবাস দিয়ে যেতে বোলেচেন।

সীতা—(মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ—(স্বগত) হায়! হায়! বোধ করি এই মর্ম্মান্তিক অশুভ-জনক সংবাদ শ্রবণেই দেবী প্রাণ পরিত্যাগ কল্লেন। রঘুবীরের আজ্ঞাবহ হয়ে স্ত্রী হত্যা ভ্রূণ হত্যা দুই মহাপাপের পাতকী হলেম। (প্রকাশ্যে) দেবি! তোমার আজ্ঞাধীন কিঙ্করের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। (ক্ষণেক পরে) হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই হোলো ? কি কালরাত্রিই আজ প্রভাত হয়েছিল। দেবি! তোমার অনুগত আজ্ঞাবহের প্রতি কি দৃষ্টিপাত কর্‌বেন না ? হে দয়াময়! লোকরঞ্জনকারী রাম! তুমি কেমন কোরে এমন

মমতা শূন্য হলে? হা ধর্ম্মাধিকারি! তোমার কি এই ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হোলো। গর্ব্ভবতী সহ-ধর্ম্মিনীকে পরিত্যাগ করায় এতে কি আপনার লোকাপবাদ হবেনা। হায়! হায়! আমারও কি প্রাণান্ত হবেনা!

সীতা—(চেতন প্রাপ্তে) (লক্ষ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া স্বজল নয়নে রোদন)

লক্ষ্মণ—(হতবুদ্ধি হইয়া ক্ষণেক পরে) দেবি! আপনার আজ্ঞাবহ লক্ষ্মণ, নিরপরাধে অপরাধী হোলো।

গীত।

রাগিণী বারোয়া। তাল ঠুংরি।

দেবি একি বিড়ম্বন।
হইল চরণাশ্রিত কলঙ্কী লক্ষ্মণ॥
দুঃখানলে দগ্ধ দেহ, এদিনে বিদায় দেহ,
রাখিয়ে এ ছার দেহ, কিবা প্রয়োজন।
দয়াময় রঘুপতি, এ'কি হলো তাঁর মতি,
বনে দিলেন্ সাধ্যাসতি, বিনা দোষে অকারণ॥

সীতা—বৎস! কাহার দোষ নাই, সকলি আমার ভাগ্যের লিখন। আমি রাজকন্যা রাজবধূ ও রাজমহিষী হয়ে আমার ভাগ্যেও এত ছিল? যাবজ্জীবন দুঃখ-

ভার বহন কোত্তেই কি আমার নারি-জন্ম হয়েছিল? আর্য্যপুত্র রাবণ বধ কোরে যখন আমার উদ্ধার করত পরিক্ষা নিলেন, ভেবেছিলেম আর বুঝি আমার ভাগ্যে দুঃখ নাই? এককালে সকল দুঃখ শেষ হোলো? পুনর্ব্বার যে এমন হবে, ইহা স্বপ্নেও জান্‌তেম না? তাহাহলে রঘুবীর যৎকালীন লঙ্কাপুরে আমার বহ্নি-পরিক্ষা লয়েছিলেন তাহার পূর্ব্বক্ষণেই সমুদ্রের নীরে প্রাণ পরিত্যাগ কোত্তেম। (ক্ষণেক পরে) হা! বিধাতঃ! তোমার মনে মনে কি এতই ছিল? অধিনীর ভাগ্যে কি এতই দুঃখ লিখ্‌তে হয়? এমনই কি অপরাধিনী হয়েছিলেম বলুন।

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল জলদ তেতালা।

সহে কি এ দুঃখ মনে।
সদয়নাথ নিদয় ভাবে, হায় কি ভাবে মমতা অভাবে,
প্রাণনাথ পাঠালেন বনে॥
হয়ে রাজরমণি।
অভাগিনী, অনাথিনী, কি দুঃখ গণি॥
জীবন যাইবে কতক্ষণে।
জীবন গেলে বাঁচি, আর কেন বেঁচে আছি,
প্রাণে কি ফল আছে নাথ বিহনে॥

সীতা—(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দেবর ! আমি যে কত মহাপাতকিনী তা বোল্‌তে পারিনে। নতুবা বিধাতা আমার ভাগ্যে এত দুঃখই লিখ্‌বেন কেন ? (ক্ষণেক পরে স্বগত) আমি অনর্থক বিধাতার উপরে কলঙ্কারোপ কচ্চি ? তাঁর দোষ কি ? এ আমি আপনার কর্ম্মের ফল ভোগ কচ্চি ? বোধ করি জন্মান্তরে কোন বিশুদ্ধা পতিব্রতা সতীকে পতিত্যাক্তা কোরেছিলেম, তাহারই এই প্রতিফল কোল্‌লো ? হৃদয়নাথতো আমার মমতা-শূন্য নন ? তাহলে কেও আর তাঁকে দয়াময় বোল্‌তো না ? আর আমিও যে সাধ্যাসতি তাওতো তাঁর অবিদিত নাই ? তবে যে এ সময়ে তিনি আমাকে ত্যাগ কল্লেন, এ জন্মান্তরের পাপের ফল-ভোগই বোল্‌তে হবে ? (প্রকাশ্যে) বৎস ! আমি যে বনবাসিনী হলেম, এতে আমার কোন আক্ষেপ নাই। বহু কালাবধিই তো বনে ছিলেম ? তবে আর্য্যপুত্র যে আমাকে পরিত্যাগ কোল্লেন, আর আমিই বা কি অপরাধিনী হলেম, এই আমার মর্ম্মান্তক দুঃখ হোলো। বনবাসে মুনি-পত্নীরা এ কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে, আমি তার কি উত্তর দিব ? রঘুবীর তো জ্ঞান-শূন্য নন ? তিনি ধর্ম্মা-

ধিকারী, বিনাপরাধে যে আমাকে বনবাস দিয়েচেন, এত তাঁরা বিশ্বাস করুবেন না? কোন গুরুতর দোষ দর্শনেই পরিত্যাগ কোরেচেন, এমত ভাবুবেন। দেবর! যদি আমার গর্ব্ভে মহাপ্রাণীর উদ্ভব না হতো, তা হলে আমি এই দণ্ডেই তোমার সমক্ষে এই ভাগীরথীর নীরে প্রাণ পরিত্যাগ কত্তেম। (ক্ষণেক পরে) আমার কি কঠিন প্রাণ! প্রাননাথ আমাকে পরিত্যাগ কোল্লেন, ইহা শুনে এখন আমি জীবিতা আছি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ—(স্বগত) হায়! হায়! ইহার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হলে আর এসব দেখ্‌তে হোতোনা? আর এমত ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত কার্য্যও কোত্তে আস্‌তেম না। আমার তুল্য নিষ্ঠুর অন্তঃকরণ ও মমতাশূন্য এমন আর বিশ্বসংসারে নাই। আমি বিশুদ্ধা পতিব্রতাকে কেমন কোরেই এ সর্ব্বনাশের কথা বোল্‌লেম। রঘুনাথের আজ্ঞাধীনে এমন অসৎ কর্ম্মও কল্লেম? আমাকে ধিক! আমি তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন কোল্লে না হয় আমার উপর তাঁর বিরাগ জন্মাত, তাতে ক্ষতি ছিল কি? (ক্ষণেক পরে) হা ভগবান! এমন নিষ্ঠুর কার্য্যেও আমার প্রবৃত্তি জন্মেছিল? আমি

এমন জন্মও ধারণ কোরেছিলেম, বাক্‌বাণী এমন বাক্‌শক্তিও আমাকে দিয়েছিলেন? হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই কোরে চল্লেম। হা! কঠিন হৃদয়! তুমি কি বিদীর্ণ হবেনা, হা কঠিন প্রাণ! তুমি এখন আমার দেহে আছ? হা ক্ষণভঙ্গ কলেবর! তুমি কি চিরস্থায়ী এমত ভেবেচ? হা নবদূর্ব্বাদল কোমল-কলেবর রাম! তোমার যে এমন কঠিন অন্তঃকরণ তা স্বপ্নেও জানতেম না? আপনি যদি জনক-তনয়ার প্রতি এতই প্রতিকূল, তবে তাঁর উদ্ধার কোরে-ছিলেন কেন? জানকীর বিরহে ততই বা বিলাপ কোরেছিলেন কেন? তোমার মনে মনে যদি এতই ছিল, তবে রাবণবধ কোত্তে আমাদেরই বা তত কষ্ট দিয়েছিলেন কেন? (ক্ষণেক পরে) দেবি! গাত্রত্থান করুন। দেবি! তোমার আজ্ঞাধীনকে একবার দৃষ্টিপাত কোরে দেখুন। দেবি! এ অধমকে বৈরি বোধে কোপ দৃষ্টিতে ভস্মস্বাৎ করুন। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই হোলো? জীবন! তুমি সত্বরেই আমার দেহ পরিত্যাগ কর, নতুবা আমি আত্ম-ঘাতী হয়ে ইহার প্রতিকার কোর্‌বো?

সীতা—(চেতন প্রাপ্তে) বৎস! ধৈর্য্যধর, আর বিলাপ কোরোনা? সকলই আমার অদৃষ্টের ফল, কাতর

হলে কি হবে? তুমি আমার হৃদয়নাথের সমীপে গমন কর, তিনি আমাকে পরিত্যাগ কোরে মর্ম্ম-বদনায়য শোচিত কাতর হয়েছেন, তার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে যাহাতে তিনি না কষ্ট পান, তাহাতে যত্নবান হওগে। বৎস! আমার প্রাণনাথকে বোলো, তিনি আমাকে পরিত্যাগ কোল্লেন বোলে যেন খেদিত না হন। হৃদয়নাথ এ উত্তম কার্য্যই কোরেচেন। লোক-রঞ্জনই রাজার রাজ ধর্ম্ম। আমি বিশেষ বোল্‌তে পারি, তিনি লোকাপরাদ শঙ্কায় ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই এ কাজ কোরেচেন। বৎস! আর একটী কথা আমার রঘুনাথকে বোলো, যদিচ আমি লোকাপবাদেই বনবাসিনী হলেম, কিন্তু যেন তার অন্তর হতে তিরোহিত না হই। আমি আশ্রম-পাদে তপস্বিনী হয়ে তপস্যা কোর্‌বো, যেন জন্মান্তরে তিনিই আমার শ্যামী হন্।

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া ক্ষেম্‌টা।

দেবর এ মিনতি বোলো কমল লোচনে।
বিনা দোষে দিলেন্ নাথ অধিনীরে বনে॥
স্ত্রী হত্যা না শঙ্কা করি, পতিব্রতায় পরিহরি,

রাজধর্ম্ম রক্ষা করি, সুখি হলেন মনে।
অধিনী রহিল বনে, বোলো যেন রাখেন মনে,
স্থান প্রাণ সমার্পনে, ধ্যান শ্রীচরণে॥

সীতা—বৎস! তোমার প্রতি আমার একটী অনুরোধ আছে, তুমি অনুক্ষণ আমার হৃদয়-নাথের সমীপে থাক্‌বে? তিনি যেন ক্ষণকাল একাকি থাকেন্ না। একাকি থাক্‌লেই যথোচিত কাতর হবেন। লক্ষ্মণ! আমার যা হবার তাতো হোলো, এখন তিনি কুশলে থাকুন, এই আমার মঙ্গলের বিষয়। (লক্ষ্মণের হস্ত ধোরে সরোদনে) বৎস! সপথ কোরে বল, এবিষয়ের অন্যথা হবেনা, আমি বনবাস থেকে তাঁর কুশল সংবাদ শুন্‌লেও সন্তোষে থাক্‌বো।

লক্ষ্মণ—(সরোদনে) দেবি! আপনি আমাকে জন্মের জন্য বিদায় দিন্, এ পরিতাপিত জীবনকে পরিত্যাগ কোরে সুস্থির হই।

সীতা—বৎস! ধৈর্য্যধর, আমি যে এত কোরে বল্লেম, আমার কি অনুরোধ রাখ্‌বে না? তুমি সত্বরেই আমার হৃদয়-নাথের সমীপে গমন কর, আর বিলম্ব কোরোনা; তোমার বিলম্ব হোলে তিনি আমার অদর্শনে আর জীবিত থাক্‌বেন না?

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া ঠেকা।

দেবর ধরহ ধৈর্য্য যাহ নাথের সদনে।
মন দুঃখে আছেন্ তিনি, অধিনীরে দিয়ে বনে॥
পড়িয়ে ধরণী-তলে, ভাসিছেন নয়ন জলে,
জ্বলিছেন দুঃখানলে, সতত কাতর মনে॥
কেবল লোক-রঞ্জনে, দিয়েছেন্ দাসীরে বনে,
ভাবিছেন কত মনে, মম বিহনে।
করনা বিলম্ব ক্ষণ, সত্বরে কর গমন,
আহা আমার প্রাণধন, আছেন কি দুঃখ মনে॥

লক্ষ্মণ—দেবি! আমার এ জীবন আর ক্ষণকাল রাখ্‌তেও ইচ্ছা নাই, আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘনও কোর্ত্তে পারিনে; কিন্তু জীবিত থাকিলে আমাকে যথোচিত যন্ত্রণা সহ্য কোর্ত্তে হবে? এক্ষণে আপনি কি অনুমতি করেন।

সীতা—বৎস! তুমি আর বিলম্ব কোরোনা, সত্বরেই আমার হৃদয়-নাথের সমীপে গমন কর, তাঁকে দর্শন কোল্লে তোমার আর কোন যন্ত্রণাই থাক্‌বে না? তুমিত জান তিনি পূর্ণকাম, তাঁর দর্শনে শোক সন্তাপ কিছুই থাকেনা।

লক্ষ্মণ—(প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া গলবস্ত্রে) আপনি

জানেন আমি রঘুবীরের আজ্ঞাবহ, একাল-পর্য্যন্ত তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন কোরে এই সর্ব্বনাশ কোরে চল্লেম, ইহাপেক্ষা আমার মর্ম্মান্তিক পরিবেদনা আর কিছুই নাই। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করি, এ অধমকে আপনি যথোচিত স্নেহ করেন, তদ্বিষয়ে যেন কোন ভাবান্তর না হয়, আর আপনি ক্ষমাশিলা, রঘুনাথের আদেশ ঘটীত আমার যে অপরাধ হইল, তাহা ক্ষমা করিবেন।

সীতা।—বৎস! তুমি অকারণে এত পরিতাপ্ত ও দোষ স্বীকার কোচ্চ কেন? তোমার অপরাধের কথা কি বোল্‌বো? আমি যেন জন্ম জন্মান্তরে তোমার তুল্য দেবর পাই। তুমি দীর্ঘজীবি হয়ে পরম সুখে থাক। বৎস! তুমি অযোধ্যায় গিয়ে আমার হৃদয়নাথকে প্রণাম, ভরত শত্রুঘ্ন ও আমার ভগিনীগণকে স্বস্নেহ আশীর্ব্বাদ ও গুরুজনেরা যখন ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রম হতে আস্‌বেন, তাঁদের প্রণীপাত জানাবে। আর একটী কথা বলি, আমিত যেমত দুঃখ পেতে হয় পেলেম, কিন্তু আমার অবস্থা শুন্‌লে আমার ভগিণীদের পরিবেদনার পরিসীমা থাক্‌বে না; তোমরা তাদের সে দুঃখ সর্ব্বদাই নিবারণ কোরো।

গীত।

রাগিণী ললিত তাল আড়া খেম্টা।

যা ছিল কপালে আমার তা হলো ঘটন।
শুনিলে ভগিণীগণে জীবেনা কখন॥
তোম্রা যেমন চারিজন, চারিজনে এক মন,
আমরা এক জীবন, যেন হে তেমন।
যেন মম ভগ্নীগণে, মনে নাহি দুঃখ গণে,
তুষিবে সদা যতনে, তোমরা এখন॥

লক্ষ্মণ—(প্রণাম করিয়া যোড় হস্তে) দেবি! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি চল্লেম এখন। (পশ্চাৎ মুখে) হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই কোরে চল্লেম, হাহাকার ময় অযোধ্যানগরে গিয় আর কি দেখ্বো, রঘুনাথকেই কি কোরে শান্তনা কোর্বো? আপনিই কি কোরে জীবন ধারণ কোর্বো, ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রম হতে আর্য্যারা এলে তাঁদেরই কি বোল্বো? ভগবান্ বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতির মনোবেদনা কি কোরেই নিবারণ কোর্বো? হায়! হায়! হায়! রঘুপতি কি সর্ব্বনাশই কোল্লেন।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।]

সীতা—হা হৃদয়নাথ! তোমার মনে মনে কি এই ছিলো, আমি যে জান্‌তেম আমার তুল্য পতি-সোহাগিনী আর কেহই নাই, সে দর্প এখন আমার কোথা রইলো। অভাগিনী সীতা কি কেবল দুঃখ ভার-বহন কোত্তেই জন্মেছিল। হায়! হায়! এ পরি-বেদনা রাখ্‌বার আর তো স্থান নাই। বিনাপরাধে আপনি আমাকে পরিত্যাগ কোল্লেন, অভাগিনী শ্রীচরণে তো কোন অপরাধিনী হয়নি? আপনি কেমন কোরে এমন মায়া শূন্য হলেন। গর্ব্ভবতী বনিতাকে বনবাস দিতে মনোমধ্যে কি কোন মমতা হোলোনা। লোক-রঞ্জন যদি পরম ধর্ম্ম বোধ কল্লেন, আমার বনবাসে তো সকলে সুখী হয়নি? অনেকেই এ অভাগিনী জানকীর জন্য দুঃখিত হয়েচেন; তাদের আপনি কেমন কোরে রঞ্জন কোর্‌বেন। হে ধর্ম্মাধিকারি! এওকি আপনার অল্প অনোচিত হয়েচে? আশ্রমপাদ দর্শন-সূত্রে অধিনীকে প্রতারণা কোরে বনবাস দিলেন, ইহাতে কি আপনার অধর্ম্ম হোলোনা? অধিনীর সমক্ষে ব্যক্ত কোল্লে যে শ্রীচরণে বিস্তর মনের দুঃখ জানা-তেম। হায়! হায়! আমার জীবনের জন্যতো কোন চিন্তা কচ্চিনে, আপনার সন্তান যে আমার

গর্ব্ভে রয়েচে, সে দুর্ভাগাদের প্রতিও কি এত বৈমুখ হতে হয়? তারা ভূমিষ্ঠ হলে আমিত আর এ প্রাণ রাখ্‌বোনা? আহা! তখন এই আশ্রম-পাদে কে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ কোর্‌বে?

[ঋষিকুমার-দ্বয়ের প্রবেশ।]

১ ঋষি—এই যে হে? আমি মনে কোরেছিলেম, উত্তর দিকে, তুমি ভাই ঠিক্ বোলেচ, যে দক্ষিণ দিকে কে কাঁদ্‌চে।

২ ঋষি—পরমাসুন্দরী স্ত্রী লোক ভাই, ইনি কোন রাজমহিষী হবেন।

গীত।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল কাওয়ালী।

অনুমানি মহারাণী হবে এ নারি।
আমরি নিন্দিতা রূপে কিন্নরী॥
কি স্বরূপ অপরূপ নিরখি তড়িত।
চঞ্চল ভাব ভরে সদা সকিত॥
শশধর মুখ হেরি হইল সমল।
সলিলে ভাসিছে দেখে কমল॥

১ ঋষি—তার আর সন্দেহ নাই, পতির কাছে কোন অপরাধিনী হয়ে থাক্‌বেন তাই বনবাস দিয়ে গ্যাচে।

২ ঋষি—একেতো অপরাধিনী বোলে কোনক্রমে বোধ হচ্চেনা? তা হলে এত ব্যাকুলা হবেন্ কেন? আচ্ছা ভাই এঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অধিকাংশ আমার জননীর সদৃশ বোধ হোচ্চে না?

১ ঋষি—না ভাই! আমি এ পর্য্যন্ত এঁর সমতুল্যা স্ত্রীলোক দেখিনে, এই জন্যই অপরাধিনী বোলে বোধ হোচ্চে, নতুবা এমন রূপবতীকে বনবাস কেন দেবে ভাই?

২ ঋষি—কপালের ভোগাভোগে কি না হয় বল? আমাদের মহামুনি বাল্মিকী-প্রণীত রামায়ণের মধ্যে আছে। পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রও পিতৃ আজ্ঞায় বনে গেছ্লেন। ভাই! রঘুনাথেরত কোন দোষ ছিলনা? কেবল কৈকৈ সর্ব্বনাশ কোরেছিল বৈতনয়? সেইরূপ বিনাপরাধে কোন দুষ্ট লোকেই এঁর দুর্দ্দশা কোরে থাক্‌বে? ভাই! তুমি অবস্থা দেখে জান্‌তে পার্চ্চনা? যেন বৃক্ষছিন্না লতার ন্যায় হয়ে আছেন। চরিত্রের দোষ থাক্‌লে এত কাতরা হতেন না।

গীত।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল জলদ তেতালা।

কেন ভাবনা মনে, ভাব হেরি নয়নে,
দিবাশশী যেন ম্লানা বনে।
দুঃখমনে, দেখ কত দুঃখ গণে।
মনো রত পতি আরাধনে॥

১ ঋষি—ভাই! পুরুষের সঙ্গে কি স্ত্রীলোকের তুলনা সম্ভব হয়? সে ভরতকে রাজ্য দেবার জন্য কৈকৈ কুমন্ত্রণা কোরেছিল, ইনি বনে এসে. নিরুপায়ে পোড়েই এত ভাব্‌চেন।

২ ঋষি—কি বোল্‌বো ভাই! সে কথা আমরা বোল্‌তে পারিনে? না জেনে শুনে লোকের একটা অপবাদ কোরে কেন মহাপাতক কোর্‌বো? মনুষ্যের অনর্থক অখ্যাতি করা তো অল্প পাতক নয়? দুরাচারেরা অনায়াসেই লোকের অপকলঙ্ক কোরে বসে।

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়াখেম্‌টা।

পতি পরায়না সতী দেখনা লক্ষণে।
কে আছে এমন আর বল এ ভুবনে॥

সুবোধা সদা সভাবে, মৃদুভাবা নাথাভাবে,
ভাবিছেন বিরস ভাবে, পতিপদ মনে।
পড়ে আছেন ধরাসনে, বহিছে ধারা নয়নে,
পরিবেদনা মননে, পতি বিহনে।
পতিব্রতা সাধ্যাসতি, মনে জানেন্ পতি গতি,
পতিত্যাক্তা হয়ে মতি, পতির চরণে॥

১ ঋষি—ভাই! আমি নিশ্চিত বোল্‌ছি, এঁর চরিত্রের দোষ আছে? কে এমন রূপবতী প্রেয়সিকে নিরপরাধে পরিত্যাগ কোর্ত্তে পারে?

২ ঋষি—ভাই! চল আমরা মহামনি বাল্মিকীর কাছে গিয়ে ইহার বৃত্তান্ত বলি, তিনি সর্ব্বান্তঃজামী সকলি বোল্‌তে পার্‌বেন?

১ ঋষি—চল ভাই! তবে আর বিলম্ব কোরোনা?

গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল কাওয়ালী।

চল চল যাই যে খানে মহামুনি।
অন্তঃযামী সব জানি বলিবেন্ এখনি॥
দেখ ভাই দেখ দেখ, আমার কথা মনে রেখ,
হবেনা সমান্য নারি বলিহে তোমায়।
এ যে নারি হবে কোন রাজার রমণী॥

[ঋষিকুমার-দ্বয়ের প্রস্থান।]

সীতা—হা রঘুনাথ! তুমি লোকাপবাদে নিরাপরাধিনীকে পরিত্যাগ কোরে অপরাধিনী কোল্লে

গীত।

রাগিণী ললিত ভৈরবী। তাল আড়াখেমটা।

কব কি কব কি ছিলো এই কপালে।
পতি-প্রাণা নামে নাথ কলঙ্ক রটালে॥
এ অধিনী শ্রীচরণে, দোষি নয় তা জানি মনে,
তবে কেন দিলে বনে, কি দুঃখ এ ভালে।

সীতা—অবোধ মুনি-কুমারেও আমাকে অপরাধিনী বোল্‌চে? একি অল্প আক্ষেপের বিষয়, স্ত্রীলোকের চরিত্র দুষ্ট অপবাদাপেক্ষা আর ঘৃণার বিষয় কি আছে? হে হৃদয়নাথ! আপনি লোকাপবাদে বিশুদ্ধা পতিব্রতা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ কোল্লেন? অধিনী এ অপবাদ কেমন কোরে সহ্য করে। এ জীবন আর ক্ষণকাল ধারণ কোত্তে ইচ্ছে কচ্চেনা? একে হৃদয়-বল্লভের দুঃসহ অসহ্য অদর্শন-বিরহ, তাতে এই লোকাপবাদ; প্রাণ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়কল্প দেখ্‌চি? (ক্ষণেক পরে) রঘুপতি সম্ভূত সন্তান যে আমার গর্ব্ভবাসে আছে, আত্মহত্যা কোল্লে যে পুত্রহত্যা পাপের ভাগিনী হব? হায়! হায়! সকল

দিকেই অনুপায় দেখ্‌চি? হে গর্ত্তস্থিত মহাপ্রাণি! তোমরা আর কতকাল গর্ত্ত যন্ত্রণা সহ্য কোর্‌বে? সত্বরে মুক্ত হও, এ অধিনীও এ অপবাদ হতে প্রাণ পরিত্যাগ কোরে মুক্ত হোক। (মূর্চ্ছা)

[কলহংসী ও বিলাসবতীর কক্ষে কুম্ভ প্রবেশ।]

কল—বিলাসবতি! এ আশ্রমপারে ও মেয়েটী কেন কাঁদ্‌চে? চনা দেখিগে ভাই।

বি—কলসী রেখে হারিত্‌কে কোলে কোরে আসিগে চল। সে কেমন দুষ্ট তাতো জানিস্‌, সে দিন অম্‌নি ঘুম ভেঙ্গে উঠে বাবার একখানা পুথি টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে ছিঁড়ে ফেল্‌লে। আজ আবার তাতে বাবা আশ্রমে নাই, তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির যজ্ঞে নিমন্ত্রণে গ্যাচেন।

কল—হারিত্‌কে এই তো ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলি, সে এখন উঠ্‌বেনা, আগে চল ভাই ও মেয়েটীকে দেখে যাই; আহা! ভারি দুঃখ কোরে কাঁদ্‌চে।

বি—চল তবে, তোমার কথা আর তো এড়াবার যো নাই। তুমি একরকমেরই মেয়ে। আপ্‌নার কথাই ব্রহ্মবাক্য।

কল—(একটু অগ্রগামী হয়ে সীতাকে দেখিয়া) আ! হা! হা! বিলাসবতি! দেখ্ ভাই, কেঁদে কেঁদে এক-কালে অবসন্না হয়ে পড়েচে, কাদের মেয়ে ভাই! এমন রূপ্‌তো কখন দেখিনে, মাটীর উপর শুয়ে-পোড়ে এখান্‌টা যেন আলো কোরে রেখেচে। বিধাতা বোসে বোসে মনের মতন কোরে একে গড়েচে ভাই।

বি—পোড়া বিধাতাকে এমন কোরে কে গোড়্‌তে বলে-ছিল, কপালের ভিতরে যদি ভাল লিখ্‌তেন তবেই ভাল বোল্‌তেম। যখন এঁকে বনবাস দিয়ে গ্যাচে তখন এ রূপের আর কি গৌরব আছে ভাই?

কল—আচ্ছা ভাই! মানবীতে কি এমন রূপবতী সম্ভব হয়? কোন দেবকন্যা তো হবেনা?

বি—তা বোল্‌তে পারিনে, আয়না আমরা তুলে সব জিজ্ঞাসা করি।

কল—বিলাসবতি! মেয়েটীকে গর্ভবতী বোলে বোধ হোচ্চে না ভাই?

বি—পূর্ণগর্ভা। এমন সময়ে কেমন কোরে ভাই বনবাস দিয়ে গ্যালো, এঁর পতির কি কঠিন অন্তঃকরণ,

তিনি যিনিই হোন্, কিন্তু তাঁকে ধিক্ ভাই? ছিছি ছিছি! এমন কাজ কেমন কোরে কোল্লেন।

কল—বিলাসবতি! মেয়েটীকে তোলোনা ভাই?

বি—(সীতার দিকে চাহিয়া) বাছা! তুমি একাকিনী অনাথিনীর মতন এ আশ্রমপাদে কে এসেচ মা?

সীতা—(নিরব)

বি—কলহংসি! একি ভাই, এই ক্ত বিলাপ কচ্ছিল, এর্ মধ্যে এমন হয়ে পোড়্লো কেন? এ আশ্রম-পাদে তো স্ত্রী হত্যা হোলোনা।

কল—এ পুণ্যাশ্রমে পাপ প্রবেশ কোর্বে কেন? বোধ করি অচেতনাবস্থায় আছেন। দাঁড়া ভাই? আমি এক্টু মুখে জল দিয়ে দেখি। (কলসী হইতে জল লইয়া মুখে দেওয়া)

সীতা—হা হৃদয়নাথ! তুমি কেমন কোরে এমন কঠিন হলে।

বি—বাছা! তুমি কে আমাদের পরিচয় দাও, তোমার দুঃখে আমাদের ও দুঃখের পরিসীমা নাই।

সীতা—আমি জনম-দুঃখিনী অভাগিনী জানকী। মহর্ষি জনক রাজার কন্যা, অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্র রঘুবীর আমাকে হরধনু ভঙ্গ কোরে বিবাহ কোরেচেন, আমার দুঃখের কথা কি

বোল্‌বো মা ? প্রাণনাথ যে দিন রাজ্যেশ্বর হবেন, বিমাতার আদেশে পিতৃ-আজ্ঞায় চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনগামী হয়েছিলেন, এ অধিনীও তাঁর সমভিব্যাহারিণী ছিল। পঞ্চবটী হইতে দুর্বৃত্ত লঙ্কেশ্বর আমাকে হরণ কোরে লয়ে গেছ্‌লো, রঘুবীর সেতু বন্ধ কোরে সেই দুরাচারকে নিধন করতঃ আমার উদ্ধার কোরেছিলেন। তৎপরে অযোধ্যায় এসে রাজা হয়ে সেই লোকাপবাদে আমাকে এই বনবাস দিয়েচেন।

কল—বিলাসবতি ! মহামুনি বাল্মীকির শিষ্য গুলো যে রামায়ণ পড়ে, সেইরূপ পরিচয় দিলে যে, পাগল তো হবেনা।

বি—চুপ করনা ভাই, ভাল কোরে সব জিজ্ঞাসা করি।

[নেপথ্যে বাল্মীকের প্রবেশ।]

বা—(গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত।

রাগিণী আশয়ারি। তাল জলদ তেতালা।

নিরখ নয়নে য়াবনারি।
নচমন মহামতি, জনক-কুমারী তাপ-পাপ-হারি॥

সুমনে মনে স্মর সে সীতাপতি কাল-দর্পহারি।
হরধনু ভঞ্জকারি, বালী-বিক্রম-হারি,
দশাননে নিধনে সেতুবন্ধকারি॥
পিতৃসত্য পালনে বনে বনআচারি।
গুহকে মিতে বোলে, নিলে কোলে,
দয়া কিবা বলিহারি॥

কল—বিলাসবতি! মহামুনি বাল্মিকী আস্‌চেন, এখন চল ভাই আমরা যাই, আবার আস্‌বো এখন।

বি—চল ভাই! এখানে তবে আর থাকা নয়।

[বিলাসবতী ও কলহংসীর প্রস্থান।]

[বাল্মিকীর প্রবেশ।]

সীতা—(অচেতনা)

বা—(সীতাকে অচেতনা দেখিয়া) হায়! হায়! আমি পুষ্কর তীর্থে সন্ধ্যাবন্দনাদি কোত্তে কোত্তেই জেনেচি, যে দেবী আমার আশ্রমে এসেচেন, এতদিনের পর আমার এ আশ্রম পবিত্র হোলো।

সীতা—হা হৃদয়নাথ! হা রঘুবীর! আপনি এ সময়ে একবার আসুন, আপনার অধিনী এ জনমের জন্য বিদায় প্রার্থনা কোচ্চে।

বা—বৎস! তুমি কাতরা হয়ে এত বিলাপ কোচ্চ কেন?
তোমার খেদোক্তি শুনে আশ্রমপাদ নিস্তব্ধ হয়েচে,
তোমাকে ভাগ্যশীলা দেখ্‌চি, কি কারণে বনবাসে
এসেচ আর তুমি কে, আমাকে সত্য পরিচয় দাও।

সীতা—অধিনী হতভাগিনী।

বা—বাছা! আমি তোমার সকল বিষয়ই অবগত
আছি, রঘুবীর লোকাপবাদে নিরপরাধে আপ-
নাকে পরিত্যাগ কোরেচেন। তুমি হতভাগিনী
হলে এ বিশ্বসংসারে আর ভাগ্যবতী কে হবে?
আমি রঘুবীরের গুণোৎকীর্ত্তন রচনা কোরে
ভাগ্যশীল হয়েচি। আজ তোমার আগমনে আমার
এ আশ্রমপাদ পবিত্র হোলো। আমি যে একাল-
পর্য্যন্ত তপস্যা কোরে আস্‌চি, তা আমার সার্থক
হোলো। তুমি মহর্ষি জনক রাজার কন্যা, অযো-
ধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ, ভুবন-বিজয়ী
রাজাধিরাজ সর্ব্ব গুণধাম শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্ক লক্ষ্মী,
আমি ষাটহাজার বৎসর তপস্যা কোরে যে রাম
নামের গুণে দেহ পবিত্র কোরেচি, আজ সেই
শ্রীরাম-পত্নী আমার আশ্রমপাদে পাদার্পণ কোরে-
চেন, ইহাপেক্ষা আর আমার কি সৌভাগ্য
আছে?

সীতা—(সরোদনে প্রণাম)

বা—রঘুকুলোজ্জ্বলক পুত্র-প্রসবকর।

সীতা—(সরোদনে) আমার জীবনান্তের কোন প্রতিকার করুন।

বা—(স্বগত) হায়! হায়! আমি এমন রামায়ণ কেন লিখেছিলেম, এক্ষণে জানকীর অবস্থা দেখে আমার যে হৃদয় বিদীর্ণ হোচ্চে, জনক-তনয়ার পরিতাপে আমারই যে আর প্রাণ ধারণ কোত্তে ইচ্ছে হচ্চেনা। (প্রকাশ্যে)

বা—বৎস! ধৈর্য্যধর, কপালের ভোগাভোগ কেহই খণ্ডন কোত্তে পারেনা, মানব-দেহ ধারণ কোল্লেই সব সহ্য কোত্তে হয়। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, এত আছেই আছে? বনবাসের কষ্টের পরে যে সুখি হবে এ আর মনে ছিলনা? শেষে অযোধ্যায় এসে দিব্য সুখ সচ্ছন্দে ছিলে। পুনর্ব্বার ভাগ্য-ফলেই এ দুর্ঘটনা ঘটেচে, পুনর্ব্বার সুখ হবারও তো সম্ভব আছে? বাছা! এক্ষণে তুমি আমার আশ্রমে চল, আমি তোমাকে আপন দুহিতার ন্যায় দেখ্‌চি। তুমি আশুপ্রসবা, সেখানে মুনি-কন্যাদের সেবা-সুশ্রুষায় সর্ব্বদাই সন্তোষে থাক্‌বে! দ্বিতীয়তঃ তোমার জনক মহর্ষি জনক আমার পরম

বান্ধব, আমার আশ্রমে থাকায় তোমার কোন বিধায়ে লোক নিন্দা নাই। বাছা! আর কাল-বিলম্ব কোরোনা, সত্বরেই চল।

সীতা—(স্বগত) কি করি এখন! প্রাণ পরিত্যাগ কোরে তো মহাপ্রাণীর বিনাশ কোত্তে পারিনে, কিন্তু এ পরিতাপিত চিত্তে জীবন ধারণ কোরেও তো থাক্‌তে পারবো না। এ যে আমার উভয় শঙ্কট দেখ্‌চি, মুনি বাক্যও তো লঙ্ঘনীয় নহে। (ক্ষণেক পরে) এক্ষণে রঘুনাথের শ্রীচরণ চিন্তা কোরে আশ্রম-পাদেই থাকিগে, পশ্চাতে অদৃষ্টে যাহা আছে তাই হবে? (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞে, অধিনী আপনার সেবা-সুশ্রুষায় পরম সুখে থাক্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

গর্ভাঙ্ক সমাপ্তঃ।

[অযোধ্যার রাজশভা।]

পঞ্চম অঙ্ক।

—○*○—

[শ্রীরামচন্দ্র আসীন।]

রাম—(স্বগত) হায়! হায়! আমি রাজবংশে কেন জন্মেছিলেম, বনবাস হতেই বা কেন ফিরে এসেছিলেম, পুনর্ব্বার রাজ্যভারই বা কেন নিয়েছিলেম, প্রজাগণের অভিপ্রায় অবগতার্থে দুর্ম্মুখকেই বা কেন নিয়োগ কোরেছিলেম, লক্ষ্মণের উপদেশ বাক্যইবা কেন শুন্‌লেম না, দয়া মায়া শূন্য হয়ে নিরপরাধিনী জনক-তনয়াকেই বা কেন বনবাস দিলেম, সামান্য রাজ্যভার পরিত্যাগ কোরে জানকীর সহিত বনবাসীই বা কেন হলেম না। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই কোরেচি, এখন কেমন কোরেই মন্‌কে প্রবোধ দি, কেমন কোরেই জীবন ধারণ করি, জানকীকে পরিত্যাগ করাপেক্ষা আমার এ জীবন পরিত্যাগ করাই যে বিধেয় ছিল।

গীত।

রাগিণী বিভাষ। তাল আড়াখেমটা।

আর কিফল আছে জীবনেতে ত্যজিব জীবন।
প্রাণ-প্রিয়ে বিনা প্রাণে কিবা প্রয়োজন॥
কি দোষে জানকী-ধনে, আহা আমি দিলাম বনে,
কত যে যাতনা মনে, হতেছে এখন।
করি যদি জীবনান্ত, তাহে হইবে দুঃখান্ত,
হবেনা সে পাতকান্ত, আমার কখন॥

[অষ্টাবক্রের প্রবেশ।]

অষ্টা—ভগবন্! ভগবতি কৌশল্যা কৈকৈ এবং সুমিত্রা আর্য্যাকে পূর্ণাগর্ব্ভা দেখে গেচেন, আর গতরাত্রে কি একটা দুস্বপ্ন দেখে তাঁরা যথোচিত খেদ-বিলাপ কচ্চেন, এবং আমিও অযোধ্যাকে নিরুৎসবময় এবং আপনাকে বিষাদিত দেখে যথোচিত শঙ্কিত হয়েচি। ভগবন্! ইহার তদন্ত জিজ্ঞাসা কোত্তে আমার সাহস হচ্চেনা।

রাম—ঠাকুর! অযোধ্যার অমঙ্গলের কথা আর কি বোল্‌বো! জানকীর বনবাস-সূত্রে তাঁহার চরিত্রের বিষয়ে কতকগুলী প্রজারা সর্ব্বদাই সন্দেহ কোত্তো, আমি লোকরঞ্জনার্থে বিনাদোষে জনক-তনয়াকে বনবাস দিয়েচি।

অষ্টা—হা হতস্মিন্ বিধি ! জানকীর ভাগ্যে এরূপ লিপি লিখিতে তোমার কি মনোমধ্যে মমতা হয়নি ? ভগবন্ ! আপনিই বা কেমন কোরে তাঁকে বনবাস দিলেন ? এ আপনার কিরূপ প্রজারঞ্জন হোলো, জনকতক দুর্ব্বুদ্ধিদিগের রঞ্জনার্থে আপনি কেমন কোরে চতুর্দ্দশ ভুবন-বাসীদের বিষাদ সাগরে নিমগ্ন কোল্লেন। এতেতো আপনার লোকরঞ্জন হয়নি ? সম্যকপ্রকারে প্রজাপীড়নই কোরেচেন, ভগবন্ ! এই চিত্ত-ভেদক সংবাদে কে নেত্রবারি নিবারণ কোরে রাখ্তে পার্বে বলুন দেখি ? আর জানকীর চরিত্রের বিষয়ে আপনার তো কিছু অবিদিত নাই, যাঁর পাদার্পণে পৃথীবি পবিত্র হয়েচে, তাঁকে আপনি কেমন কোরে বনবাস দিলেন ? ঠাকুর ! আমি কি দুর্ভাগ্যশালী ! কি তপস্যাবিহীন ; একে প্রাচীনাবস্থা, তাতে এই ভগ্ন দেহ, পথশ্রান্তে আমার যে কি কষ্ট বোধ হয় তা বোল্তে পারিনে। এই ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রম হোতে যুগল রূপ দর্শন কোর্বো বোলেই বার্ত্তাবহ-পদে নিয়োগ হয়ে অযোধ্যায় এসেচি, তা এমনি আমার ভাগ্য, যে ভগবতীকে দর্শন কোরে জীবন সফল ও দেহ পবিত্র কোর্বো তাতে বঞ্চিত হলেম।

আর এই মর্ম্মভেদক সংবাদ শ্রবণ কোরে, একে আমার ভগ্ন দেহ, তাতে সমস্ত শরীর আরো শিথিল হয়ে প্‌ড়েচে। কি কোরেই বা ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রমে যাই, কি কোরেই বা আর্য্যাদিগকে শান্তনা করি, ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গকেই কি কোরে এই সর্ব্বনাশের সংবাদ দি। কৌশল্যা, কৈকৈ, সুমিত্রা, এ সংবাদ শুন্‌লে আর্‌তো জীবিতা থাক্‌বেন না? মহর্ষি ঋষ্য-শৃঙ্গ, দেবীকে পূর্ণাগর্ভা বোলে যজ্ঞ-সূত্রে লয়ে যেতে পারেন্‌নি, তাতেই তাঁর পরিবেদনার পরি-সীমা নাই। জানকীর এ সংবাদ শুন্‌লে তাঁর কি দুঃখের ইয়ত্তা থাক্‌বে? আশ্রম যে শোকানলে এককালে দগ্ধ হয়ে যাবে? হায়! হায়! রঘুনাথ! আপ্‌নি কি সর্ব্বনাই কোরেচেন।

রাম—ভগবন্‌! আপনি ক্ষমা করুন। আর মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা কোত্তে বোল্‌বেন, আর্‌ আমি যে এই দুষ্কর্ম্ম কোরেচি, প্রার্থনা করি, সত্বরেই আমার জানকীর্‌ বিরাহানলে জীবনান্ত হোক, আর ক্ষণকাল যেন জীবিত থাক্‌তে না হয়।

অষ্টা—ঠাকুর! এখন আর এ পরিবেদনা কোরে কি কর্‌বেন, এক্ষণে আমাকে বিদায় দিন, আমি তোমার

আনন্দময় অযোধ্যায় এসে রোদন-মুখে গমন করি।

রাম—মহাশয়! যজ্ঞ সমাপনান্তে ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গকে জননীদের সমভিব্যাহারে লয়ে অযোধ্যায় পাদার্পণ কোত্তে বোল্‌বেন।

অষ্টা—অনুজ্ঞার অন্যথা হবেনা। তবে আমি চল্লেম এখন।

[অষ্টাবক্রের প্রস্থান।]

[লক্ষ্মণের প্রবেশ।]

লক্ষ্মণ—(সরোদনে) আর্য্য! আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন কোরে, দেবীকে বনবাস দিয়ে অযোধ্যাধাম শূন্য-ময় ও অন্ধকার কোরে এলেম। প্রজাগণের হাহা-কারে আর ক্ষণকাল জীবন ধারণ কোত্তে ইচ্ছে কচ্চেনা; আপনি অনুমতি করুন, আমি আপনার আর দেবীর শ্রীচরণ চিন্তা কোত্তে কোত্তে জীবনান্ত করি।

রাম—ভাই লক্ষ্মণ রে! তুমি আমার দেহের জীবন জান-কীকে কোথায় বনবাস দিয়ে এলে। (বলিয়া মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ—(স্বগত) হায়! হায়! আমি কি কেবল এই সব দেখ্‌বার জন্যেই জন্মেছিলেম। (প্রকাশ্যে)

রঘুনাথ! গাত্রুত্থান করুন, আর্য্য! আপনি এখন এরূপ হয়ে পোড়্‌লে আমরা কেহই তো জীবিত থাক্‌বো না। ভগবন্! ধৈর্য্যধরুন, লোকাপবাদ দূরীকরণের জন্য দেবীকে পরিত্যাগ কোল্লেন, আর দুঃখ কোচ্চেন কেন?

রাম—ভাই! আমার দেহের জীবন অমূল্য রত্নকে কোথা রেখে এলে। আমি চাদ্দিক যেন অন্ধকার দেখ্‌চি, কেবল লোকরঞ্জনের জন্য আমি সীতাকে বনবাস দিয়েচি বৈতনয়? আহা! জানকীর বিরহে কেমন কোরে প্রাণধারণ কোর্‌বো? (লক্ষ্মণের গলায় হস্ত দিয়া) ভাইরে! যন্ত্রণা আর যে সহ্য হোচ্চেনা, তুমি আমার স্বর্ণলতা সীতাকে বনবাসে কোথায় বনলতার সঙ্গে রেখে এলে। আহা! প্রিয়সি যে আমার মনমালিন্যের বিদ্যুৎলতার তুল্য। আমি যখন যে কোন বিষয়ে দুঃখিত কি ক্ষেদিত হতেম, প্রিয়সিকে মনে কোল্লে আর যে আমার কোন দুঃখ থাক্‌তোনা? হায়! হায়! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও হৃদয়ে করাঘাত)

লক্ষ্মণ—ভগবন্! অনর্থক আর ক্ষেদ কোচ্চেন কেন? অদেষ্টের লিখন কেহই খণ্ডন কোত্তে পারেনা? দেবীর ভাগ্যে বিধাতা যাহা লিখেছিলেন তাহ

হোলো। এক্ষণে আপনি ধৈর্য্য ধরুন, নতুবা যে লোকাপবাদে জানকীকে পরিত্যাগ কোল্লেন সেই অপবাদেই কলঙ্কিত হবেন। আপনি এ অধমাপেক্ষা সর্ব্ব গুণে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এবিষয়ে অদ্য অপরাধ গ্রহণ কোর্‌বেন না? ভগবন্ শোকাকুল হলে রাজ-কার্য্য কোনক্রমেই পর্য্যবসান কোত্তে পার্‌বেন না? রাজা হয়ে প্রজারঞ্জন না কোল্লে সহজেই তাহার ধর্ম্মধ্বংশ হয়। আপনি সকলিত জানেন? এই প্রজারঞ্জনের জন্যই তো জানকীকে পরিত্যাগ কোল্লেন। এক্ষণে আপনার বিলাপ করা কোন-ক্রমেই আর বিধেয় নহে।

রাম—বৎস! তোমার উপদেশ-সূচক প্রবোধ বাক্যে আমার শোক সাম্য হলো। আমি যাহার জন্য প্রাণসমা জানকীকে পরিত্যাগ কল্লেম, সামান্য শোকের জন্য পুনর্ব্বার সেই দোষের বশবর্ত্তী হচ্চি? লোকালয়ে ইহাপেক্ষা আর ঘৃণাস্কর কি আছে? ছি! ছি! ছি! শোকের কি এমনিই স্বভাব? ভাই আমি নিশ্চিন্ত প্রতিজ্ঞা কল্লেম, আর শোকের অধীন হবনা, ভ্রমেও জানকীকে স্মরণ পথে আন্‌বোনা, যাবজ্জীবন প্রজারঞ্জন-ব্রতেই ব্রতী হয়ে থাক্‌বো? কি সামান্য জানকীর আমি মমতা কচ্চি,

এ বিষয়ে আপন প্রাণ পর্য্যন্ত পন কোল্লেন। ভাই! তুমি অমাত্যদিগকে বল, আমি কল্যাবধি রাজ-কার্য্য পর্য্যবশান কোর্‌বো। (ক্ষণেক পরে) হায়! হায়! রাজ্যভার কি দুঃখাবহ, নির্ব্বোধ লোকেই রাজ্যাধিকারী হতে ইচ্ছে করে। প্রজা-রঞ্জন ব্রতে ব্রতী হয়ে এজন্মের জন্য সকল বিষয়ে বঞ্চিত হলেম। বিনাপকারণে প্রিয়সিকে বনবাস দিলেম, একি অল্প দুঃখাকর, এ বিষয়ে অশ্রুপাত করিলে রাজনীতি ধর্ম্মানুসারে অধর্ম্মের ভাগি হব। আমাকে ধিক! আমি এমন রাজ্যভারও গ্রহণ কোরেছিলেম, যাহাতে আমাকে এক্‌কালে মমতা শূন্য হতে হোলো। জানকীকে বনবাস দিলেম, এর পর লোকালয়ে আমার হত্যাকারী বোলে ঘোষণা উঠ্‌বে? আর হত্যাকারিরই বা বাকি কি? পিতাত আমার জন্যই প্রাণ পরিত্যাগ কোরেচেন, সীতাওত আর জীবিতা থাক্‌বে না? জননীরাও দুঃখানলে প্রাণ পরিত্যাগ কোর্‌বেন। আমি এমন মহাপাতকিও জন্মেছিলেম, এ সকল পাপের ভাগী আমাকেই হতে হবে? হা! মৈথিলি! আমি এমন সর্ব্বনাশও কোরেচি, আমাকে ধিক!

লক্ষ্মণ—ঠাকুর! এ কি কোচ্চেন, আপনি তবে দেবীকে বনবাস দিলেন কেন? প্রজাগণ এসব শ্রবণ কোল্লে আপনার আর দুর্ণামের পরিসীমা থাক্‌বে না?

গীত।

রাগিণী ভৈরবী তাল কাওয়ালী।

ওহে কমললোচন।
কি কারণে হইতেছ বিষাদে মগন॥
নহে উচিত এখন॥
শুনিলে এ প্রজাগণে, বল কি করিবে মনে,
জানকীরে অকারণে, কেন দিলে বন।
তবে কেন দিলে বন॥
অন্তরে ধৈরজ ধর, এ সন্তাপ পরিহর,
প্রজার পালন কর, রাজার লক্ষণ।
প্রজা করিবে পালন॥

রাম—ভাই! আমি নিশ্চিত বোল্লেম। কল্য রাজ-সিংহাসনে উপবেসন কোর্‌বো। এক্ষণে চল্লেম।

[শ্রীরামের প্রস্থান।]

[অপর দিকে লক্ষ্মণের প্রস্থান।]

অঙ্ক সমাপ্তঃ।

[অযোধ্যার রাজপথ।]

ষষ্ঠ অঙ্ক।

[নকুড় শর্ম্মার প্রবেশ।]

গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াখেম্‌টা।

অযোধ্যাতে কে মম সমান, হলো অতুল সম্মান।
আমার কথায় সীতায় বনে দিলেন ভগবান্‌॥
নির্ব্বোধেরা অধোমুখে, ভাস্‌চে গো জানকীর দুঃখে,
সদা আছে মন সুখে, যারা বুদ্ধিমান॥

নকুড়—(স্বগত) আমি এ যে কাজ কোরেছি, এমন আর কেউ পারেনি। রাজাধিরাজ মহারাজ রামচন্দ্র তাঁর বনিতার নামে যে একটা কথা তুলে তাঁকে বনবাস দেওয়া, এমন কার বাপের মাথার উপর দুটো মাথা আছে বল? জানকীকে বনবাস না দিলে কত ঘরে যে কত কাণ্ড হোতো, তা আর বোল্‌তে পারিনে। মাগী গুলো যা মনে হোতো

তাই কোত্ত। এক রামচন্দ্রকে সাক্ষী দেখালে আর কেউ কিছু বোল্‌তে পাত্তনা? এ আমি যে কাজ কোরেছি, যাদের জ্ঞান আছে তারা বোল্‌বে সর্ব্ববাদী সম্মত। আর যাদের হ্রস্ব দীর্ঘ বোধ নাই তারাই আমাকে দুষ্‌চে বৈত নয়?

[রাঘব ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।]

রাঘব—নোকুড়ে! পাঁচ ব্যাটাতে পোড়ে কি সর্ব্বনাশ কল্লি বল্‌ দেখি? আহা! অযোধ্যার দিকে আর কি কেউ চাইতে পাচ্চে? জানকী অভাবে এমন উৎসবময় রাজ্য যেন হাহাকারময় হোয়েছে। কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রা প্রভৃতি রাজ-পরিবারেরা বিনাশনে ধরাসনে পোড়ে আছেন। দুগ্ধবতীগাভি সকল বৎস ত্যক্তা হয়ে হম্বা হম্বা রবে ক্রন্দন কোচ্চে ও শুকসারী প্রভৃতি পক্ষী সকল বৃক্ষোপরে নিরব হয়ে আছে? আহা! সীতার জন্যে কেনা অসুখী বল দেখি? জানকীকে বনবাস দিতে তোদের কি একটু মমতা হলোনা। ছি ছি ছি। তোদের জীবন্‌কে ধিক।

নকুড়—বটে! বড় মন্দ কর্ম্ম করা গেছে? তুমি বিদ্যাশগ্নি ভট্চাজ্জী কিনা, তাই এমন কথা বোল্চো? পেটে কিছু থাক্লে আর তোমার মুখ দিয়ে ও কথা বেরোতো না। সীতাকে বনবাস না দিলে কি লোকের জাত্ থাক্তো? কত ঘরে সীতার দেখা দেখি কত কাণ্ড হতো? তখন কি তাদের আট্কে রাখ্তে পারা যেতো? আমি যে কি কাজ কোরেছি তা আমিই জানি। রঘুনাথের ভাব্না কি বল দেখি? তিনি মনে কোল্লে অমন সীতার চেয়ে রূপবতী কত শত শত বিবাহ কোত্তে পারেন্। এ আরতো তোমার আমার শ্রোত্রী বামনের ঘর নয়? যে একটা কানা খোঁড়া মেয়ে বিয়ে কোত্তে হলেও সাত্শো টাকা আগে পুঁজি কোল্লে তবে হাতে সুতো বাঁধা হবে, তা না হলে আর চার হাতে দুহাত হবেনা?

রাঘব—নকুড়! ও সকল কথা এখন রেখে দাও ভাই? সীতার চেয়ে এই চতুর্দ্দশ-ভুবনে আর কে আছে বল দেখি?

নকুড়—তোমার এক রকমেরই কথা? অমন নাল্ গড়ান কথার মাথায় আমি ঝাঁটার বাড়ী মারি। তাবড় তাবড় সুন্দরী মেয়ে রয়েছে। আমি যদি কোন

রাজার ছেলে কি নিজে একটা রাজা হতেম, তা হলে এখনি দুলাখ্ দশলাখ্ সুন্দরী মেয়ে মানুষ জমিয়ে ঘর ছেয়ে ফেল্‌তেম। তবে যা আমার ঘরে আছে তা তুমি কখন তোমার বাপের বয়সে চোকে দেখনি। লোকে এক কোকিলের সুখ্যাতি করে; তা তার কেবল সুরটী ভেড়ার মতন, কিন্তু রঙ্গে ঠিক্ তেম্‌নি; আর নাকটী কি পরিস্কার, একরত্তি উচু নাই। দোষের মধ্যে কেবল পা দুটী একটু ফুলো, আর গলাটী একটু ভরাট। আহা! ঘরে যখন ঘোমটা দিয়ে বোসে থাকে কলাতলারও তেমন শোভা হয়না, যেন আমার মা লক্ষ্মী ঘর আলো কোরে বোসে আছেন।

রাঘব—(কর্ণে হস্ত আচ্ছাদন করিয়া) দূর ব্যাটা অর্বাচিন্! তোর বাক্যও যেমন কার্য্যও তেমন্।

নকুড়—আমার মা লক্ষ্মীর সুখ্যাতি শুনে বুঝি বুক চড় চড় কোরে উঠ্‌লো, তাই কানে হাত দিলে। বিবেচনা শূন্য নিরেট রামদাস আর কি? আমার স্ত্রীর মতন বিশ্বসংসারে অমন রতন আর দেখাতে পার?

রাঘব—না-হে তোমার স্ত্রীতো যথেষ্ট রূপবতী তা সকলেই জানে, তবে স্ত্রীকে অকথ্য কথা গুলো বোল্‌লে জ্ঞানি লোকেরা সেটা শুন্‌তে ইচ্ছা করেন না।

নকুড়—কি জ্ঞানি আমার ? আমিত তোমার জ্ঞানের গন্ধ মাত্র পাচ্চিনে। ফলে তোমার যদি যথার্থ সে জ্ঞান থাক্‌তো, তা হলে অম্‌নি আমার কথাতে এক পাশে কাত্‌ হয়ে পড়ে সায় দিয়ে যেতে ; অল্প জ্ঞান থাক্‌লেও চুপ্‌কোরে থাক্‌তে। ঠাকুর ! আমি আর তো তোমার ব্রাহ্মণিকে মা লক্ষ্মী বলিনে ? যে তোমার বুক চড়্‌চড়্‌ কোর্‌বে ? আপনার স্ত্রীকে আপনি বলেছি, এতে কেও আর তো শালে কি শূলে দিতে পার্‌বেনা ? আর আমি আপনার ছাগল যদি ন্যাজের দিকে কাটি, তাতে কে আমাকে কি বোল্‌তে পারে ? আমি আমার স্ত্রীকে যে মধুময় কথাটী বলেচি, এ শুন্‌তে যদি তোমার কানে খোঁচা লেগে থাকে, এখান্‌থেকে চোলে যাও ? আমি আর তো তোমার কানে ধোরে বোল্‌তে যাচ্চিনে। দুহাজারবার বোল্‌বো, আমার স্ত্রী, আমার তাই তাই তাই। তোমার মুখে ছাই ছাই ছাই॥ সে আমার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা তুমি তার ভাই ভাই ভাই। তুমি হিঁচু সে বক্‌না গাই গাই গাই॥

রাঘব—নকুড় ! এ কথা গুলো শাস্ত্র দুষ্ট হে, তাই তোমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ কর্চ্চি।

নকুড়—এইতো শাস্ত্র সিদ্ধি। স্ত্রী যদি অলক্ষ্মী হয় সে সংসারের কোন ক্রমেই আর ভদ্রতা থাকে না। এ কথাটী তো মানো। আগে তোমার সঙ্গে যুক্তি বিচারই করা যাক্। আর শাস্ত্রও আমার পেটের ভিতরে গাদা গাদা আছে, তার ভরেই তো পেট্‌টা ফেঁপে রয়েচে, চকে কি দেখ্‌তে পাচ্চনা। এক্‌টা চোঁয়া ঢেঁকুর তুলে দেখাতে হোলো।

"সুলক্ষ্মী বনিতা যস্য তস্য স্বর্গং সুখং ভোগং।"

সংস্কারের অনুস্বরের ছটা দেখ্‌লে। শাস্ত্রে যখন স্ত্রীকে পুনঃ পুনঃ সুলক্ষ্মী বোলে বর্ণনা কোরেচেন, তখন মালক্ষ্মী বোল্‌তে দোষ কি? তোমাদের তো বুৎপত্তি শক্তি নাই, পূর্ব্বকার বাক্য গুলোকে এক্‌কালে লোপাপত্তি কোত্তে বসেচ, কেবল কতক গুলো বাঁদি বোল্‌ শিখে গোল্‌ কোরে মর বৈতনা?

গীত।

রাগিণী কালাংড়া। তাল একতালা।

বিদ্যা যত জানা গেছে তোমার এক্ষণে।
বোল্‌লে পরে উচিত কথা দুঃখ পাবে মনে॥

পড়িয়াছ সিদ্ধি রস্ত, পেটে নাই মোটে বস্তু,
কেবল মাত্র ছিদ্র মস্ত, প্রকাশ বচনে।
রমণি যে কি রতন, জাননা তার যতন,
পরমার্থ তত্ত্ব ধন, নহে সে তুলনে॥

রাঘব—নকুড়! আমি তোমার সঙ্গে অনর্থক কথা কইতে ইচ্ছা করিনে।

নকূড়—আমিই কি মিথ্যা কথায় সময় নষ্ট করি নাকি? আমার এক লহমা কালের দাম লাখ কাটা। লাখ টাকা লাক টাকা ছুকুড়ি দশ টাকা নয়?· সে তুমি কখন চক্ষেও দেখনি।

রাঘব—ওহে আমার কাজের দুটো কথা শুন, আজ আবার সংক্রান্তি আমার বিস্তর কর্ম্ম আছে।

নকুড়—আমার ও শিরে সংক্রান্তি, ফিরে দেখ্‌বার এক ক্রান্তিও সময় নাই। ব্রাহ্মণী কাল কোথা গেছ্‌লেন, তা তেমন তিনি মধ্যে মধ্যে গিয়ে থাকেন, আমি আর ততটা ধরিনে, ফলত তাতে লাভ বই অলাভ নাই। কাল ঘরে এসে মুখ্‌টী পাঁচরেকী তলোহাঁড়ি কোরে বোস্‌লেন, দেখে আমিও অমনি বিষ পঁচিশ হাত বোসে গেলুম। সে সময়-টায় আমার এমনি বোধ হোলো যেন যথা সর্ব্বস্ব

নীলামে বিক্রী হয়ে যাচ্চে, কি আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হোচ্চে, চাদ্দিক অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, সৃষ্টি সংসার যেন নাই বোল্লেই হোলো। কতক্ষণ তো অমনি বাক্‌রোধ হয়ে রইলেম, তারপর এমনি একমনে সাধ্যসাধনা কোত্তে লাগ্‌লেম, তেমন কোরে ভাগবান্‌কে ডাক্‌লেও তিনি আর নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন না। শেষে কতক্ষণের পর আমার ইহকাল-পরকালের মাথা ভাংতে, বোল্‌লেন, আমাকে উর্ম্মিলার মত চিক্‌ গড়িয়ে দাও, তা না হলে আমি গলায় দড়ী দিয়ে মোর্‌বো। তেমন তেমন লোক হলে অমনি একগাছী দড়ী কিনে এনে দেয়, আমি আর সেটা পাল্লেম না। আমার পক্ষে সে ব্রহ্ম বাক্য আর রদ হবার যো নাই। পৈত্রিক পঞ্চাশ বীঘে জমী বেচে তাঁর চিক গোড়তে দিয়েছি। আজ স্বর্ণকারের দেবার কথা আছে; এর্‌চেয়ে আর শিরে সংক্রান্তি কি আছে বল? আমি চল্লেম এখন। (গমনোদ্যত)

রাঘব—ওহে এক্‌টু অপেক্ষা কর, আমার আর এক্‌টী কথা কথা আছে।

নকুড়—কি বল

রাঘব- -বলি কি।

নকুড়- -ও "বলি কি" রেখেদাও, এখন কি বোল্‌বে শিগ্‌গির বল, আমিতো এই বোলেচি আমার এক লহমা সময়ের দাম লাখ টাকা, যত সময় নষ্ট কোর্‌বে, তোমাকে তার টাকা ধোরে দিতে হবে।

রাঘব—ভাই! জানকীকে কি তোমার বনে দিতে মমতা হোলোনা?

নকুড়—সে কথা আমারে কেন জিজ্ঞাসা কোর্চ্চ? তা তোমার রাম বাবাকে গিয়ে বল, আমি আর তো রাম নই, রামের বাবা বটে।

রাঘব—রামচন্দ্র সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি, সমস্ত লোকের জনক, তাঁকে কি এমত কথা বলা উচিত হয়?

নকুড়—কি মন্দ বলেচি? বাবাকে ব্যাটা বলেচি, এতে আর দোষ কি হো'লো বল? তোমরা যেমন শ্যালাকে ব্যাটা বল আমি তেমন নই। তবে আমার ব্রাহ্মণীকে আমাকে বাবা বলে ডাক্‌তে

বলি, তা সে এখন ঢিট হয়নি বোলে অমনি ঝাঁ্যাটা ধরে বসে। ফলে বিবেচনা কোরে দেখ, আজ কাল দম্পতীর কলহে অনেকেই স্ত্রীকে বেটী বোলে ফেলে। বেটী বলা এখন একরকম চোলে গ্যাচে। "ব্যবহারোপি বলবান্ ভবেৎ" এ শাস্ত্র বোধ কি আছে?

রাঘব—নকুড়! ও সব কথা এখন থাক ভাই? বলি কি এখন তোমরা সকলে এক ঐক্য হয়ে অযোধ্যার মঙ্গল দায়িনী জানকী-দেবীকে বনবাস হতে শ্রীরাম-চন্দ্রকে গৃহে আন্‌তে বল, তাহাহলে তিনি অবশ্যই তাঁকে গ্রহন কর্‌বেন। আর তুমি বেশ যেন, কেবল তোমাদের কথাতে তিনি সীতাকে বনবাস দিয়েচেন বৈত না? ভাই! রামচন্দ্র তো সামান্য মানব নন, তিনি পূর্ণব্রহ্ম, আর সীতাও প্রকৃতি প্রধানা পরমা লক্ষ্মী। শাস্ত্রে আছে?

"ভবভয় হরমেকং ভানু কোটি প্রকাশং।
কর ধৃত শর চাপং কাল মেঘ স্বরূপং॥
কনক রুচির বস্ত্র রত্নবৎ কুণ্ডলাঢ্যং।
কমল বিষদনেত্র সানুজং রামচন্দ্র॥"

আর দেখ।

"রাম রাম প্রভো রাম শ্রীরাম কমলাপতে।
পরিত্রাহি কৃপানাথ ত্বমেব শরণং গতি॥"

ভাই আর দেখ।

"নমো রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়া পতয়ে নমঃ॥"

নকুড়! এমত বিস্তার আছে ভাই।

নকুড়—বিস্তার থাক্‌বেনা কেন? নকুড় শর্ম্মার কাছে আবার বিস্তরের উপর বিস্তর আছে। শুন্‌বে?

"নকুড় পূর্ণাবতারং নসন্দেহ কদাচন।
তস্য ভার্য্যা সাধ্যাসতি নকুড়েন বিরচিতং॥"

আর শুন্‌বে।

"নকুড়ং নক্রুরং সদা সদয় হৃদয়ং।
তেটে কেটে থুন্নাং বার কুড়ী দুসো বোলং॥"

তেটে কেটে থুন্নাং বাজাতে বাজাতে এমন বারকুড়ি দুশো বোলটা বোল্‌তে পারি।

রাঘব—ভাই! ও সব কথা এখন রাখ যাতে জানকীকে রামচন্দ্র পুনঃ গ্রহণ করেন তাতে একটু সত্বর হয়।

নকুড়—আর তো মুখ দিয়ে শ্লোক বেরুলনা? আমার যখন মুখ ছুটেচে এখন আর থামবেনা। তুমি সরস্বতিকে ঘাঁটিয়েচো। শুন

"যদ্দোষ করতি, তৎফল ভোগতি,
বিনাশয়তি কোয়ঃ।
জগত জানতি, জানকী হরতি,
নিকশায়চ পোয়ঃ॥
তৎফল জন্যং, সীতা অরণ্যং,
প্রবেশং গণ্যং ইতি।
নকুড় রচিতং, অমৃত খচিতং,
অকাট্য ভাষিতং নীতি॥

নকুড়—শুন্‌লে, এতো শাস্ত্র সিদ্ধ; তোমার কথায় আমার শাস্ত্রখানা বুঝি রদ কোর্‌বো? যা হয়েচে তা আর ফির্‌বেনা। হাকিম ফিরে তো হুকুম ফিরেনা; একথাতো জান।

"যদিচ শশধরার্ক ভূক্মিমধ্যে বসতি।
যদিচ পতি বিয়োগে সতি সাধ্যা হসতি॥
যদিচ মৃগেন্দ্র পিছে শিবারোষে ধায়তি।
যদিচ মধুর স্বরে শাখামৃগ গায়তি॥
যদিচ এরণ্ড বৃক্ষে চ্যুত ফল ফলতি।
তথাচ নকুড় ভাষ্যং কভু নাহি টলতি॥"

শুন্‌লে, শর্ম্মা এখন চল্লেন।

গৃহে ভার্য্যা চিক জন্য অনুক্ষণ জ্বলতি।
স্বর্ণকার অগারেচ নকুড় শর্ম্মা চলতি॥

[নকুড়ের প্রস্থান।]

(ঐ)

রাঘব—হায়! হায়! বেটারা কি সর্ব্বনাই কোরেচে! দুরাচারদিগের মনোমধ্যে কি বিন্দুমাত্র মমতা নাই? ধর্ম্ম কি উহাদিগের সম্মুখে ভ্রমেও সমাগত হন্‌না? মা জানকীর আশু উদ্ধারের অপর আর কোন উপায় দেখ্‌তে পাচ্চিনে। এক্ষণে একবার রঘুনাথের সমীপে গমন করি।

[রাঘব ভট্টাচার্য্যের প্রস্থান।]

অঙ্ক সমাপ্তঃ।

[বাল্মীকি আশ্রম।]

সপ্তম অঙ্ক।

[সীতা আসিনা।]

[কলহংসী ও বিলাসবতীর প্রবেশ।]

কল—জানকি! দিবা রাত্তির রোদন কোল্লে কি হবে বাছা? দেখ দেখি সোণার অঙ্গ দিন দিন কি হয়ে যাচ্চে।

সীতা—ওগো! আমার জীবন অত্যন্ত কঠিন, তাই হৃদয়-নাথের অদর্শনেও এখন দেহে রয়েচে। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, সত্বরেই আমার প্রাণান্ত হোক।

কল—ছি বাছা! মৃত্যু ইচ্ছা কি কোত্তে আছে? ও কথা আর মুখে এনোনা; তুমি আমাদের আশ্রমে, থাকায় আমরা যে কি আহ্লাদে আছি তা আর বোল্‌তে পারিনে। আশ্রমের দিকে চাইলে অদ্বি-

তীয় পুণ্যক্ষেত্র বোলে বোধ হয়। আহা! নব কুশ তোমার দুটি ছোট ছেলে যখন তীর ধনুক লয়ে আশ্রম রক্ষা কোরে বেড়ায়, তখন তাদের বীরত্ব দেখে কেনা অনুভব করে যে এরা সসাগরা পৃথিবীর অধিপতী হবে? বাছা! যদিচ তুমি লোকাপবাদে বনবাসিনী হয়েচ, কিন্তু তোমার এ দুঃখ থাক্‌বেনা, তুমি অল্প কালের মধ্যেই রাজচক্রবর্ত্তীর জননী হবে।

বি—আর রঘুনাথেরই কি চিরদিন মন এমনি থাক্‌বে? মনোমধ্যে মমতা উদয় হলেই আপনাকে অযোধ্যাতে লয়ে যাবেন। দুষ্ট লোকদিগের বাক্যে আর লোকরঞ্জনার্থে তিনি একাজ কোরেচেন বৈতনা? জানকি! অযোধ্যা আর কতকাল শূন্য থাক্‌বে মা, অযোধ্যা-বাসীরে যে কি মনস্তাপে আছে একি আপনি মনে মনে জান্‌তে পাচ্চেন না?

কল—জানকি! তোমার কুশি-নব আস্‌চে, এখন আর রোদন কোরোনা; ওদের আদর অপেক্ষা কর মা, আমরা আসি এখন।

[কলহংসি ও বিলাসবতীর প্রস্থান।]

[লব কুশের প্রবেশ।]

কুশ—জননি! আমাদের পিতার নাম কি, এটী আজ আপনাকে বলে দিতেই হবে? সে দিন তুমি মিথ্যা কথা বলেচ মা; আপনি বলেছিলেন আমরা রাজার ছেলে, মুনি-কুমারদের সে কথা বোল্‌তে, তারা সকলেই হেঁসে উঠ্‌লো, আর কত কথা যে বোল্‌লে তা আর আপনার সাক্ষাতে বোল্‌তে পারিনা। মা! আমরা রাজার ছেলে হলে তপোবনে থাক্‌বো কেন? এতেই তো আপনার বিশেষ মিথ্যা কথা হোর্চ্চে; আমরা কার ছেলে তা আপনি সত্য করে বলুন্‌।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

বেদনা জননি মনে সহেনা।
রাজার ছেলে বোল্‌লে পরে মুনি-সুতে শুনেনা॥
ব্যঙ্গ কোরে কত বলে, দুঃখানলে মন জ্বলে,
ভাসি মা নয়নের জলে, তাহে তনু দহে না।
এ দুঃখ কি সহে প্রাণে, পুত্র পিতায় নাহি জানে,
যদি মা চাহ সন্তানে, বল প্রাণ আর রহে না॥

সীতা—বাছা! আমি তোমাদের মিথ্যা কথা বলিনাই। তোমরা রাজকুমার।

কুশ—না মা! তা তারা শুন্‌বেনা, তুমি আর একটী যা হয় আমাদের বোলে দাও, আমরা তাদের কথা আর কোনক্রমে সহ্য কোত্তে পারিনে। তারা সকলে এক ঐক্য, আমরা কেবল দুটী ভাই একপক্ষ, তা মা মনে কোল্লে তাদের সকলকে ক্ষণকালের মধ্যে নিকেশ কোত্তে পারি; কেবল তাদের কি বোল্‌চি, মহামুনি বাল্মীকির আশীর্ব্বাদে আমরা যদি দুই ভেয়ে ধনুর্ব্বাণ নিয়ে বেরুই, তাহাহলে অনায়াসেই পৃথিবীর যাবতীয় রাজাগণকে পরাজয় কোরে একাধিপত্য-লাভ কোত্তে পারি, তা মা তুমি ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাদ কোত্তে নিষেধ কোরেচ বোলে আমরা তাঁদের কত ভক্তি করি, তথাপি তারা কত কি বলে; আমাদের কোন কথা শোনেনা।

সীতা—বাবা! যে যা বলুক, তোমরা সব সহ্য কোরে থেকো, ধৈর্য্য গুণের চেয়ে আর গুণ নাই, কারো সঙ্গে বিবাদ কলহ কোরোনা।

কুশ—মা! আমরা তো কারো সঙ্গে বিবাদ কলহ কোত্তে ইচ্ছা করিনে। দুই ভেয়ে প্রতি দিন যত উত্তম উত্তম ফল আহরণ কোরে আনি, তেমন আর কে পারে বলুন? আপনি তো কিছুই আহার করেন্

না, উপবাস করেই কাল-হরণ করেন; তা মা সেই সব ফল বেচে বেচে মুনি-কুমারদের ভাল ভাল দিয়ে অবশীষ্ট আমরা দুই সহোদরে ভক্ষণ করি; তবু মা তাঁরা আমাদের সঙ্গে বিবাদ করেন।

সীতা—দেখ বাবা? তোমরা কোন মতে মুনি-কুমারদের সঙ্গে বিবাদ কোরোনা। আর যে দিন যে ফল আহরণ কোরে আন্‌বে, অগ্রে মুনি-কুমারদের প্রদান কোরে তার পর অবশীষ্ট তোমরা ভক্ষণ কোরো! বাবা কুশি-লব! ইহাই তোমাদের ধর্ম্ম।

কুশ—তা মা আর আমাদের প্রতিদিন বলে দিতে হবেনা? এখন আমাদের পিতার নাম কি, আপনি তাহা বোলে দিন।

সীতা—বাছা! আমি যাহা বলেছি, তাহাই সত্য, আর তোমরা পুনঃ পুনঃ ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরোনা।

কুশ—জননি! আমরা কি তবে পিতার নাম শুন্‌তে পাবনা।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াক্ষেম্‌টা।

বিফল জনম তবে হয়েছে মা এ ভুবনে।
পুত্র হয়ে জনকেরে জানলেম না কি দুঃখ মনে॥

কি বেদন মরমেতে, সুধায় তনু সরমেতে,
জীবন ধরি কেমনেতে, ওগো এ দুঃখ মা হলে মনে।
মুনি-সুতে কত বলে, ভাসি মা নয়নের জলে,
ইচ্ছা করে জীবন জলে, ওগো ত্যজি কি কাজ জীবনে॥

সীতা—বাছা! জননীকে পিতার নাম জিজ্ঞাসা কোল্লে সে কি বোল্‌তে পারে? আমার জীবনান্তে মহা-মুনি বাল্মীকির নিকটে সকল বিষয়ই জান্‌তে পার্‌বে।

নব—জননি! তবে আর আমরা পিতার নাম শ্রবণ কোত্তে ইচ্ছা করিনে। আমরা মনে মনে জেনেছি, আমাদের পিতা অত্যন্ত নির্দ্দয়, তাঁর অন্তকরণে কিছুমাত্র মমতা নাই।

সীতা—না বাবা? তোমাদের পিতা তিনি মায়াময়, তিনি লোকালয়ে দয়াময় নামে পরিচিত হয়েচেন।

নব—না মা? তাহলে আপনি বনবাসিনী হবেন কেন? আমাদের পিতার যদি মমতাই থাক্‌বে? আমরাই বা কেন এ আশ্রম-পাদে কালাতিপাত কোর্‌বো? আমরা বিশেষ বোল্‌তে পারি, তাঁর অন্তকরণ একেকালে মমতা-শূন্য।

সীতা—বাবা! ও কথা তোমরা আর বোলোনা, তাঁর নিন্দাবাদ শ্রবণ কোল্লে আমার মর্ম্মান্তিক পরিবেদনা

হয়; আর তোমাদেরও এ কথায় পাপের সঞ্চারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তিনি কেবল লোকাপবাদের জন্য বিনাপরাধে আমাকে বনবাস দিয়েছেন; পূর্ব্ব-জন্মের দুষ্কর্ম্ম ভিন্ন আমার এ দুঃখের অপর আর কোন হেতু নাই। আর তোমারাও জন্মান্তরের পাপের জন্য এরূপ কষ্ট ভোগ কোচ্চ?

নব—জননি! আমাদের তো অপর কোন কষ্ট ভোগ মনে হয়না। আমাদের পিতা কেমন এবং তিনি কে তাতো আমরা বিদিত নহি; আর সুখ-ভোগের পর আমরা যে কষ্ট ভোগ কচ্চি তাহাও তো নয় যে আমাদের মনঃদুঃখ হবে? তবে এই এক আমাদের মর্ম্ম-বেদনা যে আপনি শোকসন্তপ্তা-সভাবে সর্ব্বদাই কালাতিপাত করিয়া থাকেন।

সীতা—বাবা! আমি কেবল তোমাদের কষ্টের জন্যই পরিবেদনা কোরে থাকি, নতুবা তোমাদের চাঁদ মুখ দেখ্‌লে আমার আর কোন দুঃখ থাকেনা।

নব—আপনি আমাদের জন্য আর কোন দুঃখ কোর্‌বেন না? আমরা আপনার মন দুঃখ ভিন্ন অপর কোন বিষয়ে আর দুঃখিত নহি। জননি! মহর্ষি বাল্মীকি তপস্যা কোত্তে গিয়েচেন, আমরা তাঁর আজ্ঞামতে

তপোবন রক্ষা কোর্‌বো। অনুমতি করুন এক্ষণে আমরা আসি।

সীতা—বাবা! বনদেবী তোমাদের সর্ব্বতোমতে কুশলে রাখুন্। সর্ব্বদা সাবধানে থেকো বাবা।

নব—যে আজ্ঞা, তবে আমরা এক্ষণে চল্লেম।

[নব কুশের প্রস্থান।]

সীতা—হায়! হায়! নব কুশের মুখের দিকে চাইলে আমার যে কি পরিবেদনা হয় তা আমিই জানি। ভগবান বশিষ্ঠদেব সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ কোত্তেন, যে রঘুবংশোজ্জ্বলক পুত্র-প্রসবকর। তাঁর আশীর্ব্বাদ তো অন্যথা হয়নি? অভাগিনীর দুরাদেষ্টক্রমে সিংহ-সাবকেরা আশ্রম-পাদে কুরঙ্গ-শিশুর ন্যায় কলাতিপাত কোচ্চে।

(নেপথ্য হইতে)

জানকি! বাসন্তিকা এসেচেন, তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করুন।

[সীতার প্রস্থান।]

অঙ্ক সমাপ্তঃ।

[তপোবনের পাঠশালা।]

অষ্টম অঙ্ক।

[গুরুমহাশয়ের প্রবেশ।]

গুরু—(চারিদিক দেখিয়া) কি আপদ! কোন ব্যাটারই যে দেখা নাই; এ হতছন্ন বংসে ব্যাটা যুটে যে পাঠশালাটার এক্‌কালে মাথা খেলে। এ ব্যাটা হতেই দেখ্‌চি আমার ভাত-ভিক্ষেটা এক্‌কালে নিকেশ হবে; লোকে কথায় বলে, "শূন্য গোয়াল ভাল তবু দুষ্ট গরু ভাল নয়" যা হোক এ বৎসে ব্যাটাকে না তাড়ালে আর ভদ্রস্থ দেখ্‌চিনে। ব্যাটার গুণের মধ্যে কেবল তামাক আমাকে কিন্তে হয়না।

(প্যালারাম ও খ্যালারাম পড়োদ্বয়ের গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেমটা।

লিখ্‌বে আর বল কোন শালা।
আমি এযে দেখ্‌চি ঘোর জ্বালা॥
করের আঁকড়ী দেখে ভাই, চখের জলে ভেসে যাই,
ইচ্ছে হয় পাত্‌তাড়ি ফেলে মারি উড়ো ঘাই।
ওগো বাঘের ব্যাটা, গুরুমশায়টা,
যমালয় এর পাঠ শালা॥

গুরু—হ্যাঁরে প্যালা! এতক্ষণ কি কচ্ছিলিরে ব্যাটা?

প্যা—গুরুমশায়! আমি কিছু করিনে, খ্যালা খ্যালা কচ্ছিল, আমি ওকে লিখ্‌তে আস্‌তে ডাক্‌ছিলেম।

গুরু—খ্যালা! ব্যাটা তোর কি খ্যালার নিকেশ নাই, আমিত তোকে চর্ব্বিশ ঘণ্টা খ্যালা কোত্তে দেখি।

খ্যা—গুরুমশায়! তুমি তবে সে স্বপ্ন দেখ।

গুরু—ব্যাটা! আমি স্বপ্ন দেখি। (বেত উত্তোলন করত প্রহার উদ্যত)

খ্যা—(অ্যাঁ অ্যাঁ করিয়া রোদন)

গুরু—আমর ব্যাটা! না মাত্তে মাত্তে যে কেঁদে পাঠ্-শালটা মাথায় কোরে তুল্‌লে। ব্যাটা যেমন কুকুর, আমার কাছেও তেমন মুগুর আছে।

খ্যা—(ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে) গুরুমশায়! তবে তুমি কুকুরমারা নাকি?

গুরু—ব্যাটা! আমি কুকুরমারা? (এক ঘা বেত্রাঘাত)

খ্যা—প্যালা! বড্‌ডো মাল্লে, সেই গীতটে গানা ভাই?

গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াক্ষেমটা।

লিখ্‌বোনা আর তোমার পাঠ্‌শালে।
তুমি বেত্‌ মারগো বেতালে॥
পোঁদ জ্বলে ভারি, জ্বালা সইতে না পারি,
গুরুমশায় তোমার এগো বাপের ঝক্‌মারি।
তুমি ঠেক্‌বে যখন, শিখ্‌বে তখন,
বসালে তোমায় শালে॥

গুরু—ব্যাটারা গর্ত্তের শ্রাদ্ধে গেচিস্‌ যে? আজ তোদেরই এক দিন, কি আমারই এক দিন? এতক্ষণ কি কচ্ছিলি সত্তি কোরে বল?

প্যা—গুরুমশায়! আমি সত্য কোরে বোল্‌চি, খ্যালাকে লিখ্‌তে আস্‌তে ডাক্‌তে গেছ্‌লেম।

খ্যা—(প্যালার দিকে চাহিয়া) তবে সসা চুরি কোত্তে যাবার কথা কোন শালা বোল্‌ছেলো র‍্যা?

প্যা—না গুরুমহাশয়! আমি তা বলিনে।

খ্যা—(প্যালার দিকে চাহিয়া) ফের মিথ্যে কথা বোল্‌চিশ? (গুরুমশায়ের দিকে চাহিয়া) গুরুমশায়! প্যালা আবার বল্‌ছেল, "চল, আজ শেয়াকুলকাঁটা এনে গুরুমশায়ের মাদুরের নীচে রাখ্‌বো, তাহলে ভারি মজা হবে।"

প্যা—না গুরুমশায়! তা আমি বলিনে, ঐ বোল্‌ছেল।

খ্যা—"আমি বল্‌ছিলেম," ফের মিথ্যে কথা বোল্‌চিশ?

গুরু—খ্যালা! কাল লিখ্‌তে আসিস্‌নে কেন? সত্তি কোরে তুই বল দেখি।

খ্যা—গুরুমশায়! তুমি ধোম্‌কোনা? আমার ভারি ভয় পার্চ্চে। তুমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা কর, তাহলে আমি বেস বোল্‌তে পার্‌বো? গুরুমশায়! সত্তি কথার মার নাই, আর তুমি কিছু খেঁকি বাঁদর কি ভাল্লুক কি বাঘ নও।

গুরু—ব্যাটা! দেখ্‌বি?

খ্যা—গুরুমশায়! ভয় পায়, তুমি অমন কোরে ধম্‌কার্চ্চ কেন? শেষ কি সে দিনের মতন কাপড়ে বাহ্যে কোরে ফেল্‌বো? তখন যে তোমাকে মোক্ত কোত্তে হবে?

গুরু—ব্যাটা! আমাকে মোক্ত কোত্তে হবে?

খ্যা—তুমি ধোম্‌কাচ্চ, তুমি না মুক্ত কোল্লে, এখানে এসে আর কে মুক্ত কোর্‌বে? তুমি আস্তে আস্তে কথা কওনা, তাহলে আর তো কিছু কোত্তে হবেনা।

গুরু—খ্যালারাম! কেন কাল লিখ্‌তে এসনি বলতো বাপ।

খ্যা—(ন্যাকা ন্যাকা করে) গুরুমচায়! কে অ্যাক্‌তা হাঁসা, তার গায়ে অ্যাক্‌তা কি কালো, কিবল দেখি, গুরুমচায়?

গুরু—হ্যাঁরে, সাহেব।

খ্যা—হ্যাঁ! গুরুমচায়, তার মাথায় আবার অ্যাক্‌তা কি ধুচুনির মতন। কিবল দেখি গুরুমচায়?

গুরু—সাহেবের টুপি রে!

খ্যা—হ্যাঁ! গুরুমচায়, তার হাতে অ্যাক্‌তা কি লম্বা। কিবল দেখি গুরুমচায়?

গুরু—বন্দুক রে।

খ্যা—হ্যাঁ গুরুমচায়! আমাদের বাড়ীর পাশে এসে, অ্যাক্‌তা কাগকে দেখে যেমন সেই বন্দুক তুলেচে, অম্‌নি গুড়ুম কোরে এক্‌টা যেমন শব্দ হয়েচে, অম্‌নি কাগটা মোরে আমাদের বাড়ীতে পোড়ে গেলো। মা অম্‌নি বোল্‌লে, পাড়া-প্রতিবাসী

কাগতো মলো ওষুধ হলো, আজ আর তোর লিখ্‌তে গিয়ে কাজ্‌নি। তাই গুরুমচায় কাল লিখ্‌তে আসিনে। তোমার মাথা খাই গুরুমচায় আমার এ সব সত্তি কথা।

গুরু—ওরে! তোদের দেখ্‌চি আর কিছু হবেনা, আর কেন লিখ্‌তে আসিশ বাছা? তোরা কাস্‌তে গড়িয়ে ধান কাটা শিখ্‌গে।

খ্যা—তা গুরুমশায় তোমার যত বিদ্যে তা আমরা সব যেনেচি, তা নাহলে আর এত এলোকাড়া দিব কেন? আমাদের যথার্থ যা লেখাপড়া তাতো লেখাতে পাল্লেনা। কেবল কালীর আকর কেটে ধার করার্চ্চি বৈতনা, এরপর ছেলে পিলে হলে বড় মুস্কিল হবে, তাদের গালাগাল খেতে খেতে প্রাণ্‌টা যাবে?

গীত।

বাউলের সুর। তাল কেম্‌টা।

গুরুমশায় মূর্খ তুমি তোমার মুখে ছাই।
গুড়ুক গাঁজা চরস চণ্ডু এসব কোন বিদ্যা নাই॥
যদি মানুষ হতে চাও, তবে এসব আগে খাও,
লোকতা কর একবার চরস সেজে দাও।

তোমার পাঠশালের পাট তুলে রাখ,
এ পাট আমরা আগে চাই ॥
কেন কালির আঁকর আর, কেটে মিছে কোরবো ধার,
এয়ারকিতে কাল কাটাব বড় মজাদার।
আবার আউট হয়ে ভাংবো তালা,
রোজকারের তায় সীমা নাই।
নাহয় একবার গো তখন, কোরবো শ্রীঘরে গমন,
লাল কড়ীকাট গুণবো হবে শ্রীবৃদ্ধি কেমন।
আবার মিয়াদ গেলে, আসবো চোলে,
শশুর বাড়ীর সমান তাই ॥

গুরু—(স্বগত) আমি যেমন গুরুমশায়! আমার পড়োও সব তেমনি যুটেচে, (প্রকাশ্যে প্যালার প্রতি) প্যালা তুই ব্যাটা, কি কচ্ছিলি, সত্তি কোরে বল।

প্যা—গুরুমশায়! অ্যাকটা প্রজাপতি উড়ে উড়ে আমার গায়ে বোসেছিল, মা বোল্লে ওরে তোর বিয়ে হবে তাই আসিনে মশায়।

গুরু—প্যালারাম! বিয়ে ভাল কি লেখাপড়া ভাল ?

প্যা—গুরুমশায়! বিয়ের কাছে কিছুই ভাল নয়। এই বংশের বিয়ে হয়েচে, তাকে লিখতে ডাকতে গেলে সে কেমন বয়ের কাছে বসে থাকে, আমাদের দেখে মনটা কেমন কস্ কস্ কোরে।

গুরু—খ্যালা! বংশেকে ধরে আন্‌তো।

প্যা—গুরুমশায়! সে এখন আস্‌বেনা, সে তাদের বয়ের সঙ্গে অষ্টাকষ্টে খেল্‌চে।

গুরু—যা, তোরা দুজনে গিয়ে সে ব্যাটাকে ধোরে আন্‌গে।

খ্যা—গুরুমশায়! ঐতো বংশের বাড়ী দেখা যাচ্চে, তুমি ডাকনা।

গুরু—তুই ডাক্‌না।

খ্যা—গুরুমশায়! তার মাগ্‌টে ভারি দুষ্ট।

গুরু—কেবল কথা কাটাচ্চে, মর ব্যাটা। (বেত্রাঘাত করিয়া) ডাক্‌ বোল্‌চি।

প্যা—(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ও বংশে! আয়না শালা, আমি কি তোর তরে মার খাব। বংশে! ও বংশে! মর শালা।

গুরু—যা ধোরে আন্‌গে।

[বংশের মুড়ি কোঁচড়ে কোরে গীত গাইতেং প্রবেশ।]

গীত।

হায় হায় কি কব আমি গুরুমশায় তোমায়।
অরসিকের শিরোমণি তোমার মতন নাই ধরায়॥
বোলবো কি অধিকার, রসের নাই অধিকার,

বেআড়া বিদ্‌কুটে তুমি তাহে চেহারায়।
আক্কেলেতে সমান আবার দেখিলাম্ হে তায়।
কষ্টে পোড়্‌তে হেরে গেচি এ সময় ডাক্‌লে আমায়॥

বংশে—(মুড়ি ভক্ষণ)

গুরু—আমর ব্যাটা! বুড়োধাড়ি হয়ে এখন তালপাত সাত্তে পাল্লিনে, মনে একটু লজ্জাবোধ হয় না। কি কচ্চিলি।

বংশে—কিছু করিনে গুরুমশায়!

গুরু—কিছু কর্‌রিস্‌নে তো এতক্ষণ লিখ্‌তে আসিস্‌নে কেন?

বংশে—লিখ্‌তে আসিনে গুরুমশায়।

গুরু—লিখ্‌তে আসিস্‌নে কেন?

বংশে—লিখ্‌তে আসিনে কেন মশায়।

গুরু—আমর ব্যাটা!

বংশে—আমার ব্যাটা গুরুমশায়।

গুরু—(বেত্রাঘাত)

বংশে—(রোদন)

গুরু—বল ব্যাটা লিখ্‌তে আসিস্‌নে কেন?

পদ্মা—গুরুমশায়! ও খ্যালা কচ্ছিলো।

গুরু—বংশে! কার সঙ্গে খ্যালা কচ্ছিলি র‍্যা।

বংশে—গুরুমশায়! গুরুতর ব্যক্তির সঙ্গে।

গুরু—কেতোর মার সঙ্গে।

বংশে—(কানে হাত দিয়া) গুরুমশায় ও কথা আর বোলোনা, তোমার কিছু আক্কেল নাই।

গুরু—তোর মাসীর সঙ্গে।

বংশে—না গুরুমশায়! তুমি বড় মূর্খ।

গুরু—তবে কেরে তোর সাশুড়ির সঙ্গে।

বংশে—এখন উচুতে আছে।

গুরু—শালীর সঙ্গে।

বংশে—এইবার অনেক কাছে এসেচে।

প্যা—গুরুমশায়! ওদের বয়ের সঙ্গে খ্যালা কচ্চিল।

বংশে—হ্যাঁ গুরুমশায়? এইবার ঠিক হয়েচে।

গুরু—মর ব্যাটা; লেখাপড়ার মাথা খেয়ে বুঝি ঐ কাজ হয়। (বলিয়া প্রহার)

বংশে—(রোদন)

গুরু—যা ব্যাটা তোর আর কিছু হবেনা।

বংশে—তা গুরুমশায় তোমার কাছে লিখে যে কিছু হবেনা তা আমি অনেক দিন জেনেচি।

গুরু—আমার কাছে কিছু হোলোনা? মর ব্যাটা তুই গর্ভে বিগড়ে গেচিশ? তোর দোষে সব পড়ো গুলো খারাপ হয়ে গ্যালো। তুই ব্যাটা আর আসিসনে।

বংশে—গুরুমশায়! তবে তোমাকে তামাক খেতে কে দেবে?

গুরু—জানা ব্যাটা! মিছে বোক্‌চিস কেন?

বংশে—প্যালা খ্যালা! সকলে আয়তো, ও গুরুমশায় কেমন পাঠ্‌শাল করে তা দেখ্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।]

অঙ্ক সমাপ্তঃ।

[অযোধ্যার রাজসভা]

নবম অঙ্ক।

[রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও বিদূষক আসীন।]

রাম—(স্বগত) জানকীকে বনবাস দিয়ে এতকাল রাজকার্য্য পর্য্যাবসান কচ্চি, কিন্তু উত্তর উত্তর সীতার বিরহানল বৃদ্ধি বই আর সাম্য হচ্চেনা। কি করি! উপায় তো কিছু স্থির কোত্তে পাচ্চিনে। (প্রকাশ্যে) ভাই লক্ষ্মণ! জানকীর বিরহানল কি নির্ব্বাণ হবেনা? দিন দিন যে আরো বৃদ্ধি হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

লক্ষ্মণ—আপ্‌নি দিবারাত্তির ঐ চিন্তা করেন বোলেই যাতনা বৃদ্ধি হয়, ও সব আর মনে কোর্‌বেননা।

[বশিষ্ঠের প্রবেশ।]

রাম—(বশিষ্ঠকে দেখে প্রণাম করিয়া) কি সৌভাগ্য! কুল-গুরুর শ্রীচরণ দর্শনে দেহ পবিত্র হোলো।

বশিষ্ঠ—চিরজীবি হউন, ন্যায়-পরতায় প্রজারঞ্জন কোরে অপরিসীম যশ লাভ করুন্।

রাম—আপনার আগমনে পরম সন্তোষিত হয়েচি। (ক্ষণেক পরে) মহাশয়! মনে মনে একটী স্থির সংকল্প কোরেচি, এক্ষণে আপনার মত হলেই অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

বশিষ্ঠ—কি বলুন্ দেখি?

গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল জৎ।

আমি বলি তব চরণে বলি।
সীতার বিরহানলে সতত জ্বলি।
মনে সতত জ্বলি॥
কেবল লোকরঞ্জনে, বিনাদোষে অকারণে,
প্রিয়ারে দিয়েছি বনে, জানি সকলি।
মনে জানি সকলি॥
যদি বলেন কৃপাকরি, অশ্বমেধ যজ্ঞ করি,
মনের সন্তাপ হরি, সতত জ্বলি।
শোকে সতত জ্বলি॥

রাম—মহাশয়! নিরপরাধিনী জানকীকে বনবাস দিয়ে পর্য্যন্ত মন অত্যন্ত ব্যাকুল আছে। এ সময়ে যদ্যপি

অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ করি, আপনি সে বিষয়ে কি অনুমতি করেন ?

বশিষ্ঠ—সাধু ! সাধু ! এ উত্তম বিবেচনা কোরেচেন ; আপনি অবনী শাসন কোরে সসাগরা পৃথিবীর একাধিপতি হয়েচেন, এমত একাধিপত্য ও যশলাভ করিতে কোন রাজাই পারেন্‌নি। প্রজাগণ পরম সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত কোচ্চে, মহর্ষিরা নির্বিঘ্নে অগ্নিহোত্র হোমাদি করিয়া সুখ ও ধর্ম্মলাভ কোচ্চেন, আপনার সুযশ ও বলবীর্য্যের ইয়ত্তা নাই, এক্ষণে আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞের একমাত্র যোগ্য পাত্র। আমরাও মনে মনে কোরেছিলেম, যে এ বিষয়ের জন্য আপনাকে অনুরোধ কোর্‌বো। যাহাহোক এ বিষয়ে যখন আপনি স্বয়ং উৎসাহান্বিত হয়েচেন তখন আর কালবিলম্ব কোর্‌বেন্‌না ? সত্বরেই যজ্ঞ উদ্‌যোগের অনুমতি করুন।

রাম—(ভ্রাতাগণের প্রতি) ভাই ! তোমরাতো আমার অভিপ্রায় শুন্‌লে, এক্ষণে তোমাদের মত্‌কি ?

লক্ষ্মণ—ঠাকুর ! আপনার আজ্ঞায় যখন নিরপরাধিনী জনকনন্দিনীকে বনবাস দিয়ে এসেচি, তখন আপনার এ উত্তম সংকল্পে কাহার আর অমত্‌ আছে ?

রাম—(বশিষ্ঠের প্রতি) মহাশয়! এ বিষয়ে যখন সকলের এক ঐক্য হোলো, তখন সত্বরেই যজ্ঞের উদ্যোগ করাই কর্ত্তব্য। নৈমিষারণ্য পুণ্যক্ষেত্র, তথায় যজ্ঞ-বেদী নির্ম্মাণ করাই উচিত, তাহাতে আপনার মত্‌কি?

বশিষ্ঠ—মহারাজ! উত্তম স্থলও স্থির কোরেচেন। নৈমিষারণ্যই অশ্বমেধ যজ্ঞের যোগ্যস্থান।

রাম—(ভ্রাতাদের প্রতি) ভাই! তবে আর বৃথা কালাতিপাত করায় কি ফল আছে? তোমরা সকলে এ বিষয়ের উদ্‌যোগ কর। শত্রুঘ্ন! তুমি ভাই অধীন রাজগণ ও সুহৃদ বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণের লিপী প্রেরণ কর, আমি তাঁদের আগমনে পরম সন্তোষিত হব। যাবদীয় মুনি ঋষি ও যতিগণকে নিমন্ত্রণ কোরে আনাও, তাদের পাদার্পণে এ অযোধ্যা পবিত্র হবে। (লক্ষ্মণের প্রতি) লক্ষ্মণ! তুমি ভাই যজ্ঞের আওজনে সত্বর হওগে। (ভরতের প্রতি) ভরত! তুমি ভাই নৈমিষারণ্যে গিয়ে যজ্ঞের স্থান পরিসর কর। নৈমিষারণ্যই যজ্ঞের যোগ্যস্থান।

[লক্ষ্মণ-ভরত শত্রুঘ্নের প্রস্থান।]

বিদু—যোগ্যস্থান বটে, কিন্তু কিছু দুর হবে।

রাম—রথে কোরে যাওয়া যাবে তার আর চিন্তাকি ?

বিদু—আমাকে যে দিনের মধ্যে দশবার আস্‌তে হবে ?

রাম—কেন হে ? তোমার এত পুনঃ পুনঃ আস্‌বার কি প্রয়োজন আছে ?

বিদু—মশায় ! প্রয়োজন না থাক্‌লে কি বোল্‌চি ? আপনি এক্‌টা অশ্বমেধ যজ্ঞ কোচ্চেন, ধুম্‌ধামের সীমা থাক্‌বেনা ? মিষ্টান্নের ভাণ্ডারটা এলো মার্কণ্ড হয়ে পোড়্‌বে, সে সময়ে যদি ছবার দশবার বাড়ীতেই না আস্‌বো, তবে আর আপনার যজ্ঞের সুখ্যাতি হবে কেন ?

রাম—ভাই ! তুমি কেন এক্‌টা লোক নিযুক্ত কোরে রেখনা ? সেই যাতায়াত কোর্‌বে।

বিদু—পুট্‌লিটী আপনি হাতে কোরে নেগ্যালে যতটা আহ্লাদ আর মনপ্রীতি জন্মায়, অপরে বোয়ে নেগ্যালে আর ততটা হয় না, পথে সে যেতে যেতেই চুরি কোরে আধাসার কোরে দেবে ?

রাম—তুমি কেন এক্‌টা বিশ্বাসী লোক দেখে রেখোনা।

বিদু—বিশ্বাসী লোক কজন আছে বলুন ? তবে বিশ্বাসীর মধ্যে কেবল আমার এক বোংশে চাঁড়াল আছে। তোমার যেমন বিশ্বাসী, গুহক চণ্ডাল, সে আমার

তেম্‌নি। আর তা না হলেই বা আপনার সঙ্গে আমার এত সখ্যতা হবে কেন? তবে আপনাকে আমার চেয়ে এক্‌কাটী সরেশ বোল্‌তে হবে? গুহক-চণ্ডাল আপনাকে যখন যা খেতে দ্যায়, (স্বগত) কি ভেলের বড়া, কি ক্ষুদের জাও, আপ্‌নি দশজন লোকের সাক্ষাতে অম্‌নি অম্লান-বদনে আত্মনারায়ণকে নিবেদন কোরে দিয়ে বসেন, আমি ততটা আর পারিনে; তবে লুকিয়ে চুরিয়ে ছাড়িনে। আবার আমার ব্রাহ্মণিটে ভারি পিট্‌পিটে, আগে চাঁড়াল মিতের হাতে কিছুই খেতোনা, এখন তবু অনেক টীট কোরে এনেচি, সন্দেশটা মন্দেশটা চলেচে, কিন্তু লুচী কচুরি টচুরি গুলো এখন চলেনি। মশায়! তার আর পিট্‌পিটিনির কথা কি বোল্‌বো?

রাম—কেন হে! তিনি কি ভারি পিট্‌পিটে নাকি?

বিদু—ওবাবা! তার কি কাথা আর বোল্‌তে আছে? আপনি তখন বনে, এদিকে মহারাজ দশরথ সিঙ্গে ফুঁক্‌লেন। (স্বগত) আমর! মুখ্‌টা কি খারাপ হয়ে গ্যাচে। বিষ্ণু! যাক্‌। (প্রকাশ্যে) মহারাজ দশরথ আপনার শোকে প্রাণ পরিত্যাগ কোল্লেন

তার পর তিনি পটল তুল্‌তে, ভরতের আপনার জন্য দুঃখের আর সীমা ছিলনা; শ্রাদ্ধটা অম্‌নি পাঁচপাঁচী গোচ কোরেছিলেন, তবে বড় নিন্দেরও নয়, বড় ধন্য ধন্যও নয়। ছোট কাঙ্গালিরা খুব সুখ্যাতি কোরেছিল, আমার মতন বড় কাঙ্গালি গুলোর ভাল মন ওঠেনি। যাক্ সে কথার আর কি প্রয়োজন আছে। তারপর ব্রাহ্মণ ভোজন হোচ্চে, এক সঙ্গে ষাট হাজার ব্রাহ্মণ বোসে গ্যাচেন, কলরব চিচ্‌কারে তখন কান পাতা ভার হয়েচে। শর্ম্মা সেই সঙ্গে বোসে গ্যাচেন। বশিষ্ঠ মুনি পরিবেশন কোচ্চেন, শর্ম্মা খেতে খেতে অম্‌নি বেমালুমগোচ কোঁচড়ে সরাতে আরম্ভ কোত্তে লাগ্‌লেন, আর আর কথাটী নাই। মুনি ফিত্তে না ফিত্তে শর্ম্মা অম্‌নি পাত খালি কোরে রেখেচেন, শেষে দই আস্‌তে মুস্কিল বেদে গ্যালো, শর্ম্মা তবু লুচির টান রেখেছিলেন, যখন দয়ের উপর লুচিগুলো দিতে লাগ্‌লো, তাও জিব্ দিয়ে চেটে চেটে কোঁচড়জাত কোত্তে লাগ্‌লেম। বাড়ী যাবার সময় আর বয়ে নিয়ে যেতে পারিনে; কত কষ্টে ঘরে গিয়ে যখন নাবালেম, গা দিয়ে অম্‌নি একটী গা কালঘাম ছুটে গ্যালো। একবার মনে

মনে কল্লেম কি কষ্ট, আবার মনে মনে কল্লেম পেটে খেলে পীটে সয়, এ ঘামটুকু আর সবেনা? ব্রাহ্মণি পুঁটুলিটাকে একখানি ডেড়মনি বস্তার মতন দেখে ভারি খুসি হলো। আর সে আমার ব্রাহ্মণী কিনা। খুসি হবেনা কেন? ভোজনের বিষয়ে আমিও যেমন তিনিও তেমন, তা নাহলে রাজ-যোটক হোতোনা? কিন্তু শেষটাতেই সর্ব্বনাশ হোলো, সে বজ্জাতের ইষ্টি, দই মাখা লুচীগুলো নরম দেখে বোলে বোস্‌লো, "দই লাগ্‌লো কেমন করে" আমি প্রথমটায় ভাঁড়াবার তরে বিস্তর চেষ্টা কোরেছিলেম, শেষটায় যখন মাথার দিব্বি দিলে, কাজে কাজেই সত্য কথা বোল্‌তে হোলো। জিভ দিয়ে চাটা শুনে, অম্‌নি সব নেগে নদ্দামায় ফেলে দিলে। মণ্ডাগুলোও রাখ্‌লে না। দেখে আমার বুক্‌টা যেন ফেটে যেতে লাগ্‌লো। (বশিষ্ঠের দিকে চাহিয়া) কি আপদ! এ কি কল্লেম! সব বোলে ফেল্‌লেম! বশিষ্ঠ মুনি এবারে যে শিয়ানা হয়ে গ্যালো।

বশিষ্ঠ—তা আমাকে তোমার ভয় কি? আমিত তেমন লোক নহি। দাতায় দান কোচ্চে আমি তার প্রতি-বন্ধকতা কোর্‌বো কেন?

বিদু—আপ্‌নি লোক ভাল, তা আমি জানি, তবে কি জানেন, আপনাকে দেখ্‌লে আমার ভারি ভয় হয়। (স্বগত) ভয় হবেনা কেন? কার না ভয় হয়। এদিকে চেহারাটী যেন একটা বুড়া ভল্লুকের মতন, ও দিকে চোকে যেন আগুণ জ্বোল্‌চে, একটু রাগ্‌লে আরতো রক্ষা নাই, অম্‌নি পুড়িয়ে মার্‌বেন।

রাম—বয়স্য! তোমার ভাব্‌না কি ভাই? যত নিয়ে যেতে পার, তাতে বাধা নাই। আর তোমার স্ত্রী যদি এত পিটুপিটে, তবে এক কর্ম্ম কর; একজন ব্রাহ্মণকে তোমার বাহক-পদে নিয়োগ কর।

বিদু—ব্রাহ্মণকে! বাপ্‌রে! তবেই তো আমার ঘরে সকল যাবে, মহারাজ! আমিও তো ব্রাহ্মণ, কই আমাকে কোথাও ছুসের সন্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দাও দেখি, তারপর সে তার কটা সন্দেশ পায়, একবার জিজ্ঞাসা কোরে দেখ্‌বেন।

রাম—ওহে তুমি কি এমন পেটুক নাকি?

বিদু—পেটুক, কেনা মশায়, যার পেট আছে, সেই পেটুক। তবে কি জানেন্‌? আমার ভিতর চোঁয়া বোলে আমি ব্যাটাই ধরা পোড়েগেচি।

বশিষ্ঠ—রাজবাটীতে নিত্তি ক্রীয়া কর্ম্ম হর্চ্চে; তবু তোমার এত পেটের জ্বালা কেন হে ?

বিদু—কি জানি মশায়! তাতো কিছু বোল্‌তে পারিনে ? সুদু রাজবাটী কেন ? এ সওয়ায় আর কত যায়গা আছে, শর্ম্মার আরতো অগম্য স্থান নাই ? জাতি বিচার কোল্লে আমার হাড়ে দুর্ব্বা গজিয়ে যেতো। আর জাতি বিচার কি মশায় ? জগদীশ্বর তো জাতি স্থাপন কোরেন্‌নি ?

বশিষ্ঠ—মহারাজ! ও সব কথা এখন থাক্‌, যজ্ঞের তো সকল বিষয়েরই সুন্দর অনুজ্ঞা কোল্লেন। কেবল এক বিষয়েরই অভাব দেখ্‌চি ?

রাম—আপ্‌নি কোন বিষয়ের অভাব দেখ্‌চেন আজ্ঞে করুন।

বশিষ্ঠ—মহারাজ! শাস্ত্রে আছে সস্ত্রীক হয়ে এ সকল ধর্ম্ম কার্য্য সমাধা কোত্তে হয়। সে বিশষের কি উদ্যোগ কোরেচেন।

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল মধ্যমান।

কি ভাবিছ রঘুপতি সস্ত্রীকের এখন।
মা জানকী অঙ্গ লক্ষ্মী তাঁরে যে দিয়েচ বন।

দেখ সে মৈথিলী বিনে, অযোধ্যা হলো শ্রী হিনে,
তমোময় নিশি দিনে, সবে দুঃখে নিমগণ।
কি আর সে সব কব, পশু পক্ষ হিন রব,
তুমি শ্রী হিন রাঘব, সীতা বিহনে॥
যজ্ঞেশ্বরী বনবাসে, তাঁরে আন নিজ বাসে,
কে বসে মেখলা পাশে, ওহে কমললোচন॥

রাম—(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) হায়! হায়! জানকী-অভাবে যে আমার এ যজ্ঞ সমাধা হবেনা, তা আমি জানি; এক্ষণে কি উপায় করি। (প্রকাশ্যে) মহর্ষি! আপনিত সকলি জানেন্, যে লোকাপবাদে নিরপরাধে জনক-তনয়াকে আমি বনবাস দিয়েছি, এক্ষণে তাঁকে পুনঃ গ্রহণ কোল্লে লোকাচারে আমাকে নিন্দনীয় হতে হবে? এ বিষয়ে আপনি কি আজ্ঞা করেন্?

বশিষ্ঠ—মহারাজ! সস্ত্রীক ভিন্ন এ যজ্ঞ কোন ক্রমেই সমাধা হতে পারেনা। আপনি বিনাপরাধে ভগবতী সীতা-দেবীকে পরিত্যাগ কোরেচেন, তাঁকে পুনঃ গ্রহণ কোল্লে লোকাচারে আপনার কোন ক্রমেই কোন নিন্দাবাদ হবেনা; জানকী-অভাবে অযোধ্যা-ধামে কে সুখী আছে বলুন্ দেখি?

রাম—মহর্ষি! লোকাপবাদে যাঁকে একবার পরিত্যাগ করেছি, তাঁরে আর কোন ক্রমেই গ্রহণ কত্তে পারিনে। দ্বিতীয়তঃ জানকীর চরিত্রের বিষয়ে কতকগুলি লোকে সর্ব্বদাই দোষারোপ কোরে থাকে, অতএব সর্ব্বতোভাবে প্রজারঞ্জন করাই বিধেয়, ইহাই রাজনীতি ধর্ম্ম। এক্ষণে তবে আর আমার এ যজ্ঞ সমাধানের কোন উপায় নাই। (অধোমুখে চিন্তা)

বিদু—(স্বগত) এই! সর্ব্বনাশ কোল্লে! এতক্ষণ মহারাজ আমার সঙ্গে কেমন হাস্য কৌতুক কোচ্ছিলেন, সীতার শোক্‌টা আর মনে ছিলনা, ভেবেছিলেম এবার একটা দাঁও মার্‌বো, এ হতচ্ছন্ন বুড়ো ব্যাটা সব ফোস্‌কে দিলে?

বশিষ্ঠ—মহারাজ! একটী উপায় মাত্র কেবল শাস্ত্রে দৃষ্টি হয়।

রাম—কি আজ্ঞে করুন।

বশিষ্ঠ—আপনি সুবর্ণের সীতার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত কোরে এ কার্য্য সমাধা কোত্তে পারেন্‌।

রাম—মহাশয়! ইহা আর গুরুতর নহে, আপনার আশীর্ব্বাদে এ কার্য্য সহজেই সুসম্পন্ন হতে পার্‌বে,

একক্ষণে অনুমতি করেন্‌তো আমি একবার অন্তঃপুরে গমন করি।

বশিষ্ঠ—আসুন্‌।

[শ্রীরামচন্দ্রের প্রস্থান।]

বিদু—(স্বগত) বশিষ্ঠ মুনিটী কি সিয়ানা। লোকে বলে মুনি ঋষিদের পরধনে স্পৃহা নাই, সেটা কেবল কথার কথা। ব্যাটা কি ফিকির খেল্‌লে, উনি গুরু কিনা? সোণার সীতার প্রতিমূর্ত্তিটী কোল্লে, যজ্ঞ সমাপ্তে সেটী আপনি লাভ কর্‌বেন্‌। (প্রকাশ্যে) মহর্ষি! শ্রীরামচন্দ্রকে যজ্ঞের যে ব্যবস্থা দিলেন, তাতেতো আপ্‌নি দিব্বি একহাত মার্‌বেন্‌, সুবর্ণের সীতার যে অংশ তা আর কারেও দিবেন্‌না তা আমি বিশেষ জানি। তবে আমাদের তরে যদি রঘুনাথকে বোলে একটী সন্দেশের সীতার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করান, তাহলে আপনার শ্রীচরণের ক্রীত দাস হয়ে থাকি।

বশিষ্ঠ—(নিরব)

বিদু—কি বলেন আপ্‌নি? এ বিবেচনাটা কোল্লে বড় ভাল হয়। আহারটীতে পরিতোষ হলেই আপ-

মাকে যে কত আশীর্ব্বাদ কোর্‌বো তা আর বোল্‌তে পারিনে।

বশিষ্ঠ—দুর ব্যাটা অর্ব্বাচিন! পেটে যে বাকড় হবে?

বিদু—বলেন্ কি? আমরা সন্দেশের সীতার প্রতিমূর্ত্তিটী খেলে পেটে বাকড় হবে, আর আপনি যে সুবর্ণের সীতার প্রতিমূর্ত্তিতে অরুন্ধতির অলংকার কোরে দেবেন্, তাতে কি কিছু হবেনা? "মাকড় মাল্লে ধোকড় হয়" আপনি যে সেই ব্যবস্থা কোল্লেন?

বশিষ্ঠ—(স্বগত) আহা! সীতাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি যে কি যত্নে রাখ্‌বো, তা আমিই মনে মনে জান্‌তে পাচ্চি। জানকী কি অল্প সাধনের ধন; আমি তাঁর প্রতিমূর্ত্তি আরাধনে অক্ষয় ধর্ম্মধন সঞ্চায় কোর্‌বো। (প্রকাশ্যে) বিদূষক! আমি আর তোমার সঙ্গে অনর্থক বাক্য ব্যয় কোত্তে ইচ্ছা করিনে, চল্লেম এখন।

[বশিষ্ঠের প্রস্থান।]

বিদু—(স্বগত) আর থাক্‌বেন কেন? এখন এক রকম কাজ গুচনো হোলো কিনা? সব কপালের কর্ম্ম,

ও বিষয় ভাব্‌লে আর কি হবে? এখন তো রাজসভা হতে সকলেই চোলেগ্যালেন্‌, যা শর্ম্মা কেবল একলা আছেন। অযোধ্যার সিংহাসন খানি মন্দ নয়; এতে সময়ে সময়ে কত রাজাই যে বোস্‌লেন তার ঠিকানা নাই। আমি যে এ রাজ-সিংহাসনে বোস্‌বো, এমন আর তপস্যা করিনে? তবে গায়ের জোরে আজ একবার কাকতালে বোস্‌লেও বোসে নিতে পারি। (চারিদিক দেখিয়া) এখন কেওতো নাই, তবে একবার বোসে জন্ম সার্থক করা যাক্‌। (সিংহাসনে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ হাস্য করিয়া) আমিত রাম রাজা, আমারই দ্বারা সসাগরা পৃথিবী সুশাসিত হয়েচে, আমিই রাবণ বধ কোরেচি। কৈ হায়! আবি পঞ্চাস্তেলিকো পাকড় লে আও, জল্‌দি কাশীরাজকো শের্‌ লেও। আর না বাবা? অধিক হয়েচে, কেও দেখে রামচন্দ্রকে বোল্লে, আবার একটা সর্ব্বনাশ হবে, তখন আর সাম্‌লাতে পার্‌বোনা। (উঠিতে২) ধর্ম্ম কর্ম্মতো কিছু কল্লেম না? বসেচি না বোস্‌তে আছে? (পুনঃ বসিয়া) আঙ্গিরাস মুনিকো দোহাজার স্বোণা দেও, গরিব দুঃখিদের খেলায় দেও, অতুর অন্ধকো মেরাপাশ ভেজ দেও। আর হামারা ব্রাহ্মণিকো দুটো

স্বোণাকি খশম দেও। আর না বাবা উঠ্‌লেম? ভুমি-শূন্য রাজা চল্লেন। আজ্ কাল্ আমার মতন অনেক রাজবংশীয় আছেন, আমি বরঞ্চ খেতে পাচ্চি, অনেকের পেটে ভাতও যোটেনা। (গমন-মুখ হইয়া) আমার মতন পামর নরাধম আর বিশ্বসংসারে দুটী নাই; আমি এতক্ষণ অনর্থক এ কি বোক্‌লেম, মণ্ডাদেবের আরাধনা কল্লেম না? মণ্ডাদেব! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি একবার নেত্র মুদ্রিত কোরে আপনার চিন্তা করি। (নয়ন মুদ্রিত করিয়া চিন্তা)

একখানা রেকাবিতে গোল্লা, খিরপুলী, রাতাবি,
স্বোণাদি রূপলির পাত মোড়া বর্‌ফি, ও
গোলাপী পেঁড়া সহ শান্তি-
রামের প্রবেশ।

শান্তি—(স্বগত) আমাদের মহারাণী কৌসল্যার কি বিবেচনা, আর তাঁর কি মায়ার শরীর; তিনি সীতার শোকানলে যে এত মন দুঃখে আছেন, কিন্তু এই যজ্ঞ-সূত্রে এই সন্দেশগুলি বিদুষককে আগে পাঠিয়ে দিলেন; দিয়ে যাই (বিদুষকের সম্মুখে আসিয়া) এ আবার কি? চোকবুঁজে আছেন যে দেখ্‌চি?

থাকুন, আমি এ রেকাবি খানি সম্মুখে রেখে যাই।
(রেকাবি রাখিয়া প্রস্থান)

বিদূ—(চক্ষু চাহিয়া) এই যে মণ্ডাদেব আমাকে সদয় হয়েচেন, আমি যে একমনে তাঁর চিন্তা করেচি, আর কি ইনি কোথাও থাকতে পারেন? তবে এক্ষণে একবার আরাধনা করি। (গোল্লা একটী হস্তে লইয়া) আহা! এ যে কি চমৎকার পরম পদার্থ তা আর বোলতে পারিনে। সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ অবতার; শচীমার কোল পরিত্যাগ কোরে যেন আমাকে এসে সদয় হলেন। এঁর উপর ভিতর সব সাদা। মণ্ডাদেব! তুমি মন মালিন্যের যেন পূর্ণিমার রাত্রি। আমি তোমার ক্রীত দাস, আমার চেয়ে তোমার উপাসক আর এ বিশ্বসংসারে কেহই নাই। আমি আপনার ধ্যান, স্তোত্র ও কবজ পাঠ ব্যতিত জলস্পর্শ করিনে। এক্ষণে একবার ধ্যান করি।

(মণ্ডার ধ্যান।)

ধ্যায়ে নিত্যং ধোলারাস্ত্যং ছানাচিনি সমন্বিতং।
মদকং ইন্দ্র পাকঞ্চ সাক্ষাৎ শচীনন্দন ॥

এক্ষণে একবার স্তব করি।

(স্তব।)

যোরূপ গোলকাকার গোল্লা তস্য অভিধেয়।
নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমোনমঃ ॥
যোরূপ পুলিপিষ্ঠক ইষৎ বক্র সুচিকন।
নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমোনমঃ ॥
গোলাকার দীর্ঘপার্শ্ব দ্বিখণ্ডে যো নিবেসয়েৎ।
নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমোমমঃ ॥
চতুষ্কোন স্বর্ণ রোপ্য পত্রেন দিক রোপিতং।
নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমোনমঃ ॥
সুন্দর শোভিত কান্তি চিক্কণ ছাপ অঙ্কিতং।
নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমোনমঃ ॥
মিহুরি বুকুনী গাত্রে সহ গোলাপ কুসুম।
নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমোনমঃ ॥
একরূপী নানা রূপ ভোক্তানাং প্রতিবর্দ্ধনে।
নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমোনমঃ ॥

একবার কবচটীও পাঠ করা উচিত হোচ্চে।

যোরূপ গোলকাকার শ্বেত শালগ্রামসন্নচ।
যোরূপ পুলী পীষ্টকং বান্‌লিঙ্গ রূপ ভবেৎ ॥

যোরূপ দ্বিখণ্ডে যুক্ত প্রকৃতি পুরুষস্যচ।
যোরূপ চতুষ্কোনশ্চ চতুর্ব্বেদ নিবেসয়েৎ ॥
যোরূপ ছাপ অঙ্কিত ব্যাস নারায়ণস্যচ।
গোলাপ কুসুম বেশৎ মন্মথ রতি রমণং ॥
একরূপী নানারূপ ভোক্তানাং প্রীতিপ্রদানে।
করসুখৎ মনঃপুতং নেত্র সুখং প্রদর্শনে ॥
ইতি লিখিতং কবচং যোনরঃ নিত্য পঠয়েৎ।
ক্ষুধাব্যাধি নজানস্তি মোণ্ডামোক্ষ ফলং লভেৎ ॥

মণ্ডাদেব আমাকে চিরকালই সদয় আছেন, আমি যে দিন না তাঁর ঘাড় মট্‌কাই সে দিনই নয়, এক্ষণে তার আরাধনা কোত্তে কোত্তে গমন করি। (সন্দেশ আহার করিতে করিতে প্রাস্থন।)

অঙ্ক সমাপ্তঃ।

[বাল্মিকী আশ্রম।]

দশম অঙ্ক।

—০•※•০—

[সীতা আসীনা।]

[বাল্মিকীর প্রবেশ।]

বা—বৎসে! রঘুনাথ অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ কোরে আমাকে নিমন্ত্রণের লিপী প্রেরণ কোরেচেন, সত্বরেই আমি গমন কোর্‌বো। মনে করেছি, শিষ্যগণের সমভিব্যাহারে তোমার কুশি-লবকেও যজ্ঞদর্শন করাতে নয়ে যাব। বাছা! তোমার তাতে মত্‌ কি?

সীতা—পিতঃ! আপনার কোন বিষয়ে আমার তো অমত্‌ নাই? তবে কুশি নব অপরিচিতাবস্থায় যাচ্চে এই যা আমার দুঃখ।

বা—বৎসে! মনে কোরেছি, এই সুত্রে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বালকদের পরিচয় কোরে দিব, আর আপনারও দু্‌এক কথা তাঁকে বোল্‌বো।

সীতা—পিতঃ! অধিনীর ঐহিক সুখ-সম্ভোগের আর অভিলাষ নাই; আশীর্ব্বাদ করুন, আমার যেন এ প্রাণ সত্বরেই আপনার এ পুণ্যাশ্রমে রঘুপতির শ্রীচরণ চিন্তা কোত্তে কোত্তেই লয় প্রাপ্ত হয়। কুশি লব তাঁর সস্নেহ নয়নের পাত্রী হউক, এক্ষণে এই আমার অভিলাষ।

গীত।

রাগিণী ললিত বিভাস। তাল আড়াখেমটা।

বাসনা নাহিক মম হেরিতে নাথে নয়নে।
হউক জীবন অন্ত চিন্তি তাঁর পদ মনে॥
বলি তব শ্রীচরণে, বাসনা মম জীবনে,
নাহি ক্ষণকাল।
হেন কি সুদিন হবে, ওগো পিতঃ কুশি-লবে,
প্রাণনাথ কোলে লবে, বসিয়ে গো সিংহাসনে॥

বা—বাছা! মৃত্যু বাসনা কোরো না, জীবন ধারণ কোল্লে তাহাপেক্ষা আর মহাপাতক নাই, তোমার কুশি লব ভিন্ন আর অযোধ্যার রাজসিংহাসনের কে যোগ্য হবে বলুন্? আমি যেমতে পারি, এই যজ্ঞ-সূত্রে পিতা ও পুত্রের পরিচয় কোরে দিব।

বাছা! লব কুশের প্রফুল্ল রাজীব-সম বদন নিরীক্ষণ কোল্লে, রাজীবলোচন রঘুনাথকে বালকদিগের পরিচয় দিবার আরতো অবশীষ্ট থাক্‌বেনা? আমি বিশেষ বোল্‌চি, লব, কুশকে নিরীক্ষণ মাত্রেই অযোধ্যাবাসীদিগের মনোমধ্যে মমতার সঞ্চার হবে?

সীতা—পিতঃ! সে সকলই আপনার অনুগ্রহ।

বা—তবে এক্ষণে আমি নৈমিত্তিক কার্য্য সমাধা করিগে।

[বাল্মিকীর প্রস্থান।]

সীতা—(স্বগতঃ) আর্য্যপুত্র যজ্ঞ কোচ্চেন, আহা! আজ যদি আমি অযোধ্যায় থাকতেম্, কত উৎসবের দিন যে তা আর বোল্‌তে পারিনে? রঘুনাথের সঙ্গে যজ্ঞাসনে বোস্‌লে আর্য্যারা কত আনন্দ-লাভ কোত্তেন, পিতার আহ্লাদের সীমা থাক্‌তো না? ভগ্নিরে কত উৎসব কোত্তো, লব কুশ উত্তম পরিচ্ছদে সুশোভিত হয়ে কত আনন্দ কোরে বেড়াতো। আহা! সেই লব কুশ আমার বৃক্ষের বাকল পরিধান কোরে অপরিচিতাবস্থায় ঋষি-গণের সহিত রঘুনাথের যজ্ঞ দর্শন কোত্তে যাচ্চে।

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল জৎ।

ওরে নিদারুণ বিধি এ লিপী লিখনে।
মমতা উদয় তব হইল না মনে॥
রাজাধিরাজ রাঘব, তাঁর সুত কুশি লব,
একিরে লিখন তব, বৃক্ষ বাকল পরণে।
পিতা করে যজ্ঞ যাঁর, পুত্র জ্ঞাত নহে তার,
ঋষিগণ সমিভার, যাইছে যজ্ঞ দর্শনে॥

[লব কুশের প্রবেশ।]

লব—মা! মহর্ষি বোল্‌লেন, আমাদের ভগবান্ রামচন্দ্রের যজ্ঞ দেখাতে নিয়ে যাবেন। দেখ মা! যে লোক নিমন্ত্রণের পত্র এনেছিল, আমরা তাঁকে রঘুবীরের বলবীর্য্য আর কত কথা জিজ্ঞাসা কল্লেম। তাঁর সব সচ্চরিত্র শুনে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হয়েচি। তাঁর উপরে আমাদের অলৌকিক যে ভক্তি জন্মেচে, তা আর বোল্‌তে পারিনে। আমরা মহর্ষি বাল্মীক-প্রণীত রামায়ণে পাঠ কোরেচি, যে তিনি লোক-রঞ্জনানুরোধে বিনাপরাধে নিরপরাধিনী সহ-ধর্ম্মিনীকে পরিত্যাগ কোরেচেন,

এক্ষণে তাঁর যজ্ঞ বার্ত্তা শুনে মনে কোরেছিলেম; পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ কোরেচেন, নতুবা সহ-ধর্ম্মিনী অভাবে যজ্ঞ-কালে কে তাঁর সঙ্গে মেখলা বর্দ্ধ হবেন? পত্র-বাহককে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কহিলেন, ভগবান বশিষ্ঠদেব প্রকারান্তে তাঁকে দার-পরিগ্রহের অনুরোধ কোরেছিলেন, কিন্তু তাতে তিনি সম্মত হন্‌নি, সুবর্ণের সীতার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত কোরে এ যজ্ঞ-কার্য্যে ব্রতি হয়েচেন। প্রজারঞ্জনের জন্য বিনা দোষে সহ-ধর্ম্মিনীকে পরিত্যাগ কোরেচেন বোলে ধর্ম্মরক্ষার জন্য পুনর্ব্বার আর দার-পরিগ্রহণ কল্লেন্ না।

কুশ—দেখুন্ মা! এমন মহাত্মা এক্ষণে আর ভূমণ্ডলে নাই; আমরা বিস্তর মহাপুরুষগণের জীবন চরিত পাঠ করেচি, কিন্তু রাম-রাজার সম কারেও দেখিনে। রামায়ণ পাঠ কোরে মহাত্মা রামচন্দ্রকে একবার দর্শন কোরবো, এ আমাদের বিশেষ বাসনা ছিল। ভগবান বাল্মিকীর অনুগ্রহে আমাদের সে অভিলাষ পূর্ণ হবার উদ্যোগ হয়েচে। এক্ষণে আপনার অনুমতি হলে মহর্ষির সমভিব্যাহারে সেই সর্ব্ব-মঙ্গলময় শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শণ কোত্তে গমন করি।

সীতা—(রোদন)

নব—জননি! আপনি শোকাকুল হয়ে রোদন কচ্চেন কেন?

সীতা—বাবা! তোমাদের ক্ষণকাল না দেখ্‌লে আমার পরিতাপের পরিসীমা থাকেনা। তোমরা অভাগিনী জননীকে পরিত্যাগ কোরে যজ্ঞ দর্শন কোত্তে যাবে, কি কোরে আশ্রম-পাদে থাক্‌বো, তাই চিন্তা কোরে রোদন কচ্চি।

নব—জননি! আমরা আরতো অযোধ্যায় থাক্‌বো না? যজ্ঞ দর্শন কোরে সত্বরেই প্রত্যাগমন কোর্‌বো। আপনি প্রসন্ন মনে বিদায় দিন।

গীত।

বিদায় দাও জননী ওগো মা আপনি।
যাইয়ে যজ্ঞেতে হেরি রঘুমণি।
রামায়ণ পাঠে ছিল মা অন্তরে,

হেরিব নয়নে রাম রঘুবরে,
বুঝি এত দিনের পরে,
পুরালেন আশা কাত্যায়ণী।
দূত মুখে আরো শুনে তাঁর গুণ,
জানিলাম রাম তিনি সত্বগুণ,
প্রজার পালনে বিশেষ নিপুণ,
শুনিলাম রাম রঘুমণি।

হরিবে পাতক রাম দরশনে,
শুনেছি জননী ভুভার হরণে,

জন্মেছেন আসিয়ে অবনি ভূবনে,
হৃষিকেশ জগৎ চিন্তামণি ॥

[বাল্মিকীর প্রবেশ।]

বা—ভাই কুশি-লব! আর বিলম্ব কোচ্চ কেন? (সীতার প্রতি) বৎসে! তোমার নয়নের নিধিদের শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞ দর্শনার্থে বিদায় দাও।

সীতা—পিতঃ! আমিতো বিদায় দিতে পার্‌বো না, কুশি লবের অদর্শনে মৃত্যু শয্যায় শয়ন কোরে থাক্‌বো! আপনি পুনর্ব্বার এসে আমার প্রাণদান দেবেন।

কুশ—জননি! এক্ষণে আমরা আসি।

সীতা—এস বাবা! বনদেবী তোমাদের সর্ব্বত্রে রক্ষা করুন।

[লব কুশ ও বাল্মিকীর প্রস্থান।]

[কলহংসী ও বিলাসবতীর প্রবেশ।]

বি—জানকি! শ্রীরামচন্দ্র নাকি যজ্ঞ কোচ্চেন? শুন্‌লেম, মহামনি নব কুশকে সঙ্গে কোরে যজ্ঞ দেখ্‌তে গ্যাচেন। এবার আর কি মা? নব কুশকে দেখ্‌লেই রামচন্দ্র তোমাকে গৃহে নিয়ে যাবেন, আমাদের তপোবন অন্ধকার হয়ে থাক্‌বে।

সীতা—তিনি পুনর্ব্বার গৃহেই যদি নিয়ে যাবেন, তা হলে আর বনবাস দিতেন না? সে ভরসা আর নাই মা? এখন আশীর্ব্বাদ করুন, নব কুশকে রেখে সত্বরেই যেন জীবন পরিত্যাগ কোরে এ যন্ত্রণা থেকে নিবারণ হতে পারি?

কল—বালাই! ও কথা বোল্‌তে নাই মা? যদিও তিনি তোমাকে না নিয়ে যান, তোমার আর ভাব্‌না কি বলুন? আমরা আশীর্ব্বাদ কচ্চি, আপনি রাজমাতা হবেন।

সীতা—আশীর্ব্বাদ করুন আমার নব কুশ যেন আর্য্যপুত্রের অধীনে রাজা হয়, আর এ হতভাগিনীর সত্বরেই প্রাণ বিয়োগ হোক! পতিত্যাক্তা পতিব্রতার বিফল জীবনে কি ফল আছে বলুন্? আমি যে আর্য্যপুত্রের অদর্শনে কি যন্ত্রণা ভোগ কচ্চি তাহা

আমিই জানি। হায়! হায়! হৃদয়নাথ! আপনি কেমন কোরে আপনার তেমন কোমল মন পাষাণে বাঁধ্‌লেন, কেমন কোরে সে পূর্ব্ব অনুরাগে এমত বিরাগ কল্লেন। আপনার যে সে অকাল্পনিক প্রেম আমার অন্তর মধ্যে জাগরূক রহিয়াছে, আমি যে মনে মনে আপনার চরণ-কমল অনুক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্চি; অযোধ্যা-বাসিরে যে আমার জন্য অনেকেই সকাতর আছে, আর্য্যাদের যে দুঃখের পরিসীমা নাই, আমার ভগ্নিরে যে অসহ্য পরিতাপ সহ্য কোচ্চে, অধিনীকে বনবাস দিতে আপনার কি বিন্দুমাত্র মমতা হোলোনা? হায়! হায়! লোকরঞ্জন কি আপনার এতই চিত্তরঞ্জক হোলো। আপ্‌নি না কাল্পনীক প্রেম্‌কে ঘৃণা করেন? তবে এ কি কল্লেন বলুন? অধিনী একাল পর্য্যন্ত আপনার অকাল্পনীক প্রেম বুঝিয়া শ্রীচরণ দর্শন আশায় জীবিতা ছিল, আর যে আপনি অধিনীকে শরণ কোর্‌বেন সে ভর্‌সা নাই। হে জীবিত নাথ! আপনার কুশি-লবকে তো আপনার সমীপে প্রেরণ কোরেচি, এক্ষণে আমাকে বিদায় দিন। আমি প্রাণ পরিত্যাগ কোরে আপনার বিরহ যন্ত্রণা হইতে জনমের জন্য মুক্ত হই।

(ঢ)

বি—জানকি! আর অনার্থক বিলাপ কোচ্চ কেন মা? তোমার লব-কুশকে মহামনি যখন অযোধ্যায় নিয়ে গ্যাচেন, তখন তিনি আপনার একটা সুবিধে কোরে আস্‌বেন তার আর সন্দেহ নাই? চল মা, এখন আমরা তপোবন দেখিগে। বোসে থাক্‌লেই ভাব্‌না বাড়্‌বে।

সীতা—চলুন।

[সকলের প্রস্থান।]

অঙ্ক সমাপ্তঃ।

[অযোধ্যার রাজপথ।]

একাদশ অঙ্ক।

[নদেরচাঁদের প্রবেশ।]

গীত।

দাদার আমার বিদ্যে চমৎকার।
তিনি হলেন বিদ্যেবাগীশ আমায় কল্লেন হস্পীদার।
বুক্‌ফেটে যায় বোল্‌তে গেলে,
দুঃখে আমার শরীর গেলে,
এক বাপের আমরা দু ছেলে, একি লিপী বিধাতার।
বিধির একবার দেখা পেলে,
দেখাই আমি কেমন ছেলে,
যেমন আমার মাথা খেলে, চাটুয়ে মাথা খাব তার॥
সাবিত্রী গায়ত্রী তারা,
পদ্মযোনীর প্রেমদারা,
কাঁদবে হয়ে পতি হারা, হবে আনন্দ অপার॥

নদে—(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) এতে গাটা জ্বালা করে কি না? আমি এতবড় মোট্‌টা বয়ে কখন

এসে পৌছেচি; এক হাত ফাক্‌তালে নেচে গেয়েও নিলেম; ইনি সুদু হাত, পা নেড়ে আস্‌চেন, তবু এখন টীকিটে দেখা গ্যালনা। এতে আবার আমাকে কুড়ে বলেন্; কি কপাল আমার। আমি যে কাজ করি, তিনি তার পাশে এড়ে দাঁড়ালে অম্‌নি জীব বেরিয়ে যায়, একবার কুড়ুল ধোল্লে বিষমন কাট না চেলিয়ে আর তামাক খাইনে; কোদাল যদি একবার ধরি, দুবীঘে জমী না কুপিয়ে কোন শালা একপলা জল খায়? তিনি দু অধ্যায় চণ্ডীপাঠ কোরে এলেই তাঁর অম্‌নি মুণ্ডু ঘুরে যায়, মাথা মুণ্ডু বোল্‌বো আর কি? কত যেন গাদি গাদি সর্‌সে ফুল দেখ্‌তে থাকেন; চিনিরপানা খেয়ে কত ঠাণ্ডা কোরেন। শর্ম্মার ঠাণ্ডার মধ্যে কেবল এক বেওয়ারিস জল আছে, এই এখন রেগে এত গরম হয়েচি, এ সময়ে যদি দুকাটা চেলের মুড়ি চিবিয়ে একবার আঁজ্‌লা কতক জল খেতে পাই, তা হলে অম্‌নি ঠাণ্ডা হয়ে যাব? ঘরে হলে এতক্ষণ আর বাকি থাক্‌তো না। ওঁর সঙ্গে আর সে পাট হবার যো নাই; একটু মিচ্‌রি মুখে দিয়ে পিত্তি রক্ষা কোত্তে হবে।

[রামনিধি ঢুলের গাইতেং প্রবেশ।]

গীত।

ওগো বলি শুঁড়ির দোকানে ঘর আমার।
আগম বাগীশ আন্‌লে আমায় কোরে তাহার তল্পীদার॥
যাচ্চি কি ফুলায়ে ছাতি, যেন গো নবাবের নাতি,
কাতি খাতি গাতি ঘাতি, কি বজ্জাতি হরের মার।
দোষী হয়ে ফাঁকে ফাঁকে, মান করে সে বোসে থাকে,
পায়ে ধোরে খত নাকে, দিলে ভাঙ্গে মান তাহার॥

নদে—(স্বগত) এ ব্যাটাতো ভারি মজার লোক দেখ্‌চি, কেমন জিনিশ টুকু খেয়ে এসেচে, তার চেয়ে এ বিশ্বসংসারে কোন মজাই নাই। এখন এর সঙ্গে ইয়ারকি দিলেও খুব আয়েশ আছে। (প্রকাশ্যে) ওহে ভাই! তুমিত ভারি মজার লোক দেখ্‌চি, তোমার পরিচয়টী দাওনা দাদা? তোমার সঙ্গে আমার ইয়ারকি দিতে ভারি ইচ্ছে হচ্চে।

রাম—"জন্মেচি খুব উচু কুলে। নাম্‌টী রামনিধী ঢুলে।"

নদে—এ তল্পীটী কার ভাই?

রাম—এইত বাবা? তোমার যে এখন ইয়ারকির চ ছ জ ঝ ঞ এর কিছুই বোধ নাই। শর্ম্মাকে দেখে কি সেটা ঠাওরাতে পাল্লেনা।

নদে—আমি ঠাওরেচি, এ তল্পীটী যেন তোমার নীজেরই বোধ হোচ্চে, তুমি আর কি কারো তল্পী-ববে ভাই ?

রাম—না বাবা ? তোমার ও অনুভবটী ফোষ্কে গ্যাচে, এটী আগম-বাগীশ ভট্টাচাজ্জির তল্পী।

নদে—তবেত তুমি একজন ভারি লোক হে ? ভগবতী জানিত ব্যক্তি। এখন জিজ্ঞাসা করি, ইনি এ দিকে কেমন, চলেতো ?

রাম—এইত বাবা ? তুমি সকল কথারই মাত্রা ভেঙ্গে বোস্চো, একতো শুন্লে আগম-বাগীশ, দ্বিতীয়তঃ তাঁর তল্পাদার আমাকে সাক্ষাতে দেখ্লে, তবু এখন বোল্চো তাঁর "চলেতো।" বাবা! না চোল্লে আমার সঙ্গে মিল্বে কেন? "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতাং" আমি আগম-বাগিশের সঙ্গে থেকে এ রকম ত্নটো একটা শিখেচি।

নদে—"সংসর্গ গুণং ভবন্তি গুণং" তাতো জানি হে। আমিও অমন বিস্তর পড়েচি, সংস্কৃত পেটে আমার গজ্গজ কোচ্চে, এতে ছোট ছোট, দুগজ তিনগজ এমন সংস্কৃতও আমার পেটে বিস্তর আছে। এখন জিজ্ঞাসা করি কিছু কি সঙ্গে আছে ?

রাম—আছে ভাই? তবে তোমার তাতে রুচি হবেনা, আগম-বাগীশতো বোতলে খান্না? গাড়ুতে আছে।

নদে—তাতে দোষ কি? যাতেই থাক্‌না কেন? আমাদের বাড়ীতে যে মাটীর পিয়ালাতে দাঁড়াভোগ দিয়ে আসা যায়?

রাম—বাবা! এইবার তুমি একজন মানষের মতন কথা বলেচ।

নদে—আমার কথা এই, ফলে মাল্‌টী ভাল হলেই হলো।

রাম—আগম-বাগীর্শ কি অম্‌নি যেমন তেমন মাল টানেন, যা এই গাড়ুর মধ্যে আছে; নিছক খাঁটী। তেমন তেমন লোকের সাধ্য কি যে খেয়ে সহ্য করে?

নদে—তা বোল্‌তে কি, আমি কখন মাল টেনে নর্দ্দামায় পোড়ে ছুঁচোও ধরিনে, আর পাত্‌কোঝালাও সাজিনে, তা আর কি বোল্‌বো, এখন চাটটাট্‌ কি কিছু আছে?

রাম—এইতো বাবা? মন্‌টীতে ভারি দুঃখ দিলে, হরের মা যে লঙ্কাবাটা আর পিয়াজ দিয়ে ফুলরি বেগ্‌ণি ভেজে দিছ্‌লো, তা আর বোল্‌তে পারিনে। সে সব পোড়া বাকড়ে ভরেচি; তোমার সঙ্গে যে দেখা হবে তাতো জানিনে? এখন কেবল মুড়ী আর মটর ভাজা আছে।

নদে—সেতো মেওয়া হে।

রাম—তার সঙ্গে আবার তুটো একটা দেশীখেতের পেস্তাও আছে।

নদে—তার চেয়ে আর কি থাক্‌তে হয়? মুড়ী আর ছোলার চেয়ে কি জিনিশ আছে, বিশেষতঃ রকমারির সঙ্গে গলাগলি গোচ ইয়ারকি।

রাম—বাবা! পেটরোগা যারা তারাই চাল কড়াই, আর মুড়ী ছোলার নিন্দে করে বৈতনা? তাদের এক তো গ্রহিণী ধরে আছে, তথাপি চালকড়ায়ের নিন্দে কোরে মরে।

নদে—আমার কাছে যারা ভাই চাল ছোলা কি নারিকেল মুড়ীর নিন্দে করে, তাদের নারিকেল মুড়ি আর আছোলা দেওয়াই উচিত।

রাম—তবে বাবা আর বিলম্ব করায় কি ফল আছে? এখন বার করা যাক।

নদে—"শুভস্য শীঘ্রং।"

[গাড়ু হইতে সুরাপান এবং মুড়ীকড়াই ভক্ষণ]

রাম—বাবা! কেমন মজা বল দেখি?

নদে—এমন মজা আরতো কিছুই নাই, এখন মন খুলে গ্যাচে একটা গাওয়া যাক।

গীত।

শবোপরে অসী করে কেমা লোল রসনা।
ওলো বৃন্দে মরি খেদে কৃষ্ণ আমার বসনা॥
দুঃশাসন ধরেচে কেশে, রাখ মা শ্রীমন্তে এসে,
থাক্‌তে আর পারিনে দেশে, সহীরে কি বেদনা।
ধ্রুব আমার দুখের শিশু, ওমা মেরী মলো যীশু,
কিছুতে আর নাহি কো সু, গাড়ু খালি দেখনা॥

[আগম-বাগিশ ও বিদ্যাবাগিশের প্রবেশ।]

বিদ্যা—আগম-বাগিশ মহাশয়! আপনাদের সুরা সেবন করা অত্যন্ত অনোচিত, শাস্ত্রে উহা নিষিদ্ধ।

"মদ্যং নদেয়ং নপেয়ং নান্নু গ্রাহ্য মেতি"

আগম—কি বলেন্ আপনি? ভগবান ভূতভাবন ভবানি-পতির বাক্য লংঘন কোরে কি সামান্য ঋষি বাক্যকে গ্রাহ্য কোত্তে বলেন? কালী-বিলাস তন্ত্রে মহাদেব বোলেচেন।

"পিত্বা পিত্বা পুনঃ পিত্বা পুনঃ পততি ভূতলে।
উত্থায়চ পুনঃ পিত্বা পুনঃ জন্ম নবিদ্যতে॥"

বিদ্যা—মনঃ সংযমের জন্য তিনি এ ব্যবস্থা কোরেচেন সত্য, কিন্তু সকল যুগের মনুষ্যদের প্রতি এরূপ বলেন নাই। কলিযুগাদির প্রতি তিনি বলেচেন।

"পিত্বা মদ্য কলৌ দেবি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে।
সত্যত্রেতা পরাদ্ধেষু প্রশস্তং মদ্যং শোধন ॥
নকলৌ শোধনং মদ্যে নাস্তি নাস্তি বরাননে।
নকর্ত্তব্যং কলৌ মদ্য পানঞ্চ নগ নন্দিনি ॥"

আগম—এতো আপনি বেশ কথাই বোল্‌লেন্, কলি যুগেই মদ্যপান কোর্‌বেনা, এখনতো কলিযুগ নয়॥ আর বিশেষ বিবেচনা কোরে দেখুন, শিব বাক্যের স্থূল তাৎপর্য্য এই, যে সুরা-সেবনটী অত্যন্ত গুহ্য কার্য্য, যে ব্যক্তি সুরা শোধন কোত্তে পার্‌বে, সেই পান কোর্‌বে, তাতে কোন যুগেই নিষেধ নাই।

নদে—(রামনিধির প্রতি) দেখ্‌চো ইয়ার কেমন ঝমা-ঝম লেগে গ্যাচে।

রাম—শুন্‌চি বড় মন্দ হোচ্চেনা, কিন্তু বিদ্যাবাগিশটের কথা শুন্‌লে আমার কানে হাত দিতে ইচ্ছে করে। দেখি! তেমন তেমন যদি হয়, তা হলে ওটার

ডুটো পা ধরে এম্‌নি এক আছাড় দোবো, যে আর টুঁ টী বোল্‌তে পার্‌বে না।

নদে—ওঁর কেমন এক দশা মদের নিন্দে করেই মরেন, আমার দাদা উনি, কিন্তু আমিও আজ ওঁকে দু এক কথা বোল্‌বো।

রাম—কি বলো ইয়ার; ওটা কি তোমার দাদা; ওটাকে কেমন কোরে দাদা বল, আমি যে এক্‌টা আস্ত গাধার মতন দেখ্‌চি। মদের নিন্দে একি প্রাণে সয়? আমার এম্‌নি ইচ্ছা কোচ্চে, যে এখনি ডুটো পায়ে ধোরে এক্‌টী আছাড় দিয়ে নিকেশ কোরে দি।

নদে—ওর কেমন এক দশা চিরকালটাই মদের নিন্দা কোরে মরেন, এর্‌ তরে আমার যেন এক্‌কালে দু চক্ষের বিষ হয়েচে, আজ আমিও দু এক বোল্‌বো?

রাম—বোল্‌বে আর কবে?

বিদ্যা—আগম-বাগিশ মহাশয়! শাস্ত্রে কি তন্ত্রে সুরাসেবনের ব্যবস্থা থাক্‌লেও, যুক্তি-মতে সুরা সেবন করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে? যে দ্রব্যে মনকে হরণ করে, তাহা অত্যন্ত ঘৃণীত। সুরা-সেবনে কি

দেশে অল্প অত্যাচার হয়? আমি বিশেষ বোল্‌তে পারি, আপনাদের সুরাপান করা খুব অনোচিত।

নদে—কিসে অনোচিত, বিচারে তোমাকে দাদা বোলে আর মান্‌বোনা?

রাম—ওহে! ওকি তোমার দাদার মতন দাদা? যে মদের নিন্দে করে তার কি মুখ দেখ্‌তে আছে। দু পাত্র পেটে পোড়্‌লে লোকের পুত্র শোক থাকেনা, খেটে খুটে এসে এক গেলাশ খেয়ে নিদ্রা দিলে কোন শ্রম বোধ হয় না। এমন জিনিশের যে নিন্দে করে, সে কি মানুষের মধ্যে গণ্য? আর দু এক কথা বোল্‌লেই এখনি দফা নিকেশ কোরে দিব।

নদে—(বিদ্যাবাগীশের প্রতি) দাদা! মদের আর নিন্দা কোরোনা, এখন শুন্‌তেতো পাচ্চ, না শুন্‌তে পেলে এখনি ছুলের হাতে অমূল্য প্রাণটী হারাবে। অপঘাতে মলে আর সদ্গতি হবেনা। এখন তোমার সব মিছে শাস্ত্র কাঁটা বনে টেনে ফেলে দাও। আমার একবার নিজ-তন্ত্রের লেখাটা শুন দেখি?

[মদেচাঁদের বিজ্ঞ তন্ত্র পাঠ।]

শৃনু দেবি প্রবক্ষ্যামি সুরাতত্ত্ব প্রকরণম্।
দুল্লভং কারণম্বারি দুল্লভং তস্য সাধকম্॥
বর্ষাধারা সমাসুরা শৌণ্ডিকালয় মম্বরম্।
যো নিত্য সেবয়েৎ সুরা সএব মদ্য সাধকম্॥
শোকতাপ নজানন্তি সুরাপায়ী মহাত্মনম্।
লভয়েৎ সদ্য মোক্ষাঞ্চ পান মাত্রেন কারণম্॥

শুন্‌লে দাদা? আমার কাছে বিদ্যে ফলান আর তোমার চোল্‌বে না? আমি কিছু পড়িনে সত্য? কিন্তু আমার এ এক রকম দৈববিদ্যে জন্মে গেছে। তুমি আমাকে মূর্খ বল, কই এখন আমার কাছে বিচারে এগোও দেখি?

গীত।

তাল খেমটা।

দেখ্‌লে গো কেমন বিদ্যেবল্।
দৈব বলে পেটে আমার সেঁধেচে এ ছল্॥
বিচারে আমার কাছে, সংসারে আর কে আছে,
বাক্‌বাণিরে বাঁধ্‌বো বোলে, বানিয়েছি এক কল।

বিদ্যা—নে আর মাত্‌লামো করিস্‌নে।

নদে—কেন দাদা? এবার কি মুস্কিল বোধ হচ্চে নাকি? শর্ম্মার এমন তো বিচার নয়? এক খানি অবধ্য ব্রহ্মঅস্ত্র বোল্লেই হোলো; কার সাধ্য আমার সম্মুখে এক পা এগোয়? আজ ঠেক্‌লে, জান্‌লে, আর শিখ্‌লে। কেমন দাদা? এখন তো হলো।

আগম—বিদ্যেবাগীশ মহাশয়! তোমার তপ্পীদার তোমাকে পুনঃ পুনঃ দাদা সম্বোধন কোচ্চে কেন?

বিদ্যা—মশায়! ও শৈশবাবধি আমাদিগের বাটীতে আছে, এবং আমার জননীকে মাতৃ সম্বোধন করে, তজ্জন্যই দাদা সম্বোধন কোচ্চে।

নদে—তোমার মাকে আমি মা বোলে ডাকি তাই দাদা সম্বোধন করি? এই বুঝি লেখাপড়া শিখে বিদ্যা-বাগীস হয়ে বিদ্যা ছর্‌কোটা হোলো? কই বল দেখি? আমার যে জন্মদাতা, সে তোমার বাবা নয়; তোমার অপর একটা পিতা আছে?

বিদ্যা—(অধোবদন)

নদে—আগমবাগীশ-মশায়! এবার আমার দাদার মুখের দিকে চেয়ে দেখুন, বাক্‌ রোধ হয়ে গ্যাচে, মুখে আর কথা নাই। এখন ওঁর মনের ভিতর বোধ করি তুলোরাম খেলারাম কোচ্চে?

গীত।

দেখগো আগমবাগীশ চেয়ে দাদার মুখের পানে।
যেমন উনি তেমনি আমি ছাই দিয়েছি চেলে মাঝে॥
বোল্‌বো কি অধিক তাঁরে, যোড়া নাই এ সংসারে,
অন্ন দ্যান্‌না আপন মারে, দেশ যুড়ে সকলে জানে।
যেখানে যাহা পায়, রমণীর সঙ্গে পায়,
জানিনে হায় হায়, কি মন্ত্র দিয়েছেন্‌ কানে॥

আগম—বিদ্যাবাগীশ-মশায়! আপনার তো চরিত্রের বিষয় শুন্‌লেম, এক্ষণে আমরা অগ্রগামী হই। (রামনিধির প্রতি) রামনিধি! এস তবে।

রাম—যে আজ্ঞে চলুন, (নদেচাঁদের প্রতি) আসিইয়ার, সেখানে আবার দেখা হবে।

[আগমবাগীশ ও রামনিধির প্রস্থান।]

বিদ্যা—(নদের প্রতি) বেআক্কেলে! তোর কি কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই? বাড়ী থেকে তেমন কোরে শিখিয়ে আন্‌লেম, যে, তুই আমার ভাই, এ যেন সেখানে কোন ক্রমে প্রকাশ হয় না। যা বারণ কোরেছিলেম, তাই কোরে বোস্‌লি।

নদে—সেতো রামচন্দ্রের সভাতে বোল্‌বোনা বোলেছিলেন, পথে বলেচি তাতে দোষ কি আছে? এতে আরতো মহাভারত খানা অশুদ্ধ হয়নি?

বিদ্যা—ওরে! ভদ্র লোক যেখানে থাকে, তাকেই সভা বলে, তুই আমার ভাই, তোকে তল্পীদার কোরে এনেছি, আগমবাগীশত এটী জেনে গেল?

নদে—তাতে দোষ কি?

বিদ্যা—দোষ নয়, তল্পী কি ভদ্র লোকে বয়?

নদে—ভদ্র লোকে তল্পী বয়না? তবে এই তোমার তল্পী রইলো; শর্ম্মা চল্লেম।

বিদ্যা—বলিস্ কিরে?

নদে—আর বোল্‌বোনাত কি? তুমিই তো চোক্ কুটিয়ে দিলে? আমি কি মুটে?

বিদ্যা—(স্বগত) কি আপদ! পথের মাঝে যে ভারি বিপদেই ফেল্লে দেখ্‌চি? (প্রকাশ্যে) না ভাই তুমি মুটে কেন? তুমি আমার ছোট ভাই।

নদে—আর ও কথা বোল্‌লে শুন্‌চিনে।

বিদ্যা—লক্ষ্মী-দাদা আমার? তোমাকে যা বলেচি তাতে আর অন্যথা হবেনা।

নদে—আমি তোমার সে বারগণ্ডা পয়সা আর চাইনে, শুনেচি, রাজাধিরাজ মহারাজ রামচন্দ্র ভারি দাতা,

তিনি ব্রাহ্মণ কে বিস্তর দান দিচ্চেন, তাতে তাঁর পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই। তিনি সামান্য ঢেঁকির কচ্‌কচি বিদ্যার বিচার শুনেন্‌না, তাঁর নিকটে দুটো অনুস্বার দিয়ে কথা কইলেই হোলো। দাদা! তুমি দেখ, তোমার সঙ্গে আমি সমান বিদায় আন্‌বো, "শর্ম্মা নঃ ভার বাহকং" অর্থাৎ শর্ম্মা আর তোমার তপ্পী ববেন্‌না। বুঝেচো।

বিদ্যা—ভাই! কেন আর অমন কোচ্চ? আচ্ছা তোমাকে যা দিব বলেচি, তার দ্বিগুণ দিব, এক্ষণে তপ্পীটী নিয়ে চল?

নদে—"কুত্রাপিং নঃ যায়স্তিং" অনুস্বার গুলো কেমন অভ্যাস কচ্চি দেখ্‌চো? রামচন্দ্রের সাক্ষাতে বশিষ্ঠ মুনির সঙ্গে এম্‌নি দুটো একটা কথা কইলেই কর্ম্ম ফতে কোরে দিয়ে আস্‌বো। তোমার তপ্পী বয়ে মোর্‌বো কেন?

বিদ্যা—আচ্ছা ভাই! দ্বিগুণের উপর আর চার আনা দিব।

নদে—এ যেন ঘুশো চিংড়ী মাচের দর আরম্ভ কোল্লেন যে? আমি ও চার আনা ফার্‌ আনা বুঝিনে? অর্দ্ধা অর্দ্ধি যদি রাজি হও, তবে বল? কিন্তু

সেখানে যদি অর্দ্ধচন্দ্র হয়, তা হলে আমি তার ভাগে নাই। বাড়ীতে এসে একটী আস্ত আধুলী আর একটী সিকি চাই। অর্দ্ধচন্দ্রের নামের দিকেও যাবনা।

বিদ্যা—(স্বগত) ছোড়া ভারি অন্যায় আরম্ভ কোল্লে, ব্রাহ্মণীর কথা না শুনে একে আনাই অকর্ত্তব্য হয়েচে। কি করি এখন, এখানে আর তো তল্পীদার পাবনা, অর্দ্ধা অর্দ্ধিতে সম্মত না হলে কোনক্রমেই যাবেনা দেখ্‌চি? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ভাই! যা বোল্‌লে তাই হবে, এখন চল।

নদে—এ ভাল কথা, তবে চলুন্! (স্বগত) একহাত দাঁও মারা গ্যালো। এ আর ফস্‌কাবে না। আর বদমাইশীতে মিছে খরচ কোর্‌বোনা? স্ত্রীকে এবার কিছু গয়না গড়িয়ে দিতে হবে, তা হলেই সময় অসময়ে উপকারে লাগ্‌বে?

গীত।

মনের মতন এবার আমি মাগকে সাজাব।
নাকে দিব গুজরি পঞ্চম পায়ে মল্ পরাব॥
চন্দ্র হার সে পোর্ বে বুকে, মল তুলে তার দিব মুখে,
গলগণ্ড গলা জুঁখে, আংটাটী পরাব।
দেখবো চকের পাতা তুলে, শক্র কুলে মোর্‌বে ফুলে,
মনের কথা বোল্‌চি খুলে, বগল বাজাব॥

মদে—দাদা! এবার চলুন তবে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

অঙ্ক সমাপ্তঃ।

[যজ্ঞস্থানে বাল্মিকীর অবস্থিতির স্থান।]

দ্বাদশ অঙ্ক।

—০**০—

[বাল্মিকী ও লব-কুশের প্রবেশ।]

বা—ভাই! তোমাদিগকে যজ্ঞ-বেদী, যজ্ঞ-সমাজ, প্রভৃতি সকলই দর্শন করায়ে আন্‌লেম। এখন জিজ্ঞাসা করি; শ্রীরামচন্দ্রের স্বভাব, আর সভাটী কেমন দেখ্‌লে বল?

লব—মহর্ষি! আমরা রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের বিষয় ও তাঁর কার্য্যাদি যেমন পাঠ কোরেচি, যজ্ঞ-স্থলে সেই গুলি সব প্রত্যক্ষ দেখ্‌লেম্। রঘুবর; সৌম্যমূর্ত্তি, গাম্ভিরাকৃতি, প্রজাবৎসল, নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মনিরত, দয়াশীল, ধৈর্য্যশালী এবং মহাবীর; মহর্ষি! এমত না হলেই বা রঘুকুলোজ্জ্বল ও আপনার মহাকাব্যের গৌরব হবে কেন? শ্রীরাম-চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত কোরে দেখ্‌লে, যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ উপবিষ্ট হয়ে আছেন, এমতই অনুভব হয়।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল জৎ।

বলি শুন গো ও মুনিমণি।
আহা রঘুমণি জন শিরোমণি॥
ভূভার হরণে, প্রজার পালনে,
নাহি আর এমন ভুবনে।
সৌম্যমূর্ত্তি ধৈর্য্যশালী, মহাবীর গুণশালী,
দয়াশালী সর্ব্ব গুণমণি॥
যদি না হবে এমন, তবে তব রামায়ণ,
হবে কেন অমৃতের খনি।
ধর্ম্ম যেন ধর্ম্মাসনে, বসে আছেন্ যজ্ঞাসনে,
অপরূপ রূপে রঘুমণি॥

বা—ভাই! রঘুবীর যজ্ঞস্থলে কেমন সব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়েছেন; আর এই আমাদিগকে যে অট্টালিকায় আবাস-গৃহ দিয়েচেন, তোমরা এমন্ত আর কখন কি দর্শন কোরেচ?

কুশ—মহর্ষি! আমরা কেবল অট্টালিকার নামই শ্রুত ছিলেম, অট্টালিকা কি রূপ তা আমরা জান্‌তেম্ না? আপনার অনুগ্রহে এই যজ্ঞ-সূত্রে এসে সর্ব্ব বিধয়েই আমাদের নয়ন সফল হোলো।

বা—ভাই! এমত অট্টালিকাতে তোমাদের বাস কোত্তে ইচ্ছা হয়?

নব—ভগবন! আপনার আশ্রমে আমরা যে পর্ণকুটীরে জননীর সহিত বাস কোরে আছি, তাহা পরিত্যাগ কোরে এ অট্টালিকাতে বাস করা আমাদের সুখকর নহে।

বা—আচ্ছা ভাই! তোমাদের জননীর সহিত এ অট্টালিকাতে বাস কোত্তে ইচ্ছে হয়?

কুশ—মহর্ষি! এমত অসম্ভব বাসনা আমাদের কেন হবে বলুন? আমরা জনম-দুঃখিনীর সন্তান, জন্মাবচ্ছিন্নই পর্ণকুটীরে বাস কোরে আছি।

নব—মহর্ষি! আমরা তো ততদুর পর্য্যন্ত ভাগ্যশালী নই, যে এ অট্টালিকাতে বাস কোর্‌বো?

গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াখেমটা।

কি বলিব মহামুনি তেমন ভাগ্য কেন হবে।
আশ্রমপাদ-বাসী যারা (ওগো)
রাজবাটীতে রয়গো কবে।
অসম্ভব কিকারণে, বাসনা করিব মনে,

তাপস তনয়গণে, (ওগো)
যেমন থাকে থাক্‌বো সবে।
কপালের ভোগাভোগ, জানিনে বিভব ভোগ,
এমন কি কোরেছি যোগ, (ওগো)
রাজ ভোগে মন মত্ত হবে॥

বা—(স্বগত) আহা! রঘুনাথের সহ বালকদের যে কি সম্বন্ধ, এরা তার কিছুই জানেনা। আমার সঙ্গে যে যজ্ঞ-দর্শন কোত্তে এসেচে, কেবল তাহাই জানে। এখন আমি কি প্রকারে কুশি-লবকে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাত কব্রাই? রাজ-সভাতে লয়ে গ্যালে শ্রীরামচন্দ্র অবশ্যই বালকদের পরিচয় জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন। কিম্বা কৌশলে রঘু-নাথকে বিরলে আনিয়া কুশি-লবের পরিচয় প্রদান করি। এ মনস্থটীতে বিশেষ মনপুত হচ্চেনা; সর্ব্বাপেক্ষা বালকেরা স্থলে স্থলে রামায়ণ সংগীত কোরে বেড়াক্, লোকপরম্পরায় সহজেই রঘুবী-রের কর্ণগোচর হতে পার্‌বে; তাহা হলেই তিনি কুশি-লবকে আহ্বান কোরে সংগীত শ্রবণ কোর্‌-বেন। সেই সূত্রেই পিতা পুত্রের পরিচয় হতে পার্‌বে। (প্রকাশ্যে) ভাই কুশি-লব! তোমরা যে আমার নিকট সুন্দর রামায়ণ সংগীত বিদ্যা

শিক্ষা করেচ, এ উৎসবময় রামরাজ্যে এসে তোমাদের তাহা প্রচার করা উচিত হয়েচে।

নব—মহাশয়! সে রামায়ণে অদ্বিতীয় কবিত্ব শক্তি প্রকাশ কোরেচেন, আমাদের তাহার উপযুক্ত স্থান দেখায়ে দিন, আমরা তথায় সংগীত করি।

বা—ভাই! আমার সে সংগীত গুলি তোমরা সর্ব্বত্রেই প্রচার কোত্তে পার;

কুশ—আপনার অনুজ্ঞা হলে এ বিষয়ে আর অমত কি আছে?

বা—ভাই! আর একটী আমার বিশেষ কথা আছে। রঘুনাথ যদি তোমাদের সংগীত শ্রবণার্থে আহ্বান করেন; সত্বরেই তোমরা তথায় গমন কোর্‌বে; জ্ঞানপাদে বিদ্যার দ্বারাই লোকে পরিচিত এবং যশস্বী হয়। আর যতক্ষণ তোমরা তাঁর নিকটে থাক্‌বে, কোন প্রকার অসভ্যতা কি অনর্থক বাক্য ব্যয় কোরোনা। ভাই! রাজা সমস্ত লোকের জনক, তোমরা তাঁকে পিতার তুল্য সম্মান কোর্‌বে। আর একটী আমার কথা আছে, রঘুনাথ সংগীত শ্রবণ কোরে যদি তোমাদিগকে অর্থের দ্বারা পরিতুষ্ট কর্‌ত্তে ইচ্ছা করেন; তোমরা কোনক্রমেই অর্থ গ্রহণ করিওনা; একান্ত তিনি অর্থ প্রদানে

ইচ্ছুক হইলে কহিবে, অধীশ্বর! আমরা অরণ্যবাসী, ধনে কি ফল আছে; বনের ফল মুল দ্বারা আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ কোরে থাকি। তৎপর তোমা-দিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কহিবে, মহারাজ! আমরা আশ্রমবাসী; বাল্মিকীর শিষ্য।

কুশ—যে আজ্ঞা, তবে আমরা এক্ষণে চল্লেম।

[বীণা লইয়া লব-কুশের প্রস্থান।]

বা—(স্বগত) ইহাই উত্তম সংকল্প বিবেচনা হোচ্চে, বিনা প্রার্থনায় সহজেই কৃতকার্য্য হতে পার্বো। লব-কুশের সংগীত শ্রবণ কোরে কেহ না কেহ অব-শ্যই শ্রীরামচন্দ্রের কর্ণগোচর কোর্বে; তিনি জানকীর বিরহানলে সন্তপ্ত আছেন, এ সংগীত শ্রবণ কোত্তে বিশেষ যত্নশীল হবেন, তার আর সন্দেহ নাই। আমাকেও বালকদের পশ্চাতে পশ্চাতে এবিষয়ের তদন্ত জান্তে হোলো।

[বাল্মিকীর প্রস্থান।]

অঙ্ক সমাপ্তঃ।

[যজ্ঞস্থানের রাজসভা।]

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[শ্রীরামচন্দ্র সভাসদগণের সহিত আসীন।]

[বিদুষকের প্রবেশ।]

বিদু—মহারাজ! আপনি কি চমৎকারই অশ্বমেধ যজ্ঞ কোল্লেন, চাদ্দিকে এককালে ধন্য ধন্য হয়ে গ্যাচে, ত্রিলোকের লোক কেহ আস্তে আর অবশীষ্ট নাই; আর সকলেই খুব সন্তোষিত হয়েচে। আমার ব্রাহ্মণীটে বিশ্বের নিন্দা কোরে মরে, কিন্তু এ কার্য্যে তারও মুখ বন্ধ হয়ে গ্যাচে।

রাম—ভাই! এখন কি আর দুটো একটা মণ্ডা চোল্‌বে?

বিদু—না-না-? আপনি এখন আর কিছু দিন তার নাম কর্‌বেন না? এবার ব্রহ্মার মন্দাগ্নি হয়ে গ্যাচে।

রাম—এইত ভাই শেষটাতে নাম ডোবালে।

বিদু—ডুবুক, তাতে আর দুঃখ নাই।

রাম—আচ্ছা ভাই? এ যজ্ঞ-সূত্রে লোকের উৎসব কেমন দেখ্‌চো?

বিদূ—লোকের উৎসবের সীমা ছিলনা। কিন্তু কোত্থেকে দুটো ছেলে এসে বীণা বাজিয়ে যে কি মধুর স্বরে গীত গাচ্চে, তা আর বোল্‌তে পারিনে, কিন্তু তাতেই এককালে লোকদিগকে নিরুৎসব কোরে ফেলেচে।

রাম—কেন হে? তারা কি গীত গাচ্চে।

বিদূ—আপনারই চরিত্র বিষয়ক। আমি শুনে এলেম, সীতাকে রাবণ হরণ কোরে নিয়ে যাচ্চে, সেই সময়টার গীত শুনে লোকের চকের জল আর থাম্‌চেনা।

রাম—বিদূষক! তুমি ভাই তাদের আমার নিকটে লয়ে এস দেখি?

বিদূ—মহারাজ! আপ্‌নার আজ্ঞার আর অপেক্ষা রাখিনে। তাদের সমভিব্যাহারেই লয়ে এসেচি। (নেপথ্যাভিমুখে) ওহে ভাই? তোমরা এদিকে এস দেখি।

[নব-কুশের প্রবেশ।]

নব—মহারাজ! আমাদিগকে কি অভিপ্রায়ে আহ্বান কোল্লেন?

রাম—তোমরা নাকি উত্তম সংগীত বিদ্যা শিক্ষা কোরেছ, তাহা শ্রবণ কর্‌বার মানসেই আহ্বান কোরেছি।

লক্ষ্মণ—(স্বগত) ঋষিকুমারদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রঘুনাথের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহ কিছু মাত্র প্রভেদ নাই।

গীত।

রাগিণী ললিত ভৈরবী। তাল আড়াক্ষেমটা।

আমরি আমরি কিবা রূপ আমরি।
কেরে তোরা ঋষিকুমার আয় আমি কোলে করি॥
হেরি যেরূপ নয়নে, প্রভেদ নাই রামের সনে,
রঘুনাথ যান বনে, এই বেশে হায়।
জিজ্ঞাসি যা তা জান কি, মা কি তোদের মা জানকী,
বল শুনিরে জানকী, আছেন কি প্রাণ ধরি॥

লক্ষ্মণ—(স্বগত) কি আশ্চর্য্য! আর্য্য যখন বনবাসে তপস্বীর বেশ ধারণ কোরেছিলেন, ঋষি-কুমার দুটীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে ঠিক তেম্‌নি দেখ্‌চি? কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

রাম—(লব-কুশের প্রতি) আমার একান্ত মানস হয়েচে, যে তোমাদের একটু সংগীত শ্রবণকরি।

নব—মহারাজ! আমাদের সে সংগীত-কাব্য আপনার চরিত্র বিষয়ক ও অত্যন্ত বহুল, তাহার কোন্ অংশ সংগীত কোর্‌বো আজ্ঞা করুন।

রাম—এক্ষণে তোমাদের যে অংশ ইচ্ছে হয় কিয়ৎক্ষণ তাহাই সংগীত কর।

নব—যে আজ্ঞে। ভগবতী জানকীদেবীকে যখন রাবণ হরণ কোরে অশোক বনে রেখেছিল, রাক্ষসীর তাড়নায় তিনি যেরূপ বিলাপ কোরেছিলেন, এক্ষণে তাহাই সংগীত করি।

সংগীত।

রাগিণী ললিত। তাল জৎ।

কোথা ওহে রঘুপতি কমললোচন।
অশোক-কাননে দাসীর রহেনা জীবন॥
তোমার বিরহানলে, একেত অন্তর জ্বলে,
রাক্ষসীরা কটু বলে, বেত্রাঘাত তায় কি বেদন।
সহেনা জীবনে আর, হোলোনা মম উদ্ধার,
নির্ম্মল কুলে এবার, হোলো কলঙ্ক রটন॥
কত কথা কবে লোকে, মর্ম্মান্তিক ইহলোকে,
ভাল কর পরলোকে, আসি দেহ দরশন।
তব পদ নিরীক্ষিয়ে, চরণে সতীত্ব দিয়ে,
পাতিব্রত্যে প্রাণ ত্যজিয়ে, করি তাহা উদ্‌যাপন।

রাম—তোমাদের এ মহাকাব্য কোন মহাত্মার প্রণীত, আর তোমাদের সংগীত বিদ্যার শিক্ষকই বা কে?

কুশ—মহারাজ! ভগবান বাল্মিকী আমাদিগের এ মহাকাব্যের প্রণেতা, আমরা তাহারই প্রতিপালিত, এবং তাহার নিকটেই এই সংগীত বিদ্যা শিক্ষা করেছি।

রাম—মহর্ষি বাল্মিকী ইহাতে অসাধারণ কবিত্ব শক্তি প্রকাশ কোরেচেন, ইহা দেখ্‌চি কারুণ্যরসেই পরিপূর্ণ; ইহার অল্প অংশ শ্রবণ কোল্লে মন পরিতৃপ্ত হয়না। অদ্য তোমরা অধিক পরিশ্রম কোরেছ, এজন্য তোমাদের আর কষ্ট প্রদান করিতে আমার ইচ্ছে হচ্চেনা; আগত কল্য তোমাদের সংগীত রীতিমত শ্রবণ কোর্‌বো। এক্ষণে তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর।

নব—যে আজ্ঞে।

[নব-কুশের প্রস্থান।]

রাম—(স্বগত) আমার মন এমন হোলো কেন? আপনার সন্তানকে দেখ্‌লে মনোমধ্যে যেরূপ বাৎসল্যভাব উদয় হয়, ঋষিকুমারদের দেখে আমার অবিকল সেই রূপ হয়েচে। এরা অপরিচিত, অকস্মাৎ

আমার এমন ভাব কেন উদয় হোলো? জানকীকে যে অবস্থায় পরিত্যাগ কোরেছি, তাতে যে সীতা জীবিতা আছেন, এমত মনোমধ্যে ভ্রমেও বোধ হয়না; লক্ষ্মণ বনবাস দিয়ে আসতেই সীতা প্রাণ পরিত্যাগ কোরেচেন, তার আর সন্দেহ নাই। (ক্ষণেক পরে) বালকদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখ্‌লে, ক্ষত্রীয়জাত বোলেই বোধ হয়, দ্বিতীয়তঃ আমারই অবয়বের সমতুল্য; বাল্মিকী আশ্রমে থাকে, এ কথাও বোলেচে, শুনে পর্য্যন্ত মনটা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েচে। লক্ষ্মণ সীতাকে বাল্মিকী আশ্রমেই বনবাস দিয়ে এসেচে, এরাতো সীতার সন্তান হবেনা? মৈথিলীর গর্ব্ভ দেখে সকলেই অনুভব কোরেছিল, যমজ সন্তান হবে। (ক্ষণেক পরে) আমার এ আশা করা অসম্ভব হোচ্চে। তাহাই যদি হবে, জানকীর বিরহানলে এত সন্তপ্ত হবো কেন?

গীত।

ওরে ও দারুণ বিধি যদি ছিল এত মনে।
আমার উদ্ভব তবে কোরেছিলে কি কারণে॥
তুমি কি জাননা মনে, জানকী জীব জীবনে,
জানকী জীব বিহনে, বাঁচি জীবনে কেমনে॥

রাম—বালকেরা যে ঋষিকুমার নয়, এ আমি মনে মনে বেশ জান্‌তে পাচ্চি, ঋষিকুমার হলে একাদশ বর্ষে উপনয়ন ও সংস্কার কেন হবে? তা হলে গর্ব্ভাষ্ট-মেই উপনয়ন হোতো, আর ঋষিকুমারদের ন্যায় আকারও নয়। ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব হলে এরা সীতা-রই সন্তান হবে; তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমার মতন আর এমত হতভাগ্য কার আছে? আমা ভিন্ন কোন ক্ষত্রিয়ের সন্তান তপোবনে প্রতিপালিত হয়? জানকী যদি জীবিতা থাকে, তবে এরা আমারই সন্তান বটে? ইহাপেক্ষা নিরা-নন্দের পর আর আনন্দ কি আছে? মৈথিলীকে যে বনবাস দিয়েচি, এখন তাঁকে পুনর্ব্বার কি কোরে গ্রহণ কোর্‌বো! তা হলেতো প্রজারঞ্জন করা হবে না? (ক্ষণেক পরে) না হয় রাজ্যভার পরিত্যাগ কোরে প্রিয়সীকে ও বালকদের লয়ে বন-গমন কোর্‌বো। (ক্ষণেক পরে) এ আমি উন্মত্তের সদৃশ অভিলাষ কর্চ্চি। আর ঋষিকুমা-রদের আত্ম তনয় বোধ করা ইহাও অল্প মহা-পাতক নহে?

লক্ষ্মণ—আর্য্য! বালক দুটীকে বিদায় দিলেন কেন? না হয় অদ্য উহারা এই স্থলেই থাক্‌তো। বালকের সভাবে অনায়াসেই স্থানান্তরে যেতে পারে।

রাম—ওরা ভগবান বাল্মিকীর শিষ্য, মহর্ষিকে পরিত্যাগ কোরে যেতে পার্‌বে না। কল্য রীতিমত উহাদের সংগীত শ্রবণ কোর্‌বো। এক্ষণে চল ভাই আর্য্যাদের সমীপে গমন করি।

[সভাভঙ্গ ও সকলের প্রস্থান।]

ইতি প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক।

[যজ্ঞস্থানের রাজসভা।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাম—লক্ষ্মণ! ঋষিকুমারেরা এখন আস্‌চে না কেন? তাহাদের বিদায় দিয়ে পর্য্যন্ত আমার যে মনটা কি হয়ে আছে তা আর বোল্‌তে পারিনে।

লক্ষ্মণ—আর্য্য! সে কথা আর আমাকে কেন বোল্‌চেন। আপনি আর কিছু আপনাকে দেখ্‌তে পান্‌না। ঋষিকুমারেরা আস্‌তে তাদের দেখে, আপনা দিকে চেয়ে দেখ্‌লে যে কি মনে হয়, তা আর কি বোল্‌বো? ভগবান কি বাসনা সফল কোর্‌বেন?

লব-কুশ সহ বাল্মিকীর প্রবেশ।]

রাম—আস্‌তে আজ্ঞা হয়, কি সৌভাগ্য! প্রণাম হই। (প্রণাম) মহর্ষি! আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বো।

বা—তার আর বাধা কি? অগ্রে সংগীত শ্রবণ করুন, আমার পরিশ্রম সফল হোক, পশ্চাতে যাহা বাসনা

আছে, প্রশ্ন কোর্‌বেন। (নব-কুশের প্রতি) ভাই কুশি-লব! তবে তোমরা সংগীত আরম্ভ কর।

নব—যে আজ্ঞে।

(সংগীতারম্ভ।)

রাগিণী ভৈরবী। তাল ঝং।

ক্ষিতিভার ভরে দুঃখ গণে।
ভার হরণে, কমলাসনে,
চারি অংশে রাম অবতীর্ণ ধরাভুবনে॥
তাড়কার প্রাণ হরি, হরধনু ভাঙ্গি হরি,
দার-পরিগ্রহ করি, আসিলেন ভবনে।
দশরথ রঘুবরে, রাজ্য দিতে ইচ্ছা করে,
কৈকৈ বিষাদ করে, দিল শ্রীরামে বনে॥
লক্ষ্মণ জানকী সনে, রহেন পঞ্চবটী বনে,
এসো রাম সম্ভাষণে, সূর্পনখা কুমনে।
বিফল করিতে আশা, ঘুচাতে প্রেমের আশা,
কাটিলেন কর্ণ নাশা, লক্ষ্মণ ক্রোধ মনে॥
সূর্পনখা লঙ্কেশ্বরে, সত্বরে বিদিত করে,
রাবণ সীতারে হরে, রাম ব্যাকুল মনে।
বালীরে নিধন করি, সুগ্রীব সহায়ে হরি,
সাগর বন্ধন করি, বধিলেন রাবণে॥

সীতার পরিক্ষা লয়ে, আসিয়ে অযোধ্যালয়ে,
বসিলেন রাজা হয়ে, শ্রীরাম সিংহাসনে।
দুষ্ট লোকে সাধে বাদ, জানকীর অপবাদ,
প্রকাশিল কি বিষাদ, রাম তাহা শ্রবণে॥
কে বলে রাম দয়াময়, প্রস্তর সম হৃদয়,
নাহি তেমন নিদয়, কেহ ধরা ভুবনে॥
আহা সীতা সাধ্যাসতী, ছিলেন তখন গর্ব্ববতী,
বনে দিলেন রঘুপতি, দুঃখিত জনগণে।
জানকী বাল্মিকী বনে, দিবানিশি অনোসনে,
থাকি যুগল নন্দনে, প্রসবে দুঃখ মনে॥

নব—মহারাজ! এই পর্য্যন্ত আমরা সংগীত শিক্ষা করেছি, মহর্ষি বাল্মিকীর রামায়ণ-কাব্যের মধ্যে ইহার পরিশীষ্ট আছে।

রাম—(বাল্মিকীর প্রতি) মহর্ষি! আপনার কাব্য-মধ্যে অসাধারণ কবিত্ব শক্তি দেখ্‌লেম। দ্বিতীয়তঃ বালক দুটীকে আমার বাৎসল্য মমতার আধার স্বরূপ দেখ্‌চি, সংগীত যে কি মধুর তাহা আর বোলে জানাতে পারিনে, কিন্তু শ্রবণ কোল্লে মনোমধ্যে পরিতাপের পরিসীমা থাকে না। (লক্ষ্মণের প্রতি) ভাই লক্ষ্মণ! ঋষিকুমারদ্বয়কে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান কর।

নব—মহারাজ! আমরা অরণ্যবাসী আমাদের ধনস্পৃহা নাই; বনের ফল মূল আহারেই জীবন ধারণ কোরে থাকি। মহর্ষি বাল্মীকীর প্রসাদে বিস্তর কষ্টে আমরা এই সঙ্গীত শিক্ষা কোরেছিলেম, আপনি যে ইহা শ্রবণ কোরে সন্তোষ লাভ কল্লেন, তাহা-তেই আমাদের শ্রম সফল হয়ে চরিতার্থ হয়েছি।

[ক্রৌঞ্চকির প্রবেশ।]

ক্রৌ—মহারাজ! ঋষিকুমার-দ্বয়ের সংগীত শ্রবণ কোরে মহারাণী কৌশল্যা প্রভৃতির পরিতাপের পরিসীমা নাই। তাঁরা সকলেই রোদন কোচ্চেন। মহারাণী কৌশল্যা ধরাশায়িনী হয়ে পড়ে আছেন। আমাকে বালক দুটীকে তাদের নিকটে লয়ে যেতে অনুমতি কল্লেন্।

রাম—(বাল্মিকীর প্রতি) মহর্ষি! অনুমতি করেন্তো ঋষি-কুমার দুটীকে জননীদিগের নিকটে প্রেরণ করি।

বা—মহারাজ! আপনি যে অনুজ্ঞা কোর্‌বেন, তদ্বিষয়ে আর বাধা কি আছে? (নব-কুশের প্রতি) ভাই কুশি-নব! রঘুবীর একবার তোমাদিগকে

অন্তঃপুরে গমন কোর্ত্তে অনুরোধ কোরেচেন, রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালন করা সর্ব্বতো মতে বিধেয়, অতএব রঘুনাথের অনুমতি এবং আমার বাক্য রক্ষার্থে তোমরা একবার মহারাণীদিগের সহিত সাক্ষাৎ কোরে এস।

কুশ—মহর্ষি! আমরা একালপর্য্যন্ত আপনার আজ্ঞা শিরধার্য্যপূর্ব্বক বহন কোরে আসুচি, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন অমত নাই; এক্ষণে অনুমতি করুন, আমরা মহারাণীগণের সহিত সাক্ষাত কোরে আসি।

বা—এস ভাই! কালবিলম্বের আর কোন প্রয়োজন করেনা। (ক্রৌঞ্চকির প্রতি) ক্রৌঞ্চকি! বালক-দ্বয়কে লয়ে অন্তঃপূরে গমন কর।

ক্রৌ—যে আজ্ঞে।

[লব-কুশ ও ক্রৌঞ্চকির প্রস্থান।]

[অপর দিকে সকলের প্রস্থান।]

ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[যজ্ঞস্থানের রাজঅন্তঃপুর।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[কৌশল্যা প্রভৃতি রাজপরিবারগণের আসীন।]

[লব-কুশের প্রবেশ।]

কৌ—(লব-কুশকে ক্রোড়ে লইয়া) বাছা! তোমাদের আমার রামের অবয়ব দেখ্‌চি, তাতে ঋষিকুমার বোলে কোনক্রমেই বোধ হচ্চে না। এখন পরিচয় দিয়ে আমার চিরসন্তপ্ত চিত্ত-সুশিতল কর দেখি?

কুশ—ওগো! আমরা তপোবনবাসী, চির-দুঃখিনীর সন্তান। আপনি আমাদের ক্রোড়ে লয়ে এত শোকাকুল হচ্চেন কেন?

কৌ—বাছা! তোমাদের পিতা মাতার নাম কি বল দেখি?

কুশ—আমরা জন্মাবধি জন্ম-দাতাকে দেখিনে, জননী তপস্বিনী, তাঁর নামও কখন শ্রবণ করিনে। মহর্ষি বাল্মিকীর দ্বারা তাঁর তপোবনেই প্রতি-পালিত হয়েচি।

কৌ—তোমাদের জননীর চরিত্র ও আকার কেমন?

কুশ—তিনি মৃদু স্বভাবা, সুবর্ণ বরণা; স্বাভাবিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গা, ধর্ম্মনিরতা, পরহিত-পরায়না, লজ্জা-শীলা, পতিব্রতা, তাঁর অন্তর সর্ব্বদাই কারুণ্যরসে পরিপূর্ণা।

কৌ—(স্বগত) এরা যে আমার রামের পুত্র তার আর কোন সন্দেহ নাই। রাম আমার বাল্যাবস্থায় এমনি সুমধুর স্বরে কথা কইতো। ভগবান কি এমন দিন কোর্‌বেন, যে এই বালকেরা জানকীর সন্তান হবে? জনক-তনয়া আবার কি এই নিরুৎসবময় অযোধ্যাকে পুনর্ব্বার উৎসবময় কোর্‌বেন? নগর-বাসীদের কি শোকানল নির্ব্বান ও অযোধ্যার শ্রীহীন-দশা তিরোহিত হবে? এতো আমার অদেষ্ট-ক্রমে কোনক্রমেই মিচ্চেনা? (প্রকাশ্যে (আমি নারীজন্ম ধারণ কোরেতো কখন সুখী হইনে? স্বামি সপত্নির পরবশ ছিলেন, কোথা রাম রাজা হবেন, জানকী তাঁর বামভাগে রাজসিংহাসনে বোস্‌বেন, তাতে কিনা চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বাছা আমার বনগমন কল্লে? তার উপরে অসহ্য পতি-বিয়োগ শোকও সহ্য কোরেছি। তারপর রাম বনবাস হতে অযোধ্যায় এসে রাজা হতে

পোড়া দুষ্ট লোকের বাক্যে রঘুবীর আমার সোণার প্রতিমা সীতাকে বনবাস দিয়েছেন। হায়! হায়! আবার কি আমার নয়নের নিধি জানকীকে দেখ্‌তে পাবো? হা! বৎসে মৈথিলী! তোমার অভাবে অযোধ্যাধাম অন্ধকারময় হয়ে রয়েচে, নগর-বাসীরে শোকানলে সর্ব্বদাই সন্তপ্ত হোচ্চে, রঘুনাথের দিবানিশি মলিন বদন দেখে আমার অন্তর বিদীর্ণ হোতে থাকে; রাম আমার কেবল প্রজারঞ্জনের জন্য তোমাকে বনবাস দিয়ে সর্ব্বদাই "হা জানকী হা জানকী" বোলে রোদন কোচ্চে, লক্ষ্মণ অনুক্ষণ "মা জানকী মা জানকী" বোলে বিলাপ কোরে উঠ্‌চে, ভরত, শত্রুঘ্নের আর দুঃখের পরিসীমা নাই, তোমার ভগ্নিরে সব সয্যাশায়িনী হয়ে পোড়ে আছে। জানকি! তুমি যে আমার নয়নের পুত্তলী, তোমার অভাবে বিশ্বসংসার যে অন্ধকারময় দেখ্‌খি মা? তোমাকে ক্ষণেক না দেখ্‌লে আমার যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যেতো, এখন এতকাল তুমি কেমন কোরে এ অভাগিনীকে ভুলে আছ মা?

নব—ওগো! আপনি আমাদের ক্রোড়ে লয়ে এত রোদন কচ্চেন্ কেন?

কৌ—যাদুমণি! তোমাদের জননী এখন কি অবস্থায় আছেন।

নব—তাঁর দেহে এখন কেবল প্রাণটী আছে। ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে আস্‌চেন, বোধ করি আর অধিক দিন বাচ্‌বেন না? পিতা কেমন তা আমরা জানিনে, ভগবান্ অল্পকালেই আমাদের মাতৃহীনও কর্‌বেন। আমরা এই যজ্ঞ দর্শন কোত্তে এসেছি কিন্তু আমাদের জননী জীবিত আছেন কি না তা সন্দেহ।

কৌ—(স্বগত) এরা যে আমার জানকীর পুত্র, আর তাতে কোন সন্দেহ নাই। একবার জানকী বোলে জিজ্ঞাসা কোরে দেখি। (প্রকাশ্যে) বাছা! তোমরা কি জানকীকে জান?

গীত।

রাগিণী ললিত ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

জানকি জানকি কোথা ওমা জানকি।
ওরে যাদুমণি তোরা জানকীরে জান কি।
জানকী জীবন ধন, জানকী মম নয়ন,
অযোধ্যা হয়েছে বন, বিহনে সে জানকী।
আহা জানকী রতনে, বিনাদোষে দিল বনে,
বেঁচে কি আছে জীবনে, মম জানকী।

জানকী নয়নের তারা, জানকীরে হয়ে হারা,
নয়নে বহিছে ধারা, অদর্শনে জানকী॥

নব—ওগো! আপনি ধৈর্য্য ধরুন, আমরা তো আপনার জানকীকে জানিনে, তা জান্‌লেও এ বিষয়ের একটা প্রতিকার কর্ত্তেম। এক্ষণে আমাদের বিদায় দিন, আমাদের জননীর জন্যে মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েচে, আজই আমরা তপোবনে গমন কোর্‌বো।

কৌ—আমার দেহে জীবন থাক্‌তেতো তোমাদের তপোবনে যেতে আর বিদায় দিতে পার্‌বোনা।

নব—(কুশের প্রতি) দাদা! কেন ভাই আমরা যজ্ঞ-দর্শন কোত্তে এসেছিলেম, রাজ-মাতার পরিবেদনাতে আমাদেরও দুঃখের পরিসীমা নাই। কিন্তু জননী আমদের বিদায় দিয়ে জীবিত আছেন কি না সন্দেহ হোচ্চে। এক্ষণে বিদায় লয়ে চল ভাই আমরা সত্বরে তপোবনে গমন করি। আমাদের জনম দুঃখিনী জননী এতো জান ভাই?

গীত।

দেহ বিদায় গো রাজজননী।
জনম দুঃখিনী বলিগো জননী।
আমাদের বিদায় দিয়ে, মা আছেন ধরায় পড়িয়ে,
ভাবিছেন কত মনে গণি।

দেহ গো বিদায় সত্বরে, বলি তোমার ধোরে করে,
হেরি গিয়ে মায়েরে এখনি।
ওগো জননী বিহনে, জানিনে কাহারে মনে,
পিতা মাতা আমাদের জননী॥

কৌ—বাছা! তোমাদের যে তপোবনে যেতে বিদায় দিব, এমত আর আমার বাসনা নাই। তোমরা বিশেষ-রূপ পরিচয় প্রদান কোত্তে পাল্লেনা, আমি একবার মহর্ষি বাল্মীকীকে তোমাদের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করি, ক্ষণেককাল অপেক্ষা কর। (ক্রৌঞ্চকির প্রতি) ক্রৌঞ্চকি! একবার মহর্ষি বাল্মীকীকে আমার সমীপে লয়ে এস।

ক্রৌ—যে আজ্ঞা।

[ক্রৌঞ্চকির প্রস্থান।]

কুশ—ওগো! আমাদের মন যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েচে, বোধ কচ্চি আমাদের জননী আর জীবিতা নাই। আপনি আমাদের বিদায় দিতে আর কাল বিলম্ব কর্‌বেন না।

গীত।

ওগো সত্বরে দাও অনুমতি।
জননী বিহনে মনে দুখ অতি।
বলি গো ধরিয়ে পদ, হেরিগে মায়ের পদ,
যে পদে আমাদের সদা মতি।
তাঁর পদ চিন্তা করি, দুটী ভেয়ে কাল হরি,
সেই পদে রতি মতি গতি।

[ক্রৌঞ্চকি ও বাল্মিকীর প্রবেশ।]

কৌ—(বাল্মীকীকে দেখিয়া) ভগবন্! প্রণাম হই।
(প্রণাম)

বা—ধর্ম্ম বৃদ্ধি হউক।

কৌ—আসন পরিগ্রহ কোরে চরিতার্থ করুন।

বা—(উপবেশন)

কৌ—মহর্ষি! শ্রীচরণে আমার একটী নিবেদন আছে, আপনার শিষ্য দুটীর বৃত্তান্ত আমাকে বিশেষ কোরে বলুন; ঋষিকুমার বোলে আমার তো কোনক্রমেই বোধ হচ্চেনা, এরা আমার জানকীর পুত্র এমতই অনুভব কচ্চি। এক্ষণে আপনার এই শ্রীচরণ ধোরে পোড়লেম, বালকদের পরিচয় দিয়ে আমার মৃতু্য দেহে প্রাণ দান দিন।

বা—আপনি আর সন্দেহ কচ্চেন্ কেন ? অনল কখন তৃণে আবৃত থাকেনা, সময় ক্রমেই প্রদীপ্ত হয়ে উঠে। বালকদের আর ঋষিকুমার বোলে সন্দেহ কোর্‌বেন্ না, এরা আপনার জানকীর পুত্র। মহাবীর লক্ষ্মণ যে দিবস সীতা দেবীকে বনবাস দিয়ে এলেন, তিনি তদবধি দিবাচন্দ্রের ন্যায় ম্লানা হয়ে আমার আশ্রমপাশে বাস কচ্চেন, তিনিই এই যমজ সন্তান প্রসব কোরেচেন। (লবকুশের প্রতি) ভাই কুশি-লব ! তোমরা যে আমার রামায়ণের মধ্যে মহারাণী কৌশল্যার বিষয় পাঠ করেচ, রঘুনাথের বনবাস গমনে যিনি চতুর্দ্দশ বৎসর ধরাশায়িনী হয়ে ছিলেন তিনিই এই শ্রীরামচন্দ্রের গর্ভধারিণী, তোমাদের পিতামহী। দেবগণের কার্য্যপরবশে দুষ্টা সরস্বতী যে নিরপরাধিনীর কণ্ঠে অধিষ্ঠান হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য রঘুনাথকে বনবাস দিয়েছিলেন, তিনিই এই কৈকৈ। পুত্র কামনায় কৌশল্যার ও কৈকের নিকটে যিনি চরু চেয়ে ভক্ষণ কোরে মহাবীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব কোরেচেন, তিনিই এই সুমিত্রা। যে লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশ বর্ষ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ কোরে বাসবজয়ী মেঘনাদকে বধ কোরেছিলেন, ইনিই তাঁর

ভার্য্যা উর্ম্মিলা, তোমাদের পিতৃব্য পত্নী। রঘুনাথের বনগমনে যিনি শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাকে রাজজ্ঞানে প্রজারঞ্জন করিতেন ইনিই তাঁর ভার্য্যা মাণ্ডবী; তোমাদের পিতৃব্য পত্নী। যিনি ভরতের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে সুশৃঙ্খল মতে রাজকার্য্য পর্য্যাবসান কোচ্চেন, ইনিই তাঁর ভার্য্যা শ্রুতকীর্ত্তি, তোমাদের পিতৃব্য পত্নী। তাই কুশলব, তোমাদের পিতামহী ও পিতৃব্য পত্নীদের প্রণাম কর।

[লব-কুশের সকলকে প্রণাম।]

কৌ—মহর্ষি! আপনি আমার মৃত্যু দেহে প্রাণ দান দিলেন। এক্ষণে যিনি অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী, অরুন্ধতির প্রিয় বাদিনী, মহামুনি বশিষ্ঠের সেবাকারিণী, পতিব্রতাদের পাতিব্রত্য শিক্ষাদায়িনী, আমার নেত্রের পুত্তলি, সেই জানকীকে আনাইয়ে দিন। যাঁর অভাবে অযোধ্যাধাম অন্ধকারময় হয়ে রয়েচে।

গীত।

রাগিণী ললিত ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

নিবেদন তপোধন কর কৃপাবলোকন।
দেহ আনাইয়ে আমার দেহের জানকী জীবন।

কি আর অধিক কব, নাহি অবিদিত তব,
জানকী বিহনে শব, সম দেখ সব জন॥

বা—ক্ষণেককাল বিলম্ব করুন, আমি তাঁকে আনিয়ে দিচ্চি। আর বিলাপ কোর্ বেন না।

[বাল্মিকীর প্রস্থান।]

উ—(স্বগত) দিদি আমার রাজনন্দিনী রাজরমনী পতি-সোহাগিনী, তাতে আবার অভিমানিনী; বনবাসীনী হয়ে তিনি যে জীবিতা আছেন, এ আমার মনোমধ্যে কোনক্রমেই বিশ্বাস হচ্চে না। একবার চতুর্দ্দশ বৎসর বনে গেছ্লেন সত্য, তাতে কেওত তাঁকে বনবাস দ্যায়নি; তিনি পতিব্রতা বোলে পতির অনুগামিনী হয়ে ছিলেন। এবার আরতো তা নয়, এ যে রঘুনাথ তাকে বনবাস দিয়েছেন? এ পরিবেদনা রাখ্বার তাঁরতো স্থান নাই। তিনি তৎকালীন গর্ব্ভবতী ছিলেন, পুত্র হত্যার ভয়ে যদি আত্মনাস না কোরেথাকেন, কিন্তু এই যমজ সন্তান দুটীকে প্রসব কোরেই প্রাণ পরিত্যাগ কোরেচেন, তার আর সন্দেহ নাই। কোন মুনি-কন্যা কুশি-লবকে প্রতিপালন কোরে থাক্‌বে?

এরা এখন তাঁকেই জননী বোধ করে, তাই বোল্‌লে আমাদের মা তপোবনে আছেন। (নব-কুশের প্রতি) বাবা কুশি-নব! জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের চিরদুঃখিনী জননী জানকী কি জীবিতা আছেন? না তোমরা ভূমিষ্ঠ হতেই তিনি অভিমানে প্রাণ পরিত্যাগ কোরেচেন? হায়! হায়! আমরা কি হতভাগিনী, দিদি আমাদের জননীর অপেক্ষা কত মমতা কোত্তেন; বিধাতাকে কি তাঁর ভাগ্যে এম্‌নি কোরেই দুঃখ লিখ্‌তে হয়? হায়! হায়! যাঁর পর দুঃখে দুঃখের পরিসীমা থাকেনা, যাঁর পতি-ভক্তি ও প্রিয়তার ইয়ত্তা নাই; যিনি যাবদীয় প্রাণীকে পুত্র জ্ঞান করেন্; যিনি নিজজননী ধরিত্রীর নিকটে ধৈর্য্যগুণ শিক্ষিতা; আহা! তিনি এমত কি মহাপাতক কোরেছিলেন, যে, এই অসহ্য মন দুঃখে সন্তাপিতা হলেন? (ক্ষণেক পরে) আমি বিশেষ বোল্‌তে পারি, দিদি আমাদের জীবিতা নাই। যদিও তিনি একাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন, কিন্তু কুশি-নবকে অযোধ্যায় পাঠিয়ে দিয়ে প্রাণ পরিত্যাগ কোরেচেন। (নব-কুশের প্রতি) যাদুমণি! তোমরা কেমন কোরে তোমাদের জননীকে পরিত্যাগ কোরে এলে?

কুশ—ওগো আমরা জননীর সম্মত লয়ে এসেছি, আপনি ধৈর্য্য ধরুন।

উ—বাবা কুশি-লব! আমি যে আর কোনক্রমেই ধৈর্য্য ধোত্তে পারিনে, তৃণরাশি অগ্নির উপরে আর কত-কাল আচ্ছাদিত থাকে? আমার শোকানল যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে; আমরা তিন ভগ্নিতে যে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ কোরে সয্যাশায়িনী হয়ে আছি। দিবানিশি কেবল "হা দিদি, হা দিদি" বোলে রোদন কোরে থাকি।

[ক্রৌঞ্চকির প্রবেশ।]

ক্রৌ—মহর্ষি বাল্মিকী শিষ্য প্রেরণ কোরে সীতাদেবীকে অযোধ্যায় আনয়ন কোরেচেন। (নবকুশের প্রতি) আপনারা মা জানকীর সহিত সাক্ষাৎ কোর্‌বেন আসুন।

[নব-কুশ ও ক্রৌঞ্চকির প্রস্থান।]

অপর দিকে সকলের প্রস্থান।]

ইতি তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[যজ্ঞস্থানের রাজসভা।]

ত্রয়োদশ অঙ্ক।

[শ্রীরামাদি আসীন।]

[বাল্মিকীর শিষ্য সহ সীতাদেবীর প্রবেশ।]

সীতা—(স্বগত) পুনর্ব্বার যে অযোধ্যায় এসে রঘুবরের শ্রীচরণ দর্শন কোর্‌বো এ আর মনে ছিলনা। পূর্ব্ব সুকৃতি ভিন্ন এ বিষয়ের আর অপর কোন কারণ নাই। এক্ষণে আমার সর্ব্ব বিষয়েই অভিলাষ সম্পূর্ণ হয়েচে, আপনি দুঃসহ প্রাণনাথের অদর্শন বিরহ হোতে মুক্ত হলেম, কুশি-লবও রঘুবরের পরিচিত ও মমতাধিন হয়েচে, এক্ষণে আমার জীবনান্ত হলেই মঙ্গলের বিষয়। বিপদ মনুষ্যের অনুক্ষণই মস্তকের উপরে ভ্রমণ করে, কখন যে কাহাকে আক্রমণ করে ইহা কেহই বলিতে পারেনা। বিশেষতঃ আমার যে অদেষ্ট তাতে পুনর্ব্বার বিপদ ঘটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

রাম—(স্বগত) আমি যে দুষ্কর্ম্ম করেচি কি কোরে প্রিয়সীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেরূপ অপ্রিয় কার্য্য কোরে এখন কি কোরেই "প্রিয়ে" শব্দে সম্বোধন করি। জানকীর মুখের দিকে চাইতেই যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে। সে সুবর্ণ নিন্দিত লাবণ্য বন-কষ্টে এককালে বিবর্ণ হয়ে গ্যাচে, প্রফুল্ল কমলানন যেন শুষ্ক পদ্মের ন্যায় ম্লান দেখ্‌চি, ঘনসম কেশকলাপ তাম্রবর্ণ হয়ে গ্যাচে, কঠোরাচরণে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুবলনী আর কিছুমাত্র নাই; কেবল প্রাণটী অবশীষ্ট আছে।

সীতা—(স্বগত) প্রাণনাথ নিরব হয়েই রইলেন্, বোধ করি আর "প্রিয়ে" সম্বোধন কোর্‌বেন না; আমাকে বিনাদোষে পরিত্যাগ কোরেচেন, দ্বিতীয়তঃ আমিও কোন বিধায়েই অপরাধিনী হইনাই, রঘুবর লজ্জা পরবশেই হউক কি কোপ পরবশেই হউক, কিম্বা লোকরঞ্জনের জন্যই হউক, যদি নিরব হয়ে রইলেন, আমার উচিত হয়, রঘুনাথকে একবার সম্বোধন কোরে শ্রীচরণে জনমের জন্য বিদায় প্রার্থনা করা। (প্রকাশ্যে) আর্য্যপুত্র! আপনি এ অধিনীকে নিরপরাধে পরিত্যাগ কোরে মর্ম্মান্তিক পরিবেদনা প্রদান কোরেচেন, যদি তৎকালীন

রঘুকুলোজ্জ্বলক সন্তানেরা আমার গর্ব্ভাশ্রয় না কোত্তে, তাহা হইলে আমি সত্বরেই সে সন্তাপ হতে তিরোহিত হতেম, কেবল প্রাণীহত্যা আশঙ্কায় এবং বাৎসল্য স্নেহে আমি একাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ কোরে আছি, (লব-কুশের হস্ত ধারণ কোরে) এক্ষণে আপনার কুশি-লবকে আপনাকে সমর্পণ কোল্লেম, এরা দুঃখিনীর তনয় বোলে এদের প্রতি মমতার বিভাব কোর্‌বেন না; এই আমার প্রার্থনা। (লব-কুশের প্রতি) বাবা কুশি-লব! আমি আজ হইতে তোমাদিগকে রঘুনাথের হস্তে সমর্পণ কোল্লেম। (রামের প্রতি) আর্য্যপুত্র! এক্ষণে অধিনীকে বিদায় দিন, আপনার শ্রীচরণ চিন্তা কোত্তে কোত্তে পরিতাপিত চিত্তকে সুশিতল করি।

বা—(সীতার প্রতি) বাছা! আর পরিবেদনা কোচ্চ কেন? রঘুনাথ তোমাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ কোর্‌বেন।

রাম—মহর্ষি! জানকী অভাবে এ অযোধ্যাধাম হতশ্রী হয়ে রয়েচে, আর আমি যে কি মনদুঃখে আছি তা আর বোলে জানাতে পারিনে, এক্ষণে সকলে এক ঐক্য হয়ে আমাকে জানকীকে গ্রহণ কোত্তে বোল্‌লে, সর্ব্বত মতেই রাজ্যের মঙ্গল হয়।

বা—(দণ্ডায়মান হইয়া) এই সমাজে নানা দেশীয় রাজগণ যুবরাজ ও অসংখ্য লোক্‌কে সমাগত দেখ্‌চি, জানকীদেবী যে পবিত্র পতিব্রতা ইহা তোমাদের কাহারও অবিদিত নাই। শ্রীরামচন্দ্র কেবল দুষ্ট লোকদিগের বাক্যে বিনাপরাধে সীতা-দেবীকে বনবাস দিয়েছিলেন, এক্ষণে তোমরা সকলে এক ঐক্য হয়ে রঘুবরকে সীতাদেবীকে গ্রহণ কোত্তে বল।

(সামাজিক সর্ব্বসাধারণে মুক্তকণ্ঠে এক ঐক্য হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে)

এবিষয়ে কাহারও অমত নাই, রঘুনাথ জানকী-দেবীকে গ্রহণ কোরে প্রজাগণের পরিবেদনা দুর এবং অযোধ্যার শ্রীবৃদ্ধি করুন।

একদিক হইতে] লোকের কি বিবেচনা, রাক্ষস-গৃহবাসিনী সীতাকে রঘুনাথকে গ্রহণ কোত্তে বোল্‌চে, এটা কেবল অর্থের জন্যই হোচ্চে, নতুবা অপর আর কোন কারণ নাই। “অর্থেন সর্ব্বেবশা” যা হউক রঘুনাথ সীতাকে যে দোষের জন্য বনবাস দিলেন, তদ্বিষয়ে তিনি আপ্‌নি কি বিবেচনা কল্লেন? যদি একান্ত তিনি সীতাকে পরিত্যাগ কোত্তে না

পারেন; তবে তাঁর উচিত হয় তিনি সর্ব্ব সমক্ষে জানকীর পরিক্ষা লয়ে গ্রহণ করুন।

রাম—মহর্ষি! সীতার পরিক্ষা ভিন্ন অপর আরতো কোন উপায় নাই?

বা—(সীতার প্রতি) দেবি! আপনি এক্ষণে সর্ব্ব সমক্ষে একবার তোমার চরিত্রের বিষয়ে অগ্নি-পরীক্ষা প্রদান কর, তুমি কি রূপ পবিত্র পতিব্রতা সর্ব্বসাধারণে দর্শন করুক; তাহা হলেই রঘুনাথ তোমাকে গ্রহণ কর্‌বেন।

সীতা—পিতঃ! আপনি আমাকে বিদায় দিন, আমি জন্ম-ধারণাবধি মর্ম্মান্তিক সন্তাপে দগ্ধ হতেছি; এক্ষণে ক্ষণেক কাল জননীর ক্রোড়ে গিয়া সুস্থ হই। আশী-র্ব্বাদ করুন, যেন অগৌণেই রঘুনাথের শ্রীচরণ দর্শন কোত্তে পারি। (পৃথিবীর প্রতি) মাতঃ ধরণি! তোমার চিরসন্তপ্তা দুঃখিনী সীতাকে একটু স্থান দাও। (পতন)

নব—জননি! আপনি গাত্রত্থান করুন, চলুন আমরা আশ্রমে যেমত ছিলেম সেইরূপে থাকিগে, জান-পাদে ঐশ্বর্য্য ভোগে আমাদের কি প্রয়োজন আছে?

কুশ—(লবের প্রতি) ভাই! বোধ করি আমরা অযোধ্যায় এসে জননীকে হারালেম।

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল জলদ তেতালা।

ওরে কুশি একি হোলো।
জননী বিনে কি জানি আর,
হায় সংসার, হোলোরে অসার,
প্রাণে বেঁচে বল কিবা ফলো॥
দুঃখ আর সহেনা।
কি যাতনা কি বেদনা প্রাণ রহেনা,
জ্বলিছে প্রবল শোকানলো।
ছিলাম বনে সুখে, অযোধ্যা একাল সুখে,
ফলে মাতৃহিন এ ফলো॥

লক্ষ্মণ—(স্বগত) হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই হলো। (সীতার দিকে চাহিয়া) দেবি! তুমি কি পৃথিবীকে পরিতাপিতা কর্‌বার জন্যই জন্মেছিলে? তোমার বৃদ্ধ জনক জনককে এ শোক সন্তাপ প্রদান কোত্তে কি মনোমধ্যে একটু মমতা হলোনা? এককালে সংসারের মায়া কেমন কোরে পরিত্যাগ

কোল্লেন, অযোধ্যাবাসীরে সকলেই বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হোলো ? আহা ! তোমার কুশি-লবের যে নেত্রনীরে অঙ্গের দুকুল ভেষে যাচ্চে ; একবার গাত্রত্থান কোরে ওদের চকের জল মুছায়ে দিয়ে সান্ত্বনা কর ; ওরা যে তোমা বই আর কারেও জানেনা। আহা ! কুশি-লবের দুঃখে কি তোমার দুঃখ বোধ হচ্চেনা।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল জৎ।

দেবি বল কি দুঃখ মনে।
আছ স্বর্ণলতা যেন ধরাসনে॥
হেরিয়ে এ ভাব তব, কাঁদিতেছে কুশি-লব,
নিরানন্দে ভাষিছে সকলে।
রঘুপতি মন দুঃখে, দেখ মা রোদন মুখে,
অশ্রুধারা বহিছে নয়নে॥

(স্বগত) হায় ! হায় ! এ পরিবেদনা রাখ্বার আর যে স্থান নাই। (রামের প্রতি) রঘুনাথ ! আপ্নি এমন প্রজারঞ্জনও কোল্লেন ? এ চরণাশ্রিত লক্ষ্মণের বাক্য লঙ্ঘন করা আপনার কোনক্রমেই উচিত হয় নাই।

গীত।

ওহে কমললোচন।
কি জন্যে করিয়েছিলে রাবণে নিধন।
কেন বধিলে রাবণ।
কেন বালী বিনাশিলে, সেতু কি জন্যে বাঁধিলে,
কেন সীতা উদ্ধারিলে বিফল এখন॥
হোলো সব অকারণ।
কেন হলে মহীপাল, লোকরঞ্জন কি কাল,
ঘটিল এ শোক শাল, তাহার কারণ।
মম না শুনে বারণ॥

(লব-কুশের প্রতি) বাবা কুশি-লব! তোমাদের ভাগ্যেও এত দুঃখ ছিল। বিধাতাকে কি এম্‌নি লিখনই লিখ্‌তে হয়? (রামের প্রতি) রঘুনাথ! এ নিরুৎসবময় অযোধ্যারদিকে আরতো চাইতে পারা যায়না।

গীত।

ওহে রঘুনাথ আর কি কাজ জীবনে।
রাজ্যেশ্বরী সাধ্যাসতী জানকী বিহনে॥
দেখ অযোধ্যায় সকলে, কেনা জ্বলে দুঃখানলে,
চেয়ে দেখ ধরাতলে, জানকী রতনে॥

(রামের প্রতি) রঘুবীর! দেবী যদি লীলা সম্বরণ কল্লেন, এক্ষণে আমাদের আর দেহ ধারণে কি ফল আছে?

গীত।

রাঘব এ ধরায় আছ কি বিধায়।
তনয়ে সঁপিয়ে রাজ্য চল হে দেবী যথায়॥
আহা জানকী বিহনে, কেন আছ দুঃখ মনে,
চল বৈকুণ্ঠ ভুবনে, কি ফল হেথায়।
রত্ন রাজির আসনে, বসিবেন দুই জনে,
আমরা হে ভ্রাতৃগণে, সেবিব দোঁহায়॥
দূরে যাবে এ বেদন, পুষ্পবৃষ্টি বরিষণ,
করিবেন দেবগণ, সুখি হবেন তায়॥

রাম—ভাই এক্ষণে যাহা বিহিত হয় কর, কালবিলম্বে আর কোন প্রয়োজন করেনা।

লক্ষ্মণ—যে আজ্ঞে। আপনি গাত্রত্থান করুন, এবিষয়ে যাহা বিহিত হয় তাহার পরামর্শ করিগে।

[সকলের প্রস্থান।]

অঙ্ক সমাপ্তঃ।

[বৈকুণ্ঠধাম।]

চতুর্দ্দশ অঙ্ক।

[রাম সীতা একাসনে আসীন।]

মিলন সংগীত।

(নেপথ্যে।)

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

কিবা শোভা বৈকুণ্ঠেতে রত্ন রাজিব আসনে।
বিরাজে রামরূপি হরি লক্ষ্মীরূপা সীতাসনে ॥
পুষ্প বৃষ্টি দেবগণে, করিছে পুলক মনে,
সেবে মুনি ঋষিগণে, প্রীতি মনে সযতনে।
অপসরিরা নৃত্যকরে, সঙ্গীত করে কিন্নরে,
সন্তাপ সবার হরে, নিত্যময়ে দরশনে ॥

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

বাবু শিবচন্দ্র দত্ত, বাবু গিরীশচন্দ্র কর, বাবু গোরাচাঁদ আঢ্য ও বাবু মতিলাল আশ মহাশয়দিগকে এই "মৈথিলী-মিলন" নাটকের মুল কারণ বলিতে হইবেক। প্রথমতঃ উক্ত মহাত্মারা এই অভিনয় প্রচার করণার্থে, তদ্বিষয়ে আমারই উপরে ভারার্পণ করেন। যে হেতু উক্ত বাবুদিগের আমার প্রতি বিশেষ মমতা আছে। আমি যদিচ প্রসিদ্ধ লেখক-শ্রেণীর মধ্যে গণনীয় নহি, কিন্তু উক্ত মহাশয়েরা প্রণয়বশেই হউক, কিম্বা তাঁহাদিগের মহত্ত্বতাগুণে হউক, আমার রচনাকে বিশেষ প্রিয়তর বোধ করিয়া থাকেন। আমাদিগের পরস্পরের সৌহৃদ্যের বিষয়ে কেবল ভিন্ন কলেবর ভিন্ন অন্য রূপ বলা বাহুল্য মাত্র। আমি এক সপ্তাহ-কাল মধ্যে এই নাটক খানি প্রস্তুত করিয়া উহা প্রিয়-বান্ধবগণকে প্রদান করিয়াছিলাম, তাঁহারা পাঠ করিয়া যথোচিত সন্তোষের সহিত অভিনয়ের জন্য সত্বর হন। তদ্বিষয়ে অকাতরে অর্থব্যয় এবং অপরিসীম কায়িক পরিশ্রম করিয়াছেন।

বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—অভিনয় কার্য্যের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া বহু পরিশ্রমের সহিত কৃতকার্য্য হইয়া-

ছিলেন। অভিনয়ের বিষয়ে অভিনেতৃগণ যথোচিত খ্যাতি লাভ করিয়াছে, এমত কি বলিব, অভিনয়ের জন্য আমার এই সামান্য নাটকখানিরও বিশেষ গৌরব হইয়া লোক-সমাজে সমাদৃত হইয়াছে; এমত কি? কএকবার অভিনয়ের কার্য্য স্থগিত হইয়া লোকের আগ্রহের জন্য পুনঃ পুনঃ অভিনয় হইয়াছে। পরিশেষে বাবু আনন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ও বিশেষ আগ্রহ সহকারে অর্থব্যয় করিয়া অভিনয়ে কএকবার খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

এই মৈথিলী-মিলন নাটক খানি যেমত অভিনয় হইয়াছে, সভ্য সাম্প্রদায়িক হইতে এমত অধিকবার অপর আর কোন বিষয় অভিনয় হয় নাই। কিন্তু তথাচ ইহার অভিনয় দর্শন করিবার জন্য অনেকেই আগ্রহ হইয়া থাকেন। অনেকেই ইহার গীত গুলি লিখিয়া লইয়াছেন। অনেকেই এ নাটক খানি পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, এজন্য সাধারণের বিদিতার্থে আমি এই নাটকখানি প্রচার করিলাম।

মৈথিলী-মিলন নামটী ইহার প্রসিদ্ধ নাম নহে, উত্তররামচরিতকে অবলম্বন করিয়া ইহা সংগ্রহিত হইয়াছে। "সীতার বনবাস" বলিলেই ইহার প্রসিদ্ধ নাম হইত, কিন্তু তাহাহইলে ভদ্রাসন-ভবনে অভিনয় করাইতে অনেকেই সঙ্কিত হইতেন; এজন্য শ্রীরাম

চন্দ্রের মানব-লীলার পরিশেষে বৈকুণ্ঠের মিলন সূত্রে "মৈথিলী-মিলন" নামটী দেওয়া হইয়াছে।

এই মৈথিলী-মিলন নাটকখানি যেমত পাণ্ডুলিপী লইয়া অভিনয় হইয়াছে মুদ্রাঙ্কনও সেই রূপ হইল; কোন বিষয়ে কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। অভিনয় কালে অভিনেতারা "লবকুশের" স্থলে "নবকুশ" বলিয়া অভিনয় করিয়াছে বলিয়া তাহাও পরিবর্ত্তন করা হইল না। কেবল যে কএকটী গীত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহাই এই বিজ্ঞাপনটীর পশ্চাত ভাগে দেওয়া হইল।

পরিশেষে পাঠকগণের প্রতি বিনয় বিধানে নিবেদন করিতেছি, আমি একজন সামান্য ব্যক্তি, আমার রচনা যে পাঠকগণের পাঠোপযোগ্য হইবেক এমত ভরসা করি নাই; তবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বিষয়ক বলিয়া পাঠ করিলে শ্রম সফল বিবেচনা করিব।

মুখোপাধ্যায়োপাধি।—

শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা।

"আপনার মুখ আপনি দেখ"

"কিছু কিছু বুঝি প্রহসন"

"প্রভাস যজ্ঞ ১ ম ২ য় এবং ৩ য় খণ্ড"

"প্রভাস-মিলন নাটক প্রভৃতির প্রণেতা।—

এই কএকটী গীত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

৭৯ পৃষ্ঠার গীতটীর পরিবর্ত্তে।

রাগিণী আলিয়া—তাল জলদ তেতালা।

প্রাণনাথ এ অধিনী, বল অবি কি কারণে।
হইল অপরাধিনী, এত তব শ্রীচরণে॥
বিনা দোষে দিলে বনে, অবোধ বালকগণে,
চরিত্রের দোষ গণে, কি বেদনা পাই মনে।
নাহি দুঃখ বনবাসে, নাহি দুঃখ দেহ নাশে,
দুর্নাম যে লোকে ভাষে, সহেনা তাহা জীবনে॥
ওরে দেহের জীবন, জীবনে ত্যজি জীবন,
যুড়াতে পারি জীবন, ভ্রূণ হত্যা ভাবি মনে॥

২৯ পৃষ্ঠার গীতটীর পরিবর্ত্তে।

রাগিণী আলিয়া—তাল জলদ তেতালা।

জীবনে জীবন আজি, ত্যজিব মিছে জীবন।
জানকী জীবন বিনে, জীবনে কি প্রয়োজন॥
যে জীবন বিহনেতে, ফল নাহি জীবনেতে,
কি ফল সে জীবনেতে, বিফল জানি জীবন।
ওরে দেহেরি জীবন, বিনে জানকী জীবন,
জীব না জীবনে ক্ষণ, জীবন যাহ এখন॥

৫২ পৃষ্ঠার গীতটীর পরিবর্ত্তে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

কি দেবর সুখো মম মনে।
কত তপঃ ফলে আমি পেয়েছি প্রাণধনে॥
এই বাসনা অন্তরে, যেন জন্মজন্মান্তরে,
প্রাণপতি রঘুবরে, পায় অধিনী।
আহা কিবা ধীরমতি, কি সদয় রঘুপতি;
করিলেন অনুমতি, যাইতে তপোবনে॥

৫৭ পৃষ্ঠার গীতটীর পরিবর্ত্তে।

রাগিণী কানেংড়া—তাল জলদ তেতালা।

বলনা বলনা দেবর প্রকাশি বলনা।
রোদন বদনে কেন, দিতেছ প্রাণে যাতনা॥
বিদরে উঠিছে মন, কিবল হল এমন,
বিনে রাজীব লোচন, আমি প্রাণে বাঁচিব না।
অমঙ্গল মম মনে, উদয় তব রোদনে,
না জানি আছেন্ কেমনে, কি হল মন বেদনা॥

৮৯ পৃষ্ঠার গীতটীর পরিবর্ত্তে।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

কেন প্রাণ দেহে রয়, এত প্রাণে না সয়।
কেন প্রাণ লয় নয়॥
মরা গো কেন আর, আছে এ প্রাণামার,
প্রাণে আরো দুঃখ নাহি সয়।
জানকী মম জীবন, জীবন বিনে জীবন,
রহে কি কারো কখন, হোক দেহ লয়॥
কব কি অধিকার, সহেনা প্রাণে আর,
মম প্রাণ দেহ করে লয়।

বিজ্ঞাপন।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম

(নায়ক)

রামচন্দ্র … … … অযোধ্যাধিপতি।

লক্ষ্মণ … … … রামভ্রাতা।

ভরত … … … রামভ্রাতা।

শত্রুঘ্ন … … … রামভ্রাতা।

অষ্টাবক্র … … … মুনি বিশেষ।

দুর্ম্মুখ … … … বার্ত্তাবহ।

লব … … … রাম পুত্র।

কুশ … … … রাম পুত্র।

বাল্মিকী … … … রামায়ণ প্রণেতা মুনিবিশেষ।

বশিষ্ঠ … … … রাম পুরোহিত।

নট, প্রতিহারী, নকুড়শর্ম্মা, রাঘব ভট্টাচার্য্য, মুনিবালক, বিদুষক, গুরুমশায়, পোড়োগণ, আগমবাগিশ, বিদ্যাবাগিশ, নদেরচাঁদ, রামনিধি দুলে, ক্রৌঞ্চকী ইত্যাদি।

(নায়িকা)

কৌশল্যা	শ্রীরামচন্দ্রের গর্ব্ভধারিণী।
সুমিত্রা	লক্ষ্মণের গর্ব্ভধারিণী।
কৈকৈ	ভরতের গর্ব্ভধারিণী।
সীতা	রাম পত্নী।
উর্ম্মিলা	লক্ষ্মণ পত্নী।
মাণ্ডবী	ভরত পত্নী।
শ্রুতকীর্ত্তি	শত্রুঘ্ন পত্নী।

নটী, কলহংসী, বিলাসবতী ইত্যাদি।

মৈথিলী-মিলন

নাটক।

নারদের উপদেশে চ্যবন-নন্দন।
রচিলেন রামায়ণ করিয়া যতন॥
মহাপুণ্যপ্রদ গ্রন্থ বিদিত ভুবনে।
শ্রবণ পঠনে মুক্তি লভে জনগণে॥

শ্রীযুত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতাস্থ কতিপয় সভ্যগণ কর্ত্তৃক
গীতাভিনয় হইয়া

কলিকাতা।

শ্রীগৌরীচরণ পালের হরিহর যন্ত্রে মুদ্রিত।

☞ চিৎপুর রোড্ বটতলা ১১৮ নং ভবন।

সন ১২৭৭ সাল

শ্রীগৌরীচরণ পাল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উপহার।

মহামহিমবর

শ্রীযুত বাবু ধর্ম্মদাস বসু

মহাশয় মহামহিম বরেষু।

মহাশয়!

আপনি এই মৈথিলী-মিলন নাটক খানির যথেষ্ট গৌরব করিয়া থাকেন, এবং আমার প্রতি মহাশয়ের যথোচিত মমতা আছে? এজন্য আমি এই নাটক খানি আপনাকে উপহার রূপে প্রদান করিলাম আপনি শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বিষয়ক বলিয়া পাঠ করিলেই চরিতার্থ হইব। নিবেদন ইতি।

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।